দেবলীলা

পৌরাণিক নাটক।

শ্রীরামরমেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

৮নং মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা

"সত্যপ্রিয় সম্মিলন" হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রনাব্দ ১৩৩৮, ফাল্গুন।

গ্রন্থকার প্রণীত

আর একখানি সামাজিক নাটক

আশীর্ব্বাদ

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রি-বিরচিত

অবকাশ	...	(সন্দর্ভ)	...	॥৹
মালঞ্চ	...	(কাব্য)	...	॥০

বঙ্গভাষার অপূর্ব্ব সম্পদ

বঙ্কিমচন্দ্র	...	(বিশ্লেষণ)	...	৸০
প্রাচীন চিত্র	...	(বিশ্লেষণ)	...	৸০
রামচরিত	...	(নাটক)	...	১৲
অগ্নিশুদ্ধি	...	(নাটক)	...	১৲

প্রাপ্তিস্থান :—

৮নং মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা

দেবলীলা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্য।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-সম্মুখে তারক তপস্যায় রত, অপ্সরাগণ হাব-ভাব-লাস্য সহকারে তদীয় তপস্যা-ভঙ্গের চেষ্টায় নিযুক্ত।

(গীত)

অপ্সরাগণ।

আজি, এসেছি হে প্রিয়! দুয়ারে তোমার
এ নব যৌবন দিতে উপহার।
উঠে এস বঁধু ফিরে চাও শুধু,
ঢেলে দাও মধু প্রাণে অবলার॥

স্বপনে তোমারে রাখিব ঢাকিয়া
ধরিব হৃদয়ে অধরে চুমিয়া
সে মধু পরশে কুহক আবেশে
মিশে রব' দুঁহুঁ হৃদয়ে দোঁহার!!

তারক। কেন বালা! কর জ্বালাতন?
তপস্যাকারণ—জীবনের
সব সুখ সব আশা দিছি বিসর্জ্জন;
অবশিষ্ট আছে এ শরীর, তাও আজি
ইষ্ট-দরশন বিনা—
দিব অবহেলে অনলে আহুতি।

(পুনরায় গীত)

অপ্সরাগণ।

কেন প্রিয়তম! এ কঠোর পণ,
কেন ত্যজ বল এ নব জীবন,
চল যাই সেথা নাহি আছে যেথা
বিচ্ছেদ দুঃখ—বিরহ দহন।
আজি, সুখের নেশায় করিয়ে বিভোর,
রাখিব হৃদয়ে ওহে মনচোর,
রব' বুকে বুকে সদা মনসুখে
সার্থক হবে এ মধু-মিলন।

তারক। বৃথা চেষ্টা ভুলাতে আমারে,
বৃথা হাব ভাব, বৃথা কটাক্ষ নিক্ষেপ,
বৃথা তব যৌবনের চটুল চাতুরী।
দানবারি ইন্দ্র যদি পাঠাইয়া থাকে,
বৃথা আশা—ফিরে যাও আপন আবাসে,
নহে—এই দণ্ডে দিব যোগ্য প্রতিফল।
জান নাকি—দানবের জিঘাংসা ভীষণ?
জান নাকি দেবগণ—দৈত্যের কারণ
চিরকাল বিষাদে মগন? যুগে যুগে
তার পেয়েছ প্রমাণ;—এবে চাহ যদি
নারীত্বের রাখিতে সম্মান, অপমানে
ঘৃণা যদি হয়, করি অনুনয়—
সসম্মানে ফিরে যাও নিরাপদ স্থানে।
কি, শুনিলি না নিদেশ আমার?
অনুনয়ে না হ'ল করুণা?
লভ তবে কর্ম্মভোগ,
বুদ্ধিদোষে নাগপাশে বদ্ধ হও তবে?

(যোগবলে অপ্সরাদিগের হস্ত আপনিই বন্ধনযুক্ত হইল)।

তারক। (ধ্যানাসক্ত চিত্তে) এ সংসারে সকলি অসার ;
তাই ছারবোধে—
সমস্ত ঐহিক সুখে বিতৃষ্ণা আমার।
একমাত্র অঙ্গীকার,—
অধিকার লভি যদি যথেচ্ছ-বিহারে,
তবেই রাখিব প্রাণ ;
নহে—মুক্তির সোপান লক্ষ্য মাত্র ধ্যান,
যতক্ষণ জীবাণুর না হবে নির্ব্বাণ।
(পুনরায় ধ্যানে নিমগন)

(গোপনে ছদ্মবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেবরাজ ইন্দ্র আমি ত্যজি স্বর্গভূমি
ভীত হয়ে দানবের তপস্যাচরণে,
এসেছি গোপনে এই পৃথিবী মাঝারে
যদি তারে কোনক্রমে ভুলাইতে পারি ;
কিন্তু হেরি এবম্বিধ ইন্দ্রিয় সংযম,
একনিষ্ঠ তপস্যাচরণ, বুঝিযাছি—
স্বর্গ সিংহাসন হ'তে—অচিরায় হব
নির্ব্বাসিত, বুঝিয়াছি--উচ্চপদে কভু
একছত্র অধিকার থাকে না কাহারো।

অপ্সরাগণ। প্রভু! (সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল)

ইন্দ্র। তোমরা অবলা হ'য়ে আর কি করিবে ?
যথেষ্ট করেছ, সন্তুষ্ট হয়েছি আমি।
আনন্দদায়িনীগণ! ফিরে যাও আনন্দ-আবাসে।
[ইন্দ্র কর্ত্তৃক অপ্সরাদিগের বন্ধন মোচন ও প্রস্থান]
(পাদচারণ করিতে করিতে) চিরন্তন প্রথা—
দেবতা সন্তুষ্ট হয় তপস্যাচরণে ;
আমি কিন্তু হেরি বিপরীত,
চিত্তমাঝে সন্তোষের চিহ্ন নাহি পাই।

কেন বিধি! কেন হেন বিরুদ্ধ প্রকৃতি!
তবে কি যা কিছু ছিল দেবত্ব আমার,
সকলি কি বিলুপ্ত আঁধারে? তাই হবে,
নহে—হিংসা দ্বেষ কেন দেবতা অন্তরে?
বৎস!

তারক। (চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) কে আপনি মহাভাগ?

ইন্দ্র। পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন?
আমি এক দেবতা-প্রনিধি,
আসিয়াছি জিজ্ঞাসিতে প্রকৃত কারণ,
কেন এ ভীষণতর তপস্যায় ব্রতী?
অতি সুকুমার শরীর যাহার
এ হেন কঠোর তপঃ সাজে কি হে তার?
চাহ যদি দেবভোগ্য স্বর্গ সিংহাসন,
চাহ যদি যুবতীর কণ্ঠ আলিঙ্গন,
বল বৎস। এনে দি তাহারে, তপস্যার
বলে—কিছু নাহি দুষ্প্রাপ্য তোমাব

তারক। এত অনুগ্রহ দেখাতে কিঙ্করে
কেবা হেথা করেছিল আহ্বান তোমারে;
কেবা বল সেধেছিল—
হিত-উপদেশ তোমা করিতে প্রদান?
জানি না কে তুমি, কিবা স্বরূপ তোমার;
কিন্তু উপদেশ গাথা শুনি মনে হয়,
হৃদয় তোমার তীব্র হিংসায় আতুর;
বুঝি বা দেবেন্দ্র তুমি,—
সিংহাসন-ভঙ্গ-ভীরু নির্ল্লজ্জ কুক্কুর!
যাও ভণ্ড! করহ প্রস্থান, নহে—
অপমানে অচিরায় হবে জর্জ্জরিত।

ইন্দ্র। (স্বগতঃ) যোগ্য নাম,
দৈত্যমুখে দেবতার যোগ্য অভিধান ,—
উচিত এ স্থান হতে প্রস্থান এখন।

[নতমুখে প্রস্থান]

তারক। ধর্ম্মকার্য্যে—দেবকার্য্যে
দেবতা আসিয়া যদি প্রতিপক্ষ হয়,
প্রতি পদক্ষেপে উঠিতে বসিতে
যদি তারা নীচতার দেয় পরিচয়,
প্রতারণা—প্রবঞ্চনা—
যগ্যপি আশ্রয় করে,
তথাপি বলিতে হবে দেবতা তাদের ?
তথাপি বলিতে হবে—
তারা বিশ্বপিতা, বিশ্বের বরেণ্য ?
তথাপি বলিতে হবে—
"তুমি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র, তুমি সিদ্ধি—
আমি মন্ত্র, তুমি প্রভু—আমি দাস তব" ?
না—না, তা হবে না, হতেও দিব না , শুধু
দেখিব কি আছে লেখা অদৃষ্টে আমার ?
(মুহূর্ত্তমধ্যে স্বকীয় বামবাহু ছেদন করিয়া)
এই লও অগ্নিদেব ! দীন উপহার ;
তুচ্ছ ব'লে উপেক্ষা ক'রো না, তুলে লও।

(বনদেবীর আবির্ভাব)

বনদেবী। কর কি, কর কি পুত্র ! রাখ কথা,
রাখ অনুরোধ ; যাহা চাহ দিব বর—
ক্ষান্ত হও ব্রতে, অঙ্গচ্ছেদ ক'রো না আপন।

তারক। পাষাণি ! আবার !
আবার এসেছ ছুটে কণ্টকের মত,
বাধা দিতে সন্তানের উন্নতির পথে ?

ফিরে যাও, ফিরে যাও—করি অনুরোধ,
একই কথা বারবার চাহিনা শুনিতে।

বনদেবী। পারি না যে বাছা! আর যাতনা সহিতে।

তারক। যাতনা! তোমার!
তোমার মা! হবে কেন?

বনদেবী। আমার যে হবে কেন আমি নাহি বুঝি,
কিন্তু তোর কি রে বোঝা উচিত ছিল না?
যার অধিকারে আসি—বসি বক্ষঃপরে
জ্বেলেছিস্ এ প্রচণ্ড তপ্ত হুতাশন,
সেই জ্বালাময়ী শিখা প্রতি লোমকূপে
যার দেহে করিতেছে দাহের সৃজন,
তুই তারে দৈত্যাধম! কেমনে চিনিবি?
শোন্ তবে সত্য কথা—দুর্ব্বলতা মোর,
তোরে হেরে যদি হৃদে স্নেহ না জাগিত,
কে তোরে আশ্রয় দিত এ গহন বনে?
ভেবে দেখ্ মনে, কার পূত-আশীর্ব্বাদে
নিরাপদে এখনো রয়েছে তোর প্রাণ।
মূর্খ তুই, বুঝিবি না স্নেহের মর্য্যাদা;
দৈত্য কি বুঝিতে পারে সুধার আস্বাদ?

তারক। মা! মা! সন্তানেরে করহ মার্জ্জনা,
অপরাধ নিও না দাসের। তুমি যদি
ক্রুদ্ধ হও, অন্ধকারে পথ নাহি পাব,
তুমি যদি স্নেহদানে কৃপণতা কর,
ধরণীর গর্ভে যে মা! লুপ্ত হয়ে যাব।
বিমুখ হ'য়ো না দেবি! কর আশীর্ব্বাদ,
তনয়ের মনসাধ পূর্ণ হয় যেন।

বনদেবী। নাহি ভয় প্রাণাধিক! নাহি সে সংশয়,
জননী কভু না হয় সন্তানে বিরূপ।

কর ক্ষোভ দূর, হ'য়ো না বিধুর,
পুণ্যকর্ম্মে—সত্যধর্ম্মে রাখিয়া সুমতি
সাধ্যমত সাধনায় হও অগ্রসর।
দিনু বর—সৃষ্টিধর সেই অনাদি কারণে
ভক্তিভোরে অচিরায় পাবে দরশন।

তারক। মা—মা, কি বলিলে? এ কভু সম্ভব,—
স্বয়ম্ভূর নিজে আসি দিবে দরশন।

বনদেবী। আত্মভূ যে তিনি, জানি বিলক্ষণ আমি,
এবে সেই আত্মা করি কলুষিত,
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব আমি করিব হরণ।

তারক। ধন্য আমি, সিদ্ধ মোর তপস্যা গ্রহণ।
ওহো! অন্বেষ্টব্য যেইজন, তাঁরে আমি
পাব দরশন, সেই পুণ্য—জ্যোতির্ম্ময়
অনাদি পরমব্রহ্ম—পরমার্থ ধনে।
পিতা, পিতা, প্রত্যক্ষ দেবতা!
সুকঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া বরণ,
ভুলি মায়া—স্নেহ আবরণ,
সক্রন্দনে বনভূমি করি আলোড়িত,
চলে গেছ লোকান্তরে চক্ষু অন্তরালে।
একটা জীবন—
ব্যর্থ করি বন্যফলে শিশির-সলিলে,
যে ভাবে উঠিয়া উচ্চে মুক্তি সন্নিধানে,
অসুর বলিয়া—পাও নাই অমৃতের কণা,
পাও নাই দেবতার তিলার্দ্ধ করুণা,
এবে পুত্র তব—তোমারি পদাঙ্ক স্মরি'
চলিয়াছে আত্মনাশে, আত্মা হ'তে জাত
শুভ্র-সত্য-সনাতন বিরিঞ্চি সকাশে।
তাতেও যদ্যপি—লোকপিতা প্রজাপতি

ক্লপাকণা না করেন দান,
না সাধেন জাতির কল্যাণ,
রেণু রেণু করি' উড়াইব ফুৎকারেতে
দানবীয় প্রতি রক্ত আহুতি অর্পণে ;
মুছে ফেলে দিব ধরাবক্ষঃ হ'তে
চিরতরে দিতিস্থত দানবের নাম।

(অগ্নির আবির্ভাব)

অগ্নি।] একি, একি, লুক্কায়িত কোন্ শক্তিবলে
আমার দাহিকাশক্তি
ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে ?
হে জননি ! মধুবন-অধিষ্ঠাত্রী দেবি !
কি করিলে – কি করিলে !
দাবাগ্নি-জ্বলন ভয়ে
শেষে কি আমারি শক্তি করিয়া নির্ব্বাণ,
আজ্ঞাবাহী দাসখতে লিখাইয়া নাম,
হ'লে অন্তর্দ্ধান দানবে আশীষি ?
আর আমি কি করিব হেথা,
লয়ে ব্যথা তুলি' হাহাকার
জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই,
বক্ষঃভেদ করি পাষাণের।
রুদ্ধবীর্য্য, লেলিহান শিখা
আর কি করিবে ? শুধুই করিবে সৃষ্টি—
অতিবৃষ্টি,—অনাবৃষ্টি,—তুচ্ছ হীনবল !
ওহো ! কি করিলে, কি করিলে মাতঃ ?
(হস্তদ্বারা চক্ষুদ্বয় আবৃত করণ, সঙ্গে সঙ্গে তারকের
সম্মুখস্থ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হওন)

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হিমালয় পর্ব্বতের একপ্রান্ত।

কন্দুকক্রীড়ারতা পার্ব্বতী ও তাঁহার সখীদ্বয়।

কুঙ্কুম-চন্দনলিপ্ত কন্দুক লইয়া সকলে কিয়ৎক্ষণ
খেলা করিলে পর পার্ব্বতী ক্লান্ত হইয়া
ভূমিতে উপবেশন করিলেন।

পার্ব্বতী। সখি! আর আমি পার্‌ছিনে, বড় হাঁফিয়ে পড়েছি।

লীলা। আহা অনিলা! গায়ে একটু ফুঁ দিয়ে দে, খানিক বাতাস কর্—বাতাস কর্, সখী আমার ভীর্ম্মি যায় বুঝি!

(পার্শ্বে বসিয়া বস্ত্রাঞ্চলে বীজন)

পার্ব্বতী। লীলা! সত্যই আর আমি পার্‌ছিনে।

লীলা। আমরা কোন্ বল্‌ছি—তুমি পার্‌ছো গো? এমন কথা কি আমরা বল্‌তে পারি? আমরা তোমার সখী,—সুখদুঃখের সমভাগী।

পার্ব্বতী। এতে ঠাট্টার কি আছে ভাই? সকলেই জানে, খেলা আমোদের জিনিষ, কিন্তু যখন আমোদ ছেড়ে কষ্ট হবে, তখনও কি খেল্‌তে হবে?

লীলা। কে তোমায় এমন মাথার দিব্যি দিয়েছে ভাই?

পার্ব্বতী। (কণ্ঠবেষ্টন করিয়া) লীলা! বোন্! রাগ করিস্‌নে। সংসারে সেই সুখী, যে এক কথায় সব ভুলে যায়, এক মুহূর্ত্তে সকলকে আপনার করে নেয়। অনিলা! তুই চুপ্ ক'রে আছিস্ যে?

অনিলা। আমি দেখ্‌ছি—যাদের কথায় কথায় এমন মান-অভিমান, যারা সামান্য একটু কথার ঘা সইতে পারে না, তাদের এমন মেলা-মেশা লোকদেখানো ভালবাসা কেন?

পার্ব্বতী। ভুল বুঝেছিস্ বোন্! ভালবাসা কখনও লোকদেখানো হয় না। অনিলা! তুই বড্ড ছোট, কিছুই বুঝিস্ নে, মানঅভিমান না থাক্‌লে কি ভালবাসা জমে? এক পশলা বৃষ্টির পর সূয্যি ঠাকুর যখন ওঠেন, তখন কেমন দেখায় বল্ দেখি?

(সহসা চতুর্দ্দিকে আলোকচ্ছটা বিকশিত হইল)

লীলা। দেখ্ দেখ্ সখী! সূয্যি ঠাকুরের মত চারদিক্ আলো করে আকাশ থেকে কে একজন নেমে আস্‌ছে। আহা! গানেতে প্রাণ মাতিয়ে তুল্‌ছে।

(সকলেরই উৎকর্ণ হইয়া অবস্থান)

অনিলা। তাইতো, আমাদের দিকেই দেখ্‌ছি নজরটা! বোধ হয় আমাদের সখীকে হরণ কর্‌তে আস্‌ছে।

লীলা। মিথ্যে নয়, এত রূপ—একি মর্ত্ত্যের সামগ্রী, এ যে দেব-ভোগ্য অম্লান কুসুম।

অনিলা। তাই হবে রে, তাই হবে।

পার্ব্বতী। একি, আমার মন হঠাৎ কেন এমন বদ্‌লে গেল? আমি যে ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ছি। আমার প্রাণে কে যেন মুহূর্ত্তে সন্তান-বাৎসল্য জাগিয়ে দিলে, মধুর মাতৃভাব ফুটিয়ে তুল্‌লে।

(গাহিতে গাহিতে শূন্যে নারদের আবির্ভাব)

(গীত)

নারদ। পাপী তাপী যত যে যেখানে আছ
হরি হরি বল বদনে।
সুধামাখা নাম জপ অবিরাম
কর গুণ গান সঘনে !!
নিখিল দৈন্য নিমিষে ঘুচিবে,
অমৃত-অমর পদবী লভিবে,
যদি কভু ভুলে কেহ মন খুলে
ডাকে হরি বলে চরমে !!

হ'তে চাও যদি ভবনদী পার,
তরী কর সবে হরিপদ সার,
যা কিছু সকলি দাও তাঁরে ডালি
আঁখিবারি ঢালি চরণে !!

হয় যদি তাঁরে দেখিতে বাসনা,
আঁখিমুদে ভাই বাবেক ভাব'না,
দেখিবে তখন মুরলীমোহন
স্বপনেরি ধন নয়নে !!

(গীতান্তে স্বগতঃ) দাক্ষায়ণি মা আমার !
একাধারে ক্ষুদ্র বালিকায়—কতশক্তি,
কতরূপ, কত যে সৌন্দর্য্যরাশি ল'য়ে
আসিয়াছ ভোলানাথে সংসারী সাজাতে।
আহা হা !
(উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া পার্ব্বতীকে একদৃষ্টে অবলোকন)

অনিলা। (লীলার গা টিপিয়া) ওলো, দেখ্—দেখ্, বুড়োর দেখার ঢঙ্ দেখ্।

লীলা। চোখ থাক্‌লে বা দেখ্‌বার পেলে কেই বা না দেখে! সত্যিই কি এরূপ দেখ্‌বার বা দেখাবার নয় ?

পার্ব্বতী। হ্যাঁগা, তুমি আকাশ থেকে নেমে এলে বুঝি ?

নারদ। হ্যাঁ মা, তোর এ ভুবনভোলান' রূপ দেখে আমি আর না নেমে থাক্‌তে পার্‌লুম না।

অনিলা। বুড়ো যথার্থ শক্তিমান্, গান দিয়ে প্রাণ নিতে এসেছে।

লীলা। হাসি, রূপ, গান এই তিনই তো চিত্ত আকর্ষণের প্রধান উপাদান।

নারদ। হ্যাঁ মা, তুমি তো হিমালয়-কন্যা পার্ব্বতী, কিন্তু এরা কারা ?

পার্ব্বতী। এরা আমার সখী। তুমি আকাশ থেকে নেমে এলে ?

নারদ। হ্যাঁ মা, তোকে দেখ্‌তে এলুম ; তুই ত্রিভুবনের মা, তাই তোর চরণ বন্দনা কর্‌তে এলুম।

পার্ব্বতী। তবে আমাদের বাড়ী চল।

নারদ। চল। তুমি বুঝি খেলা কর্‌তে এসেছিলে?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ।

নারদ। শুধু বুঝি খেলাই কর, পূজা কর না?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, রোজ সকালে শিবপূজা করি।

নারদ। শিবপূজা কর্‌লে কি হয় জান?

পার্ব্বতী। জানি, শিবের মত বরলাভ হয়।

নারদ। তোমার কিন্তু মত আব হবে না, স্বয়ং শিবই তোমা' বর হবেন। তাঁকে পছন্দ হয় তো?

(পার্ব্বতী অধোবদন হইলেন)

চল মা, তোমার বাপ মা'র কাছে যাই।

লীলা। ওরে, ঘটক রে, ঘটক।

[সকলের প্রস্থান]

(ত্বরিতগতি অগ্নির প্রবেশ)

অগ্নি। এসেছিল এইপথে দেবর্ষি নারদ।
কোথা গেল, কোথা গেল তবে?
হ'যে গেল কি যে সর্ব্বনাশ,
প্রকৃতি তা' আভাযে জানায়, তবুওতো
প্রতীকারে কেহ নহে বদ্ধ পরিকর।
দুঃসাধ্য সে তপস্যার বলে
চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু ও বরুণে
রাখিয়াছে করি আজ্ঞাবহ।
প্রজাপতি - সৃষ্টি স্থিতি রক্ষার কারণ,
ছুটে এসে দিয়ে গেল বর
"ইচ্ছাশক্তি—ইচ্ছামত গতি
যথেচ্ছ প্রসার তার ত্রিলোক মাঝারে"
গ্রহ, তারা, কক্ষচ্যুত হয় প্রতিক্ষণে,
কি জানি কি অমঙ্গল ঘটিবে অচিরে।

আসন্ন বিপৎপাতে
তখন যে কোনও উপায়,
খুঁজিলেও মিলিবে না হায়।
সে তো নয় সরল দেবতা,
পদতলে পড়িলেও শুনিবে সহসা ;
সে যে গো অসুর—দুর্দ্দম সাহসী,
রাক্ষসী লালসা তাকে করিয়াছে গ্রাস।
সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ! ওহো-হোঃ-হোঃ—

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমালয়-কক্ষ।

হিমালয় ও মেনকা।

হিমালয়। প্রিয়তমে! আমাদের দাম্পত্য জীবনে
কত সুখ, কত আশা, কত যে আনন্দ
সুপ্তিহীন—শ্রান্তিহীন উচ্ছ্বাসের মত
বহিতেছে নিরন্তর দুকুল প্লাবিয়া,
স্বপ্নরাজ্য হ'তে নামিয়া স্বর্গীয় স্মৃতি
কত যে প্রত্যক্ষ ছবি দিতেছে আঁকিয়া
তুমি আমি ছাড়া প্রিয়ে। পার্থিব জগতে
কেবা করে অনুভব স্বর্গীয় এ সুখ?

মেনকা। সত্য প্রিয়তম! আমাদের এ জীবন
স্বপ্নময়—সুধাময় হাসির ফোয়ারা।
বাস্তবিক নারীজন্ম সার্থক আমার,
সংসারে দুর্ল্লভ যাহা সকলি পেয়েছি।
যোগ্যঘরে যোগ্যবরে জীবন সঁপেছি,

যোগ্যপুত্রে প্রসব করিয়ে—বীরপ্রসূ
গৌরব লভিছি, সদ্যঃ ফোটা ফুল—
সৌরভে অতুল, অলোক-লাবণ্যবতী
বালিকা পার্ব্বতী যার গর্ভের তনয়া,
নহে কি সে ভাগ্যবতী—
সৌভাগ্যের স্বর্ণময় শিখরে আসীনা ?

হিমা। সার্থক্ মানসকন্যা করিয়া সৃজন,
প্রজাপতিগণ দেছেন আমারে
"গৃহলক্ষ্মী" করি এই অমূল্য রতনে।
প্রিয়তমে ! তুমি যে আমার—বিধাতার
স্নেহময় দান, তব প্রাণ হবে উচ্চ
আদর্শের, বিচিত্র নহে তো ইহা ; কিন্তু
মেনা, তুমি দেবী—স্বর্গের ললনা, আমি
তুচ্ছ—হীন—মর্ত্ত্য অধিবাসী, তথাপি এ
অঘটন সংঘটন, প্রীতি, পরিচয়
মনে হয় প্রিয়ে ! বিচিত্র ইহাই শুধু।

মেন। বিচিত্র কিছুই নয়, স্বর্গধাম হ'তে
ইহা সুপবিত্র স্থান, তাহার প্রমাণ—
ভগবান শঙ্কর ঈশান, দক্ষযজ্ঞে
সতীহারা হ'য়ে, শোক তাপ শান্তি তরে
এ ভূধরে তপস্যায় আছেন মগন।
শুধু তাই নয়, স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী—
যিনি দেবী - ত্রিলোকের ত্রিতাপ হারিণী,
তাঁর যে জনক তুমি,
এ কথা এ ত্রিভুবনে কে না জানে স্বামী ?

হিমা। শুধু কি তাহাই মেনা ?
ব্রহ্মার মানসকন্যা যার প্রিয়তমা,
সে কি শুধু পুণ্যবান্, ভাগ্যবান্ নয় ?

(পার্ব্বতী সহ দেবর্ষি নারদের প্রবেশ)

নারদ। অনন্ত সৌভাগ্যশালী গিরি হিমালয়,
এ কথা নূতন নয় ত্রিলোক বিদিত।
মনোরমা গর্ভে জাত দেবতা প্রার্থিত
কন্যা যার সুরতরঙ্গিনী, ত্রিলোকের
পতিত পাবনী, দেবত্ব কি তার আজি
প্রমাণ করিতে হবে নূতন করিয়া ?
কুলধর্ম্মরক্ষা তরে প্রজাপতিগণ
সৃজিয়া মানসকন্যা
যার করে করিলা অর্পণ,
সেকি শুধু গিরিরাজ রহস্য কারণ ?
এই যে পার্ব্বতী,—যার পতি
বিশ্বপতি ভগবান্ দেব মহেশ্বর—

হিমা। এ কি কথা দেবর্ষিপ্রবর ! এ কি সত্য ?

নারদ। সত্য গিরিরাজ ! অতি সত্য এ সংবাদ।

হিমা। আনন্দে বিস্ময়ে আমি হ'তেছি বিহ্বল ;
কিন্তু বুঝিতে না পারি—কোন্ ভাগ্যবলে
পাব আমি মহেশ্বরে জামাতার রূপে।
বল ঋষি ! বল দ্বিজোত্তম !
কেমনে এ অঘটন হবে সংঘটন ?

নারদ। নহে রাজা অঘটন ;
তোমারি আলয়ে দেব ত্রিলোচন,
তপস্যায় আছেন মগন।
শুশ্রূষার তরে—প্রিয়তমা দুহিতারে
তাঁর পাশে দাও পাঠাইয়া।
গৃহস্থের ধর্ম্ম তাহা, কর প্রাণ দিয়া
যথাসাধ্য অতিথির সন্তোষ সাধন।

হিমা। এখনি সম্মত আমি এ প্রিয় প্রস্তাবে ;
বিশেষতঃ—ভগবান শঙ্করের সেবা
কার না ঈপ্সিতধন ? কিন্তু তপোধন !
পার্ব্বতী যে তাঁর হবে পরিণীতা, হেন
উচ্চআশা – কেমনে বা হবে ফলবতী ?

নারদ। তুষ্ট যদি হন দেব পশুপতি,
জেনো রাজা সিদ্ধিলাভ নহে অসম্ভব।

হিমা। কিন্তু কি কারণে সমাগত তিনি,
কি উদ্দেশ্যে তপস্যায় রত,
সম্যক্ না জেনে ব্যস্ত ক'রে তাঁরে
হিতে বিপরীত হবে না তো ঋষি ?
এইমাত্র বলিল মেনকা,
দক্ষসুতাহারা হ'য়ে
শোক তাপ শান্তি তরে তপস্যা তাঁহার।
কিন্তু ইহা অনুমান, স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ ;
সম্ভসার শোকাতীত যিনি,
শোক তাপ সম্ভবে কি তাঁর ?

নারদ। সতীবাক্য না হোক্ নিষ্ফল ; কিন্তু
কি কারণ, কে করিবে নির্ণয় তাহার ?
ভূতেশ্বর, সর্ব্বভূতে নিয়ন্ত্রিত যিনি,
তিনি যে কি মঙ্গল সাধনে
তপশ্চর্য্যা করেছেন পণ, এ সমস্যা
সমাধান, কে করিবে ব্রহ্মা বিষ্ণু বিনা ?

হিমা। সমস্যার সমাধানে নহি যত্নবান,—
কিম্বা নহি পরাঙ্মুখ অপমান ভয়ে। একমাত্র
আতঙ্ক অন্তরে, কুসুমকলিকা এই সুবর্ণ লতিকা
বালিকা বয়সে যদি প্রত্যাখ্যাত হয়,
কিম্বা যদি ক্রুদ্ধ হ'য়ে দেন অভিশাপ—

নারদ।　　না—না, সে সন্দেহ নাই ;　বুঝিয়াছি—
বহুমান জ্যেষ্ঠপুত্র মৈনাক তোমাব,
পক্ষচ্ছেদ-অপমান-ভয়ে
লুকাযিত চিবতবে সমুদ্র গহ্ববে ,
জানি—প্রাণ তুচ্ছ মানীব নিকট।

পার্ব্বতী।　　দর্পী সনে দর্প পবিচয়—
গৌববজনক ঋষিবর !
কিন্তু ত্যাগে সেবা—সতত সুখেব,
সমুচিত—সমীচিন সদা।

নাবদ।　　মা—মা !　　(সবিস্ময়ে মুখপ্রতি দৃষ্টিপাত)

মেনকা।　　(গলবস্ত্রে প্রণাম কবিয়া)　প্রণমি চবণে দেব !
বসুন আসনে, পাদ্য অর্ঘ্য দানে
গৃহাগত অতিথিব কবি সম্বর্দ্ধনা।

চতুর্থ দৃশ্য।

ব্রহ্মলোক।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, চতুর্দ্দিক রক্তিমচ্ছটায় উদ্ভাসিত, পদ্মাসন-
গভস্থিত ব্রহ্মা, তৎসম্মুখে দেবতাগণ
যুক্তকরে দণ্ডায়মান।

ইন্দ্র।　　হে ব্রহ্মণ ! স্বর্গচ্যুত যত দেবগণ,
প্রাণভয়ে পলায়িত—সদা সশঙ্কিত,
অত্যাচারে নিষ্পেষিত—নির্য্যাতিত বপু,
তবু তুমি উদাসীন এখনো নিদ্রিত ?

রুদ্র। প্রজাপতি! সৃষ্টি স্থিতি অধীন তোমার;
তবু তুমি দেবতার দীনদশা হেরি,
প্রলয় আঁধারে নিমজ্জিত করি জীবে,
থাক যদি নিরন্তর নিদ্রার আশ্রয়ে,
এখনি যে ধ্বংস হবে বিশ্ব-চরাচর।

আদিত্য। জাগো জগদীশ! জগত জীবন!
অন্ধকার হ'তে আলোকের পথে
ল'য়ে যাও নিখিলের লোকে।
ধরি পদে, জীবধ্বংস ক'রোনা সূচনা,
যাতনা দিওনা আর প্রকৃতির প্রাণে।

যম। হে বিধাতঃ! গর্ব্বমান হইয়াছে হত,
মুছে গেছে কৃতান্তের দণ্ডধর নাম;
জ্বালা, অপমান আর সহিতে পারি না,
ব্যর্থ প্রাণ রাখিতে চাহি না,
চরণে প্রার্থনা—
অমরত্ব দাও শুধু মৃত্যুদানে প্রভু!

কুবের। হে অনাদি!
শক্তিহীন যদি হয় দেবতামণ্ডলী,
সে কলঙ্ক স্পর্শে না কি তোমার গরিমা?
দীনা স্বর্গভূমি যদি কাঁদে হাহাকারে,
তোমার অন্তরে কিহে বেদনা বাজে না?
ব্রহ্মাণ্ড যদ্যপি হয় অশ্রুভারে নত,
উচ্চনাদে অবিরত করে হাহাকার,
তুমি পিতা হ'য়ে প্রতিকার করিবেনা তার,
এই কি উচিত কর্ম্ম বিহিত বিচার?

বৃহস্পতি। সত্য সনাতন! নিত্য নিরঞ্জন!
তুমি প্রভু! নিখিলের সমষ্টি কারণ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তোমারি হে রূপান্তর,

তুমি নিরাকার—তবু জগত জীবন।
একবার কৃপানেত্রে চাহ দেবগণে,
মুছে যাক মলিনতা,—দৈন্য দুঃখ ভার,
সমুজ্জ্বল হোক্ ম্লান মুখ ছবি,
দীপ্ত রবি—তপ্ত হুতাশন,—
জাগো প্রভু জ্যোতির্ম্ময়!, জাগো সনাতন!

ব্রহ্মা। (পদ্মকোষ হইতে আবির্ভূত হইয়া)
দেবগণ! কেন হেরি বিষণ্ণ বদন?
দিব্যকান্তি ম্লান, ত্যজি জ্যোতির্ম্ময়ধাম,
কেন বল দীনভাবে হেথা আগমন?

বৃহস্পতি। অন্তর্য্যামী তুমি প্রভু সকলি তো জান,
নূতন করিয়া আর কি কহিব বল?
তারক অসুর নাম—মহাবলবান,
তব বরে দৃপ্ত হ'য়ে মিলি দৈত্যদলে
দম্ভভরে স্বর্গরাজ্য করি আক্রমণ,
করিতেছে দেবগণে ভীম নির্য্যাতন।
সে কারণ পলায়িত ইন্দ্রাদিদেবতা
আসিয়াছে তব পদে লইতে শরণ,
প্রতিকার কিবা তার করিতে নির্ণয়।

ব্রহ্মা। এ যে বড় সমস্যা ভীষণ।
নিজে যারে স্নেহদানে করেছি বর্দ্ধন,
যার শিরে পরায়েছি গৌরব মুকুট,
নিজ করে দিছি যারে যথেচ্ছ সম্মান,
বধিব তাহারি প্রাণ এ কভু সম্ভব?
আমি লোকপিতা—আমি প্রজাপতি,
স্বীয় সৃষ্টি করিয়া নিধন,
রাখিব কি নিদর্শন,

পিতৃহস্তে পুত্রের মরণ ? অসম্ভব,—
দেবতা হইয়া আমি নারিব করিতে
রক্তশোষী পিশাচের দৃপ্ত অভিনয় ;
আমা হ'তে হেন কার্য্য হবে না সাধন।
দেবগণ ! সৃষ্টিভার আমার উপরে,
তোমাদের পরে বৎস ! রক্ষাভার তার।

ইন্দ্র। অন্তর্য্যামী হ'য়ে জানিতেন যদি সব,
কেন তবে হেন বর দিলেন তাহাবে—
সবংশে নিধন যাতে হই মোরা প্রভু ?

ব্রহ্মা। আমি কি করিব বল ?
আমি যে ভক্তের দাস—ভক্তির অধীন,
স্বাধীন অস্তিত্ব বৎস ! কিছু মোর নাই।
ধর্ম্মরাজ্য চিরদিন মুক্ত তার তরে,
ভক্তিভরে যেইজন আত্মবলিদানে
সর্ব্বস্ব অর্পণ করে ব্রহ্মের চরণে।
বিশেষতঃ যদি সে সময়ে—
যার সেই তপশ্চর্য্যা—তপস্যা প্রভাব,
বিশ্ববক্ষে তুলিয়া বিক্ষোভ,
অগ্নির দাহিকা শক্তি করিল হরণ ;
যার সেই একভক্তি—একাগ্রসাধনা,
প্রলয়ের পূর্ব্বাভাষ করিল সূচনা ;
যার সেই আত্মত্যাগ, চিত্তজয়বলে,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে—
দিশি দিশি অগ্নিকণা পড়িল ছড়ায়ে,
সেই সে সময়ে যদি—
নিরস্ত না করি গিয়া বর দানে তারে,
তাহ'লে তখনি বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত,
থাকিতনা দেব-বংশে বাতি দিতে কেহ।

ইন্দ্র। তবে কি দেখিব পিতঃ! যত দেবগণ
পত্নী-পুত্র-গৃহ-হারা হ'য়ে,—অনাহারে—
হাহাকারে, বনে বনে করিছে রোদন?
তবে কি দেখিবে যত অমররমণী
মুক্তবেণী, রুদ্ধকণ্ঠ, উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে
উদ্ধত সে দানবের পাশে, দিবানিশি
দাসী হ'যে—বাদি হ'যে করিছে বসতি?
প্রজাপতি! তাতেই কি তৃপ্ত হবে তুমি?
কিম্বা আরো চাই, আরো কিছু তপ্ত রক্ত—

ব্রহ্মা। না—না, আমি কিছু চাহিনা বাসব!
উচ্চ নীচ, ধনী বা নির্ধন,
মোর পাশে সকলি সমান।
জীবমাত্রে সম স্নেহ,—
দেব বা দানব ব'লে ভেদাভেদ নাই
শুধু সেইজন—যেই ধাম্মিকরতন
ব্রহ্মে করি সর্ব্বস্ব অর্পণ, করিয়াছে
সার জ্ঞানে তপস্যা আচার, জেনো বৎস!
সে আমার—আমি তার, দু'এ একাকার।
কিন্তু যবে দেহ তার কলঙ্কিত হবে,
মন তার মহাপাপ আশ্রয় করিবে,
সেই দিন সব যাবে—সর্ব্বস্ব ঘুচিবে,
কেহ তারে রোধিতে নারিবে।

বৃহস্পতি। কিন্তু প্রজাপতি, আপনার দৃপ্তবরে
সমরে অজেয় সেই দুর্দ্ধর্ষ দানব,—
কোনরূপ নবশক্তি সৃষ্টি ব্যতিরেকে
রণে তার পরাভব নহে তো সম্ভব।

ব্রহ্মা। তুমি কি বলিতে চাও—
মহামায়া অংশে যেই শক্তির উদ্ভব,

সেই শক্তি হ'তে সৃষ্ট যেই মাতৃজাতি,
সে জাতিরে যদি কেহ করে অপমান,
নহে কি সে মৃত্যুবাণ নিজেই নিজের ?
যে অধম—রমণীরে করে নির্য্যাতন,
অসহায়া অবলারে অবজ্ঞা পীড়ন,
ক্ষুদ্র শিশু পারে তারে করিতে নিধন।

(ব্রহ্মার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া দেবতাগণ চমকিয়া উঠিলেন)

বৃহস্পতি। সব সত্য ; কিন্তু তব বর
হইবে বিক্ষত -যে সে শক্তিবলে,
ইহা তো সম্ভব নয়।

ব্রহ্মা ! (বৃহস্পতির সানুনয় বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া)
সত্য বৃহস্পতি !
উক্তি তব বুদ্ধি অনুরূপ।
ব্যর্থ করে মোর সেই বিশ্বজয়ী বর,
হেন শক্তিধর কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
আছে মাত্র একজন, ত্রিপুর দহনে—
দেখায়েছে যেইজন অদ্ভুত বিক্রম ;
সেই সর্ব্বতোবিজয়ী শৈবতেজ বিনা
দেখিনা অপর কোন বিজয় উপায়।

বৃহস্পতি। সে যে প্রভু ! অসম্ভব।

ব্রহ্মা। নহে বৎস ! অসম্ভব ;
দক্ষযজ্ঞে সতীহারা হ'য়ে, সিদ্ধিদাতা
কি জানি কি সিদ্ধির আশায়
আছে মগ্ন তপস্যায় হিমাদ্রি-শিখরে।
হিমালয়-কন্যা তার শুশ্রূষার তরে
নিয়োজিত আছেন সেথায়। উভয়েই
যোগ্যতম—ষড়ৈশ্বর্য্যময়, এ সুযোগে

যদি হয়—উভয়ের দৃষ্টিবিনিময়,
সঙ্কল্প সফল হবে, অভীষ্ট পূরিবে

বৃহস্পতি। তমোগুণাতীত সেই দেব মহেশ্বর
ত্যাগ ছেড়ে পুনরায় ভোগাকৃষ্ট হবে ?

বেশ তো হে, বেশ মনোরম দৃশ্য হবে,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দু'এ পাশাপাশি রবে।
যাও দেবগণ! সবে মিলি
করহ যতন, শীঘ্র যাতে সিদ্ধ হয়
হর পার্ব্বতীর সেই শুভ পরিণয়।

(পুনরায় পদ্মকোষ মধ্যে অন্তর্ধান

ইন্দ্র। বেশ হাসিমুখে নিশ্চিন্ত অন্তরে
ফিরিলেন স্বগৃহে অবাধে,
অসম্ভব উপদেশ প্রদানি' মোদের,
কিন্তু মোরা যে তিমিরে,
রহিলাম সেই সে তিমিরে।
এত বড় বিপৎসম্পাতে
চাঞ্চল্য দূরের কথা, মনে হয়
বিন্দুমাত্র রেখাপাত হয় নাই মনে।
প্রজাপতি নিদ্রামগ্ন,
ধ্যানমগ্ন সংহারী স্বয়,
এ দুর্গম প্রহেলিকাভেদ, কি করিয়া
হবে, কে করিয়া দিবে বা আচার্য্য ?

বৃহস্পতি। বৎস! অবসাদে নাহি প্রয়োজন,
কর্ম্মক্ষেত্র পরীক্ষার লীলানিকেতন,
সন্ধানই কর্ম্ম, কর্ম্মই জগৎ,
কর্ম্ম বিনা নাহি হয় কার্য্যসিদ্ধি লাভ।

ইন্দ্র। কার্য্যসিদ্ধি কিসে হবে,
স্থূলবুদ্ধি—কিছুই ধরিতে নারি।

বৃহস্পতি। ব্রহ্মা নিজে যাহা ধরিতে নারিল,
তুমি আমি ধরিব সহসা
এত কি সুগম এই রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ?
উদ্যোগেই লক্ষ্মী মিলে,
উদ্যোগেই কার্য্য সিদ্ধি হয়,
উদ্যোগই গড়িয়া তোলে চারু ভবিষ্যৎ।

ইন্দ্র। শক্তিহীন, নিরুপায়
কি উদ্যোগ করিব গ্রহণ ?
একমাত্র যদি নারায়ণ,
অনন্ত শয়ন ছেড়ে হানে সুদর্শন,
তবেই সম্ভব হবে সঙ্কট মোচন।
তবেই হইবে এই কণ্টক উদ্ধার,—
বিপদ ভঞ্জন তিনি—তিনি কর্ণধার,
বিনা অনুগ্রহ তাঁর
অসম্ভব সৃষ্টিরক্ষা, স্বাধীনতা লাভ।

বৃহস্পতি। বৎস !

ইন্দ্র। আচার্য্য !

বৃহস্পতি। চল, নিয়তির যথা অভিপ্রায়।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

পুষ্পোদ্যান।

মদন ও রতির উদ্যানমধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভ্রমণ।

(গীত)

মদন। দূরে দূরে কেন প্রিয়ে! কাছে এস না!
রতি। যেচে সেধে কাছে গেলে মান যে রবে না!!
মদন। তোমার যে লো কতই মান জগতবাসীই জানে!
রতি। স্ত্রী যার আছে সেই বুঝেছে কে যে কাকে টানে!!
মদন। এবার তোমার ভাঙ্গ্‌বো মান, মার্‌বো যখন ফুলবাণ।
রতি। আমি ধনুক ধ'রে টান্‌বো তখন—মল্‌বে আপন নাক ও কান!!
মদন। এই কিরে তোর ধর্ম্মজ্ঞান করলি আমায় অপমান!
রতি। (বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া) এই ধর্‌ছি আবার বাহু'র পরে
বাখ্‌বে বল রতির মান!!

মদন। রাখ্‌বো, রাখ্‌বো, রাখ্‌বো, নাও, এই তিন সত্যি কর্‌লুম, হ'য়েছে তো?

রতি। আমিও ভালবাস্‌বো, বাস্‌বো, বাস্‌বো। কেমন?

মদন। তবে এমন ধারা কর্‌লে কেন? এত ডাক্‌লুম, এলে না।

রতি। তুমি কেন আমার কাছে গেলে না?

মদন। আমি না গেলে বুঝি আর আস্‌তে নেই? এই বুঝি তোমার ভালবাসা, প্রাণের টান? এ বুঝি নারীর ধর্ম্ম?

রতি। নারীর ধর্ম্ম যে কি, তা তুমি জান্‌বে কেমন ক'রে? তার ধর্ম্ম—সে প্রাণ দিয়ে পালন করে, তার কায—সে আপনার মনে আপনি ক'রে যায়, কারও প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না। পুরুষ যদি গর্ব্ব ক'রে—আপনার মান নিয়ে আপনি বসে থাকে, নারী তখন তার মান খুইয়ে তার মান ভঞ্জন করে না সত্যি, কিন্তু তার প্রাণ সর্ব্বদাই পতির

পা'য় লুটিয়ে পড়ে থাকে। তোমরা জান না, বোঝ' না, তৈরী কর্‌তে পার না, তাই এমন অনর্থ ঘটে।

মদন। সত্য প্রিয়তমে! সে দোষ আমাদেরই। আমরা নিজের নিজের স্ত্রীকে সহধর্ম্মচারিণী না ক'রে বিলাসের অন্যতম উপকরণ ক'রে রাখি ব'লেই আমাদের এত অধঃপতন, এত সঙ্কীর্ণতা!

রতি। থাক্‌, আর কায নেই, ঢের ব'য়েছে। যা দোষ ক'রে ফেলেছ, তার তো আর চারা নেই!

মদন। কেন থাক্‌বে না?—আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও, আমি এখনই তার বিহিত প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি।

(পদধারণে উদ্যত)

রতি। (সরিয়া গিয়া) ও কি?

মদন। দাঁড়াও না।

রতি। কেন?

মদন। ভয় নেই, পা দু'খানিতে শুধু একটু আল্‌তা পরিয়ে দোব।

রতি। হ্যাঃ, আল্‌তা পরিয়ে দেবে: কই, দেখি?

মদন। এই দেখ। (পুনরায় রতির অপসরণ) আবার পালায়, দাঁড়াও (অতি নিপুণভাবে একখানি চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করিয়া) দেখদেখি কেমন হ'ল?

রতি। জানি না।

মদন। ব'ল্‌বে না?

রতি। বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে, চমৎকার হয়েছে। হয়েছে তো?

মদন। তবে দাঁড়াও, এখানিতেও পরিয়ে দিই! (তথাকরণে উদ্যত হইয়া) প্রিয়ে! বিধি বাদী, আর হ'ল না; এখনই আমায় বিদায় দিতে হবে। আমি চল্লেম।

(প্রস্থানোদ্যম)

রতি। সেকি! কেন, কোথায় যাবে?

মদন। দেবসভায়; দেবরাজ ইন্দ্র আমায় স্মরণ কর্‌ছেন।

রতি। এমন অসময়ে যাবে কেন?

মদন। সময় অসময় নেই প্রিয়ে! দেবরাজ যখন আহ্বান করছেন, তখন আমায় যেতেই হবে। প্রভুর আজ্ঞা পালন করাই জীবন ধারণের সার্থকতা। বোধ হয় আমায় কোন অসাধ্য সাধন করতে হবে।

রতি। সখা বসন্ত তো সঙ্গে যাবে?

মদন। বসন্তকে ছেড়ে কি আমি একদণ্ডও থাকতে পারি?

রতি। আমিও তো তোমায় ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারি নে, তবে আমি কেন যাব না?

মদন। সভা সমিতিতে কি মেয়েমানুষে যায়? তারা ঘরের জিনিষ, ঘরেই তাদের থাকতে হয়।

রতি। (পদস্পর্শ করিয়া) না, যেও না; তোমার পায়ে পড়ি, আমায় সঙ্গে নাও।

মদন। সে কি!

রতি। না, আমি আজ কোনমতেই তোমায় ছাড়তে পারছি না, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কে যেন ব'লে দিচ্ছে -ওরে ছাড়িস নে, ছাড়িস্ নে,—এ তোর কালের আহ্বান।

মদন। তথাপি যে কর্ত্তব্য বড় প্রিয়ে! আমাকে যেতেই হবে। তুমি দুঃখ ক'রো না, আমি শীগ্‌গিরই ফিরবো।

রতি। মনে থাক্‌বে?

মদন। থাক্‌বে।

রতি। আমার সিঁথির সিঁদুর স্পর্শ ক'রে বল, আমার হাতের নোয়া অক্ষত থাক্‌বে।

মদন। থাকবে।

(গীত)

রতি। দেখো যেন প্রিয়তম! ভুলে যেও না।
দাসী ব'লে অভাগীরে পায়ে ঠেলো না!!
জান না কি আঁখি হয় সদা সুখী,
মুখপানে চেয়ে অপলকে থাকি,

জান নাকি প্রাণ বিনা প্রতিদান
থাকে চির সাথী পদরেণু মাখি।
জান নাকি প্রিয়! সকলি ত্বদীয়
দিয়া বলিদান বাসনা !!
মদন সঙ্গ—মোহন পরশ
করে এ অঙ্গ শিথিল অলস
কাছে থাক' রাখ' তাই এ হরষ
বুঝেও কি বঁধু বোঝ না !!

মদন (হাত ধরিয়া উঠাইয়া) আসি প্রিয়ে!
থেকো হাসিমুখে গৃহে।

[প্রস্থান]

রতি। (স্বামীর গমন পথে অপলকনেত্রে তাকাইয়া)
স্বামী! দেবতা আমার! এই ভালবাসা,
এই অনুরাগ, এই হাসি, প্রীতিবিনিময়
থাকে যেন সতত সজাগ।

(ফিরিতে উদ্যত হইলে অগ্নির প্রবেশ

অগ্নি। অভাগিনী, ছাড়িয়া দিছিস্?
ছাড়িব না—ছাড়িব না ক'রে, তবুও মা!
ছেড়ে দিলি বহ্নিমুখে আপন পতিরে?
ওহো! কি করিলি!—কি করিলি!

রতি। কেন দেব বৈশ্বানর! কি হয়েছে?
দেবরাজ করিয়া স্মরণ
আহ্বানিল পতিরে আমার,
দেবকার্য্য সংসাধনে দেবসভা মাঝে।
এর মধ্যে ছলনা বা প্রতারণা কি?
একি, আমারও যে অন্তরাত্মা,

থেকে থেকে কেঁপে উঠে কেঁদে
বলে দেয়—কি যেন কি ভাবি অমঙ্গল।

অগ্নি।　(স্বগতঃ) ভেবেছিনু শুনাব না অপ্রিয় বারতা,
ভেবেছিনু আসিব না হেথা, দিতে ব্যথা
কুসুম-কোমল এই কিশোর-অন্তরে!
কিন্তু কি করিব? বজ্র হ'তে
অতীব কঠোর,—আসন্ন বিপৎপাত
অকস্মাৎ পশিলে হৃদয়ে,
ভেঙ্গে যাবে বালিকার ক্ষুদ্র বক্ষঃখানি;
তাই আসিয়াছি পূর্ব্ব হ'তে
পর্ব্বতের গুরুভাব চাপায়ে বক্ষেতে,
পাষাণ হ'তেও প্রাণ করিতে কঠিন।
মা! কেঁপো না, স্থির হ'য়ে শোন;—
পতি তব চলিয়াছে কালের ইঙ্গিতে
বহ্নিমুখে বিসর্জ্জিতে প্রাণ।

রতি।　বিপন্ন অমরগণ,
বিপন্ন স্বরগরাজ্য—স্বর্গসিংহাসন,
নিত্য নব সর্ব্বনাশ—স্বাধীনতা হ্রাস,
হেন দুঃসময়ে যদি নীচ স্বার্থআশে
ধরে রাখি পতিরে আপন,
হবে যে কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘোর মহাপাপ।
আমি জানি, রতি হেথা থাকিতে জীবিতা,
সাধ্য নাই তারকের কন্দর্পে বিনাশে।

অগ্নি।　চক্রপাণি নিজে নারায়ণ,
করিল তুমুল যুদ্ধ ব্যর্থ অহঙ্কারে।
বাণে বাণে সমাচ্ছন্ন হইল গগন,
উঠিল প্রলয় মেঘ; কিন্তু
দুরন্ত সে দানব প্রতাপে,

অন্তর্হিত সে সকল নিমেষে তখনি ;
পুনঃ হানিলেন চক্র সুদর্শন,
লক্ষ্য করি বক্ষঃ তার ; কিন্তু—
দুর্দ্দৈব অপার,—মৃত্যু তো দূরের কথা—
বিজয়পদকরূপে কণ্ঠে লগ্ন হ'ল !
ওহো। সকলি গিয়াছে,
চলেছে উদ্ধত দৈত্য উদ্দাম গতিতে,
নিঃশেষে রাখিয়া দিয়া সকলঙ্ক নাম।

রতি। পায়ে ধরি বৈশ্বানব !
সংশয়ে রেখো না মোরে আর ,—
আমাকেও নিয়ে চল সেথা,
যেথা পতি মোর—দেবসভা মাঝে।

অগ্নি। বিনা পতি অনুমতি,
কেমনে যাইবে সতী ?

রতি। পতি যদি রণাঙ্গণে করে প্রাণত্যাগ,
সতী নারী—অন্তঃপুরে না ঘুমায়ে রয়।
এস অগ্নি ! সাথে মোর।

[দ্রুত প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দেবসভা—অপরাহ্ন।

ইন্দ্র, অগ্নি যম, কুবের প্রভৃতি দেবতাগণ আসীন।

ইন্দ্র। হে আচার্য্য ! কার্য্যাকার্য্য বোধহীন আমি ;
নাহি জানি, শক্তিহীন বজ্রের প্রভাবে
কিরূপে এ স্বর্গভূমি করিব উদ্ধার,
দুর্দ্ধর্ষ সে দানবের অধিকার হ'তে।

তার চেয়ে কর অন্যে ইন্দ্রত্ব অর্পণ,
ভারবাহী বলদেরে দাওহে নিষ্কৃতি।

বৃহস্পতি। সুরপতি! বৃথা এ আক্ষেপ কেন মনে?
মিলি দেবগণে, যদি নাহি পাবে
করিবারে স্বর্গভূমি—স্বরাজ্য উদ্ধার,
তুমি একা কি করিবে তার?
বিশেষতঃ হরি-সুদর্শন কণ্ঠে যার
নিপতিত হ'য়ে, বিজয়-পদকরূপে
ব্যর্থরোষে অগ্নিকণা করে উদ্গীরণ,
তাহারে নিধন করে হেন সাধ্য কার?
বিধাতার উপদেশ আশীর্ব্বাদরূপে
লহ বৎস! মস্তকে করিয়া;
পার্ব্বতীর সনে মহেশের পরিণয়,
যে কোন উপায়ে পার দাও ঘটাইয়া।

ইন্দ্র। করেছি স্মরণ আমি বিজয়ী মদনে,
অসাধ্যসাধনে—অঘটন সংঘটনে
ত্রিভুবনে তার তুল্য কেহ নাহি আর।
সেই যদি লয় গুরু! এই গুরুভার,
তবেই সম্ভব হবে এ কার্য্য সাধন।
নহে, এই জন্মভূমি স্বাধীনতা ধন,
হেঁটমুণ্ডে নতশিরে দন্তে তৃণ ধ'রে
চিরতরে দৈত্যকরে বিসর্জ্জিতে হবে।

(মদন ও বসন্তের প্রবেশ)

মদন। এই যে স্মরণমাত্র এসেছি বাসব!
আদেশ' কিঙ্করে, কি কার্য্য সাধিতে হবে?

ইন্দ্র। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া উভয়ের হস্ত ধরিয়া)
এস বৎস! এস প্রিয়তম!

কর অগ্রে শ্রম দূর, ব'স এ আসনে ;
তারপর মনোব্যথা সকলি কহিব।
(পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করাইলেন)

বসন্ত। (স্বগতঃ) অনুগত জনে
অত্যধিক হেন সম্মান জ্ঞাপন,
স্নেহনিদর্শন নয়, শঙ্কার কারণ।
(অন্যান্য দেবগণের পরস্পর মুখাবলোকন)

মদন। হে দেবেন্দ্র ! একি হেরি আকৃতি তোমার ?
বিশুষ্ক বদন, দীপ্তিহীন সহস্রলোচন,
যেন কোন অন্তর্দাহী তীব্র মনস্তাপে
দগ্ধ তব কমনীয় অঙ্গের মাধুরী।
এ দৃশ্য নেহারি ধৈর্য্য আর সহিতে না পারি,
কহ ত্বরা করি—হে প্রভু ! হে বজ্রধারী !
কোন কার্য্য সাধনের আশে
করেছ স্মরণ আজি আজ্ঞাবাহী দাসে ?
বিলম্ব সহে না আর—
বল কার ব্রতভঙ্গ করিতে হে হবে ?
হোক্ সে প্রবল অরি—
নর কিম্বা নারী, অথবা মুরারী
যুড়ি যদি ফুলশর কারেও না ডরি।
আজ্ঞা যদি দাও প্রভু ! দ্বিধা নাহি করি,
পারি অকাতরে—ত্রিপুরারি ধনুর্ধারী
দেব দিগম্বরে ধৈর্য্যহীন করিতে নিমেষে।
প্রত্যয় না হয়—

ইন্দ্র। কেন বৎস ! হবে না প্রত্যয় ?
বিশ্বজয়ী বীরত্ব তোমার, ইথে কারো
নাহিকো সংশয়। সকলেই জানে
ত্রিভুবনে দুটী মোর বিজয় উপায় ;—

এক অস্ত্র বজ্র, অন্য অস্ত্র তুমি।
কিন্তু বজ্র প্রতিহত তপস্বীর কাছে,—
তব শক্তি সর্ব্বত্রই অবারিত গতি,
ফলপ্রদ, দুর্নিবার, বিপক্ষবিজয়ী।
কিন্তু বৎস! সম্মুখে রাখিয়া দেবগণ,
যে ভীষণ পণ করিলে এখন,
দেবভূমি রক্ষাতরে প্রভুমুখ চেয়ে,
হাসিমুখে সে কার্য্যে কি হবে আগুয়ান?

মদন। রাখিতে প্রভুর মান যায় যদি প্রাণ,
হয় যদি এ দেহেব চির অবসান,
ফুলবাণ থাকিতে এ করে, জেনো প্রভু!
প্রতিজ্ঞা পালনে কভু ক্ষান্ত নাহি হব।
বিশ্বাস না হয় দেব! আজ্ঞা দাও দাসে,
এখনই ছুটিয়া যাই মহেশ আবাসে;
করি গিয়া সম্মোহন বাণের প্রহার,
নির্ব্বিকাব চিত্তে তাঁর তুলিগে' বিকার।

ইন্দ্র: তুষ্ট আমি প্রতিজ্ঞা শ্রবণে; যাও বৎস।
যাও তবে এই দণ্ডে হিমাদ্রি শিখরে,
যেথায় দেবাদিদেব তপস্যায় রত,
চিত্তবৃত্তি করিয়া সংযত। বীর তুমি,
বীরত্বের আছে তব যোগ্য অভিমান;
যাও মতিমান্, ধর করে ফুলবাণ,
কর ভঙ্গ ভগবান্ শঙ্করের ধ্যান;—
নহে মান, গর্ব্ব সব যায় রসাতলে।

মদন। কেন বৃথা বারবার অনুরোধ মোরে?
দাও শিরে পদধূলি, কর আশীর্ব্বাদ,
কিঙ্করের শক্তি যেন ব্যর্থ নাহি হয়।
হে গুরু,—হে বৃহস্পতি! হে দেবতাগণ!

শ্রীচরণধূলিসনে
কর দাসে আশীষ অর্পণ,
এতদিন যে সম্মানে ছিলাম যশস্বী,
সে সম্মান আজি যেন অব্যাহত রয়।

বৃহস্পতি। ব্রহ্মার মানসপুত্র তুমি,
দেবতার অতি প্রিয়—আদরের খনি ;
তোমারে যে অনুক্ষণ—
করিতেছি প্রিয়ধন ! জয় আশীর্ব্বাদ।

মদন। গুরুমুখে লভিয়াছি জয়,
নাহি ভয়, চলিলাম ইষ্টের সন্ধানে !
সাক্ষী থাক' অন্তরাত্মা,
সাক্ষী থাক' কর্ত্তব্যের কঠোর ইঙ্গিত,
সাক্ষী থাক' ফুলধনুঃ, পঞ্চ ফুলশর।
এস হে বসন্ত—

[প্রস্থানোদ্যম]

ইন্দ্র। (হস্তধারণ করিয়া)
চল বৎস ! পথশ্রম নিবারণ তরে
সঙ্গীতনিপুণা যত সুরাঙ্গনাগণে,
তব সনে দিই পাঠাইয়া।

[ইন্দ্রসহ মদনের প্রস্থান, বসন্তের অনুগমন]

(অগ্নি ও রতির প্রবেশ)

অগ্নি। আর সে অমরাবতী শোভনা নগরী,
আর সে বিচিত্রপুরী বৈজয়ন্ত ধাম,
আর সে গৌরবকীর্ত্তি রাজ সিংহাসন,
দেবতার অধিকারে নাই, তাই হেথা
দেবসভা এবে।

রতি। কই, কোথা রাজরাজেশ্বর !
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব'পরে চলি বায়ুভরে,
বড় গর্ব্ব বেড়েছে তোমার ? লজ্জাহীন !
হারাইয়া রাজ্যলক্ষ্মী—রাজসিংহাসন,
হারাইয়া সর্ব্ববিধ সম্বল পাথেয়,
ছাড় নাই প্রতারণা তবু প্রতারক ?
স্বার্থপর ! সতীবক্ষঃ হ'তে
ছিনাইয়া আনিয়া পতিরে,
কোথা তারে ছেড়ে দিলে কালের আবর্ত্তে ?
বল গুরু,—বল বৃহস্পতি !
কোথা পতি—রতির সর্ব্বস্ব ধন ?

বৃহস্পতি। কি বলিব ?—কি ব'লে বা আশ্বাসি এখন ?

রতি। কি হেতু নীবব গুরু ? আসিতে আসিতে
দেখিলাম পথিমধ্যে যত অমঙ্গল।
আর মন প্রবোধ না মানে, বল ত্বরা—
তবে কি মদন নাম লুপ্ত চিরতরে ?

বৃহস্পতি। না মা, শঙ্করের তপোভঙ্গ তরে
পতি তব অধিষ্ঠিত হিমাদ্রিশিখরে !

রতি। অ্যাঁ, কি বলিলে।
রতিনিধি কপর্দ্দীর প্রকোপে আহুত ?

(পতন ও মূর্চ্ছা)

অগ্নি। রক্ষা কর গুরু ! যতনে রতিরে।
চলিলাম কৃত্তিবাস-পাশে,—রুদ্ররোষে
কি জানি কি ঘটে সেথা অখণ্ড প্রলয়।

[প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য।

হিমালয় পর্ব্বতের একদেশ।

মহাদেব ধ্যানে নিরত, সুবর্ণবেত্র হস্তে নন্দী দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত।

নন্দী। প্রভু আমায় দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত ক'রে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ধ্যানে ব'সেছেন। কতকাল যে এ ভাবে কেটে গেল,—তা তো তিনি জানেন না, আরও যে কতযুগ কাটবে,—তাই বা কে বল্‌তে পারে? আজ থেকে আবার নূতন উপদ্রব সুরু হ'য়েছে, স্থাবর—জঙ্গম সবাই মেতে উঠেছে। কতক্ষণ আর তাদের বাধা দিয়ে রাখ্‌বো? চারিদিকে কোকিলকুল ডাকছে, অশোক ফুল ফুটছে, মুকুলদল ঝরছে, মলয়বায়ু বইছে, কোন্ দিক্ সামলাই? (মুখে বেত্রার্পণ করিয়া) এই চুপ্, চুপ্।

(বসন্ত ও মদনের প্রবেশ)

মদন। তাই তো হে! এত চেষ্টা, এত আড়ম্বর সব ব্যর্থ হল? নিমেষে সমস্ত জগৎ আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো, কিন্তু মহাদেবের তো একটু টনকও নড়্‌লো না।

বসন্ত। একি আজ নূতন দেখ্‌লে? জান না কি, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ ক'র্‌তে হ'লে বসন্তের এ সামান্য উন্মাদনায় কিছুই হয় না।

মদন। জানি কিন্তু—চুপ্; নন্দী দ্বারে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, এখনই দেখ্‌তে পেলে অনর্থ ঘটাবে। চল, ঐ দিক্ দিয়ে লুকিয়ে ভিতরে যাই।

(মদন ও বসন্ত অন্তর্হিত হইয়া মহাদেবের পশ্চাৎভাগে
আবির্ভূত হইল এবং শূন্যে অপ্সরাগণ
গাহিতে লাগিল)

(গীত)

অপ্সরাগণ।

আয় সখী সবে মিলে   প্রেম হার পরি' গলে
প্রণয়সলিলে করি স্নান !
মদন ধরেছে করে   মধুময় ফুলশরে
হও সুখী কর জয় গান !!
কাননে ফুটেছে কত আধফোটা ফুল
ছুটে আসে সে সুবাসে ভোলা অলিকুল
প্রকৃতি সাজায়ে ডালা   পরেছে আলোকমালা
ভুবন ধ'রেছে মৃদুতান !
আয় সখী গলা ধ'রে   মধুভরা এ বাসরে
করি দোঁহে বিনিময় প্রাণ !!

নন্দী। সর্ব্বনাশ হ'ল, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ক্ষেপে উঠ্‌লো। কি করি, কোন্‌দিক্‌ সাম্‌লাই ? প্রভুর যে ধ্যানভঙ্গ হবার যো হ'ল। এই চুপ্‌, চুপ্‌।

মদন। (শরসংযোগ করিয়া)
প্রলয়ের পূর্ব্বে স্থির জলধির মত,
বসন্তরে ! শম্ভুর এ ভীমমূর্ত্তি হেরি,
ভয়ে মরি—ফুলশর হানিতে তাঁহারে।

থর থর কাঁপে অঙ্গ—অবশ ইন্দ্রিয়,
চক্ষে হেরি গাঢ় অন্ধকার। হায়, হায়!
কেন আমি লয়েছিনু ভার, শিবচিত্তে
তুলিতে বিকার? কেন আমি ব'লেছিনু
সবার সমক্ষে, দেবতার মুখরক্ষা
আমিই করিব? কেন আমি দম্ভভরে
আপনার গর্ব্বশিরে হানিলাম বাণ,
কেন বা আহুতি দিতে প্রাণ,
আসিলাম ছুটে পতঙ্গের মত
প্রজ্জ্বলিত হরকোপানলে?

বসন্ত। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন,
এখন তাহার জন্য বৃথা অনুতাপ।

মদন। কিন্তু সখা, জয়-আশা নিতান্ত দুরাশা!

বসন্ত। সাধ্যমত চেষ্টা কর, ধর ধনুর্ব্বাণ,
সিদ্ধ যদি নাহি হয় দুঃখ কিবা তায়?

মদন। (পুনরায় শরসংযোগ করিয়া, ব্যর্থচিত্তে)
না—না, কিছুতে হ'ল না; কোনমতে
পারিব না—ধৈর্য্যচ্যুত করিতে শঙ্করে।
চল যাই ফিরে, ফুলশর ত্যজি—
করি গিয়া দোঁহে আজি কাননে বসতি।

(ফুলধনু ও শর নিক্ষেপ করিয়া উভয়ে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে)

বসন্ত। শোন সখা, কাণ পেতে শোন;—
কলহান্তরিতা—বিয়োগবিধুরা—বিষণ্ণা—
প্রেমিকার করুণ আহ্বান সম
বায়ুভরে ভেসে আসে
কি যেন কি মনোহর অব্যক্ত সঙ্গীত।

মদন।　(উৎকর্ণ হইয়া)
না—না প্রিয়তম ! ও নহে সঙ্গীত ;
কার যেন নূপুরের রুণু রুণু ধ্বনি
সুমধুর নৃত্যসম তালে তালে নেচে
ধীরে ধীরে আসে কাছে সাহায্যে আমার।
(সোল্লাসে) ভাই—ভাই ! বুঝিবা এ বিধির প্রেরণা !
হয় তো বা কার্য্যসিদ্ধি হবে,
তারি এই প্রথম স্থচনা।

(পার্ব্বতী ও সখীদ্বয়ের প্রবেশ)

[তদীয় নূপুরশিঞ্জন শুনিয়া মদন পুলকিতান্তঃকরণে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন]

মহাদেব। (চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) নন্দী !

নন্দী।　এই যে প্রভু !

মহাদেব। হিমালয়-কন্যা পার্ব্বতী এখনো আসে নি ?

নন্দী। ঐ আস্‌ছেন।

মহাদেব। (স্বগতঃ) তার প্রতি কেমন যেন আমার একটু অনুরাগ এসেছে, আসক্তি জন্মেছে। তার শ্রুতিমধুর নূপুরশিঞ্জন শুন্‌লে আমি স্বপ্নোত্থিতের মত জেগে উঠি, তার আস্‌বার সময় হ'লে আমার ধ্যান যেন আপনি ভেঙ্গে যায়। কেন এমন হয় ?

(পার্ব্বতী আসিয়া পুষ্পসম্ভার তাঁহার চরণপ্রান্তে রাখিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন)

কল্যাণি ! কল্যাণ হোক্ ; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার মনোমত পতি লাভ কর। কিন্তু একটা কথা বলি—বালিকা হ'য়ে কতকাল আর এ ভাবে আমার সেবা কর্‌বে ? তোমার পূজায় আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি, এক্ষণে বর গ্রহণ কর।

পার্ব্বতী। অন্য বর কিছুই চাই না, আমাকে শুধু এই বর দিন, দাসী যেন কোনদিন আপনার চরণসেবায় বঞ্চিত না হয়।

মদন। পার্ব্বতীর এ অনন্ত রূপজ্যোতিঃ হেরি,
অন্তরে জেগেছে মোর নূতন উৎসাহ ;
হইয়াছে আশা, এ নারী সহায় করি—
নিশ্চয় জিনিব আজি সমরে বিজয়।

(ফুলধনু ও শর উঠাইয়া লওন)

মহাদেব। আয়ুষ্মতি! আমার জন্য আজ কি উপহার এনেছ ?

পার্ব্বতী। আপনাব জপের জন্য পদ্মের বীজ শুকিয়ে যে মালা গেঁথেছি, তাই আজ আপনার চরণে উপহার দিতে এনেছি।

মহাদেব। কই দেখি ? (হস্ত প্রসারণ)

মদন। উপযুক্ত অবসর, হানি ফুলশর,—
দেখি, পারি কিম্বা হারি জিনিতে সমর।

মহাদেব। (বিক্ষুব্ধ হইয়া) একি ! কেন মন হইল উন্মাদ ?
কেন বা এ অকস্মাৎ জাগিল লালসা ?

(রক্তচক্ষু হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিতে করিতে মদনকে
দেখিবামাত্র তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে এক
অনির্ব্বচনীয় অগ্নি নির্গত হইয়া মদনকে
ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল)

দেবগণ। (অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হইয়া)
রক্ষা কর—রক্ষা কর ভগবন্ !
ক্ষান্ত হও—সর্ব্বনাশ ক'রো না সাধন ;
ক্রোধবশে মদনেরে নিহত করিয়া,
হে শঙ্কর ! সৃষ্টিলোপ ক'রো না জীবের ;

মহাদেব। (যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া)
রে মন্মথ! যোগ্যশাস্তি লভেছিস্ তুই।
ক্ষুদ্র হ'য়ে এত স্পর্দ্ধা! এত অহঙ্কার!
পাত্রাপাত্র না করি বিচার, এসেছিলি
আজি তুই, ধূর্জ্জটীরে করিতে প্রহার?
ধিক্ তোরে, ধিক্ তোর জয় আকাঙ্ক্ষায়।

[প্রস্থান]

(হিমালয়ের প্রবেশ)

হিমালয় আয় পুত্রী, বক্ষে আয়;
মদন হ'য়েছে ভস্ম হরকোপানলে,
তোর মনে দুঃখ কিবা তায়?
তুই রাজপুত্রী, চির স্নেহের সামগ্রী,
তোরে করে অবহেলা হেন সাধ্য কার?
ক্রোড়ে আয় জননী আমার,
রাখি তোরে বুকে ধ'রে স্নেহ আবরণে।

(পার্ব্বতীকে বক্ষে ধারণ)

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শশ্মান।

আলুথালুবেশে রতি ও চিতাসজ্জায় ব্যাপৃত বসন্ত।

রতি। কোথা প্রিয়তম! কোথা তুমি
অবলা জীবন! দেখা দাও, ফিরে চাও,
সহিতে পারিনা আর এ তীব্র যাতনা।
জান নাকি সতীনারী পতি অদর্শনে
জীবন-যৌবন তার জনমের মত
ভারবোধে বিসর্জ্জন দেয় হুতাশনে?
জেনে শুনে কেন নাথ! বিনা অপরাধে
সাধে বাদ সাধিয়া আমার,
চ'লে গেলে দূরান্তরে ত্যজিয়া রতিরে?
ওহো! ভাবিতে যে ফেটে যায় বুক,
হে শঙ্কর! কিবা সুখ লভিলে বল না,
বালিকারে বিনাদোষে বিধবা করিয়া?
ত্রিভুবনে সকলেই করে জয়গান,
তুমিহে মঙ্গলময় করুণানিদান,
তবে কোন্ ইষ্ট সাধনের তরে
অবলার প্রাণনাথে করিয়া হরণ,
সে নামে কলঙ্ক আজি করিলে লেপন?

বসন্ত। (বাষ্পনিরুদ্ধ শুষ্ককণ্ঠে)
এস দেবী পতিব্রতা!
মনোব্যথা হরিতে তোমার,—
নিজহাতে জ্বালিয়াছি চিতা।
বৃথা কি ছিলাম তবে দাস এতদিন?

অন্তিম সময়ে যদি চিতা সাজাইয়া
না করিব উপকার প্রভু বনিতার,
তবে আর সে সেবার চিহ্ন কিবা রবে ?
মদনের বন্ধু আমি, বাল্যসহচর,
আমি যদি তার মৃত্যু স্বচক্ষে না দেখি,
আমি যদি তার শোকে জীবন না রাখি,
তার সহধর্ম্মিণীর সজ্জিত চিতায়—
স্বহস্তে যগুপি আমি আগুন না জ্বালি,
তবে আব ত্রিভুবনে সাক্ষী কে থাকিবে ?—
বন্ধু বিনা শেষরক্ষা কে আর করিবে ?

বতি　　সথা, আর জ্বালাতন করিতে চাহি না ;—
শোন মাত্র শেষ বথা—শেষ আবেদন,
বৎসবান্তে আমাদের করিও তর্পণ।
তুমি তো সকলি জান,
তিনি যাহা বাসিতেন ভাল ;—
সেই মধু বসন্তের মুকুলমুঞ্জরী
তোয়াঞ্জলি সহ সথা ! তাঁহার উদ্দেশ্যে
সাদরে অর্পণ ক'রো এই আকিঞ্চন।
আর আমি শূন্যমনে, শূন্য অপেক্ষায়,
শূন্য আকাশের পানে শূন্যনেত্রে চাহি,
পূর্ণপ্রেম রসাস্বাদে বঞ্চিত রব' না।
যাই আমি সেই পুণ্যলোকে,
যেথায় রতির স্বামী রতি ভুলে আছে।

(দ্রুতবেগে প্রজ্জ্বলিত চিতায় আত্মাহুতি দিতে উদ্যত
হইলে দেবর্ষি নারদ আসিয়া বাধা দিলেন)

নারদ।　　কর কি মা ! ধৈর্য্য ধর, রহ ক্ষণকাল ;
এখনও হয়নি জেনো কালপূর্ণ তোমার পতির।
অতি সযতনে রাখ সে'শরীর,
অচিরে ফিরিবে প্রাণ কোন ভয় নাই।

রতি। এ আশ্বাসে বিশ্বাস না হয় ;
হেন ভাগ্য যদি মোর হবে,
কেন তবে রতির এ দুর্দ্দশা ঘটিবে ?
কেনই বা হরকোপানলে
স্বামীর সে চারুঅঙ্গ ভস্মসার হবে ?

নারদ। দুঃখ বৃথা,—
এইছিল বিধিলিপি তার ;—
একদা ব্রহ্মার চিত্তে তুলিয়া বিকার,
নিজকন্যা সরস্বতী প্রতি
আসক্তি জাগায়ে দিয়ে,
পতি তব করেছিল যেই মহাপাপ,
তারি বিষময় ফল এই অভিশাপ।
বিস্ময়ে চেয়ো না মুখপানে,
জেনো স্থির—অতিসত্য এ গুহ্য সংবাদ।

বসন্ত। জানি ঋষি! আত্মশক্তি বিশ্বসিতে,
ফুলশরে পরীক্ষা করিতে,
লভিতে ত্রিলোকজয়ী চিত্তের প্রসাদ,
করেছিল হেন কায কৌতুকের বশে ;—
নহে মন্দ অভিপ্রায়ে, আমি সাক্ষী তার।

নারদ। সাক্ষী হয় প্রয়োজন বিচার আলয়ে।
বিচারের অতীত যা কিছু ;
ফল তার ফলে কর্ম্ম জীবনেই ;—
কর্ম্মেই বিকাশ, কর্ম্মেই নিবৃত্তি পুনঃ।

রতি। এত যদি জানেন দেবর্ষি!
কৃপা ক'রে বলুন আমারে,
স্বামী মোর কতদিনে শাপমুক্ত হবে ?

নারদ। পার্ব্বতীর তপস্যায় যবে তুষ্ট হ'য়ে
দেবদেব মহাদেব অতি সমাদরে

পত্নী ব'লে ধরিবেন বক্ষঃপরে তাঁরে,
সেইদিন—সে শুভ মুহূর্ত্তে
যুক্ত হবে তোমাদের দাম্পত্যজীবন।

রতি। বল ঋষি! বল, লভিতে ঈশ্বরে স্বামী—
পার্ব্বতী কি তপস্যায় হ'য়েছেন ব্রতী?

নারদ। সিদ্ধিলাভ নহে তাঁর বেশী দূর আর,
সিদ্ধিদাতা মহাদেব শিয়রে তাঁহার।
জীবন করিযা পণ, ধরি অনশন,
নগেন্দ্রনন্দিনী—স্বয়ং পার্ব্বতী সতী
যে ভীষণ তপস্যায় হ'য়েছেন ব্রতী,
তাহে দেব পশুপতি তুষ্ট নাহি হ'লে
আশুতোষ নামে তাঁর কলঙ্ক রটিবে।
সে তপস্যা কত যে ভীষণ,
কল্পনায় নাহি আসে কারো।
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালি হুতাশন,
তারি মধ্যে আসন রচিয়া
উর্দ্ধনেত্রে চেয়ে থাকে দিবাকর পানে।
বর্ষায় বসে সে ধ্যানে মুক্ত আবরণে,
তুচ্ছ গণি' জলদের ভৈরব হুঙ্কার।
শীতে আকণ্ঠ নিমগ্ন করি জলে,
থাকে দিবানিশি মন্দাকিনী গর্ভে পশি'
মৃত্যুঞ্জয়-পতিপদে আত্মবলি দিয়ে।

রতি। হে দেবর্ষি! আমিও নির্জ্জনে বসি,
আজি হ'তে—পতিস্মৃতি বক্ষে ধ'রে শুধু,
করিব অরণ্যে গিয়া পতিরূপ ধ্যান।

বসন্ত। আমিও রাখিনু ঋষি! প্রাণ,
ভবিষ্যৎ আশামাত্র সম্বল করিয়া।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

ইন্দ্র। আগুন নেভাতে গিয়ে,
জ্ব'লে ওঠে পুনরায় দাউ দাউ ক'রে।
ব্রহ্মবরে বলিয়ান্ দুর্দ্দান্ত তারক
সর্ব্বশক্তি, অধিকার আয়ত্ত কবিয়া,
কিছুতে চাহেনা দেখি তিলেক বিশ্রাম।
মূর্ত্তিমান্ কর্ম্মবীর,
কর্ম্মসনে সতত আলাপ,
কোনমতে নারিলাম নিরস্ত করিতে।
ব্যর্থমাত্র অভিনয় করিয়া এসেছি,
রাজশব্দ শিরে আমি বৃথাই বহেছি,
কলঙ্ক কিনেছি শুধু "শতমন্যু" নামে।
সঙ্গোপনে নিশিদিন পশি' রাজধানী,
হেরি কার্য্যাবলী—কলাকুশলতা,
সার্থক্ স্বরাজ শব্দ করি অনুভব,—
প্রতিপদে—প্রত্যেক ঈঙ্গিতে।
পরাজিত, পলায়িত স্বদেশ হইতে,
তথাপি পশিতে মনে ঘৃণা নাহি হয়,
নির্ব্বিকার, অচৈতন্য, পাদুকালেহক ,—
ধিক্ !

(অগ্নির প্রবেশ)

অগ্নি। কে দেবরাজ না ?
কোথা যাও চুপি চুপি উপহার ল'য়ে ?
ছেড়ে দাও রাজ্য-আশ,
ছেড়ে দাও ইন্দ্রাণী উদ্ধার ;

যতই করিবে তোষামোদ,
ততই বাড়িবে ক্রোধ—অনলে ইন্ধন !
জান নাকি মদনের দশা,—
শোন নাই কি কারণে অভিশাপ তার ?
নিয়তির এ ঔদ্ধত্য মার্জ্জনীয় নয়।

ইন্দ্র। তারও চাও দুর্দ্দশা দেখিতে ?
ঔদ্ধত্যের পুরস্কার কেমন প্রকট,
কেমন হীনতাময় নীচ প্রত্যাখ্যান
চাহ যদি প্রত্যক্ষ করিতে, এস সাথে—
অন্তরাল হ'তে দেখি সে দৃশ্য করুণ।

অগ্নি। কি বলিছ তুমি দেবরাজ ?
এরি' পরে করিছে নির্ভর,
ভবিষ্যের যে নির্ব্বিঘ্ন সাফল্য সকল !

ইন্দ্র। কি রকম ?

অগ্নি। উমা মহেশ্বরে হইবে মিলন,
মদন নিধন হেতু—
সে আশা যে নির্ব্বাপিত প্রায় ;
তাই এই নবপন্থা—নূতন উপায়,
ঘুরিছে নিয়তি নিত্য মাল্য ল'য়ে করে,
যদি ধরে করে—প'রে গলে, তবেই সুরাহা ;-
নতুবা—

ইন্দ্র। নতুবা কি ? নতুবা হইবে রুদ্ধ,
চিরতরে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের দ্বার ?

অগ্নি। তাই বুঝি পূর্ব্ব হ'তে
সঙ্গোপনে নিয়ে যাও ভাঙ্গি,
যদি দেয় ফিরায়ে ইন্দ্রাণী ?

ইন্দ্র। বৈশ্বানর !
শ্লেষ বা বিদ্রূপে আর নাহি আসে ঘৃণা,
শোকে ক্ষোভে এ সবের বাহিরে গিয়েছি।
কিন্তু একবার—ভাব দেখি একবার,
ইন্দ্রাণীর কি দশা আমাব ? খোঁজ ল'ব,
সেটুকুও নাহি অধিকার। আমি ভর্ত্তা,
অক্ষম পালক তার, অযোগ্য.এ করে
তারে, বধূরূপে করেছি গ্রহণ,
করি পণ—সাক্ষী রাখি তোমা হুতাশন,
জীবনে মবণে সদা সঙ্গিনী রাখিব।
কোথা সেই পণ রক্ষা,
কোথা বা সে যোগ্যতা আমাব ? বজ্র ! বজ্র !
এতদিন ছিলে তুমি সহায় আমার,
আজ্ঞামাত্র ছুটে যেতে অভীষ্ট সাধনে—
অবিচারি' উচ্চ-নীচ সমান আগ্রহে।
আর আমি আজি তব করুণা ভিখারী,
ধ্বংস কর—লুপ্ত কর প্রভু শব্দ নাম
বিদারি' পাষাণ বক্ষঃ পাপবৃত্তি সহ।

অগ্নি। অনুতাপে আছে কি নিস্তার ?
ভেবেছ কি—মরণেও পাবে পরিত্রাণ ?--
লভেছ অমর নাম জগতে দুর্ল্লভ !

ইন্দ্র। (অন্যমনস্কে) অগ্নি ! অগ্নি ! তুমিও তো পার,
দাহ করিবার শক্তি তোমারও তো আছে ;
কৃপা কর, তুমি মোরে কৃপা কর ভাই !

(হস্ত হইতে উপঢৌকন পড়িয়া গেল)

অগ্নি। ঘটে বুঝি মস্তিষ্ক বিকার, এ যে হেরি—
তারি পূর্ব্বাভাষ ! দেবরাজ—দেবরাজ !

[ধরিয়া লইয়া প্রস্থান]

পট পরিবর্ত্তন।

(নগরী সুসজ্জিত করিতে করিতে)

তারক। এই কি অমররাজ্য স্বাধীন আবাস?
এই কি ঈপ্সিতস্থান—কাঙ্ক্ষনীয় দেশ?
চারিদিকে আবর্জ্জনা, দুর্গন্ধের স্তূপ,
চারিদিকে আলস্যের হতাশ বিস্ময়,
হেথা আসি—বিরামের নাহি অবসর।
অমৃতের আস্বাদ কোথায়? সে কোথায়?
শুষ্কভূমি—মরুভূর ধ'রেছে আকার,
পত্র, পুষ্প, ফল—সেও আজ
নাহি ধরে বৃক্ষরাজী আর, সুনির্ম্মিত
হর্ম্ম্য সব—ভগ্নপ্রায় সংস্কার অভাবে।
কোন্দিকে করি দৃষ্টিপাত?
কোন্কার্য্যে করি হস্তক্ষেপ?
আসিয়া অবধি—
পরিষ্কৃত করিতে জঞ্জাল,
বিতাড়িত করিবারে বিধর্ম্মীর দলে,
কেটে গেল কাল—সকল উদ্যম।
এই কি নন্দনবন? ছি—ছি!
পারিজাত—কুসুমের রাজা,
সেও আজ গন্ধহীন ব'লে,
ঘৃণাভরে ত্যজি দূরে
চলে যায় ভ্রমরী-ভ্রমর,
তিলমাত্র করে যারা মধু আকিঞ্চন।
এই সব বৃক্ষ পুরাতন,
জীর্ণ ও নিস্ফল, উৎপাটিয়া এ সকল,
প্রয়োজন—নবক্ষেত্রে নূতন আরোপ।

(স্বহস্তে নূতন নূতন বীজবপন, জলসিঞ্চন ইত্যাদি)

(সম্মুখে পুষ্পমাল্য করে নিয়তি আসিয়া বাধা প্রদান, অদূরে পশ্চাতে খড়্গ ও ছিন্নমুণ্ড হস্তে শক্তির আবির্ভাব)

কে আপনি ? আমার অলক্ষ্যে আসি
হাসিমুখে – চঞ্চল চরণে,
ধন, ধান্য, প্রীতিরাশি অঞ্চলে উড়ায়ে
নীরবে দাঁড়ালে রুধি' সম্মুখ আমার ?

নিয়তি। জয়মাল্য এসেছি অর্পিতে।
শক্তি। নহে উহা জয়মাল্য —বধ্যমাল্য বটে !
তারক। কে আপনি ?
নিয়তি। (নিরুত্তর)
তারক। কে আপনি ?
নিয়তি। (নিরুত্তর)
তারক। কে আপনি ?
নিয়তি। আমি ?—আমি ?—কি বলিব কেবা আমি।
(লজ্জাবনতমুখী)।
তারক। কহ দেবি ! নির্ভয়ে সঙ্কোচ ত্যজি।
নিয়তি। ভয় বা সঙ্কোচ,
এ সকল মোর পাশে না পাবে ঘেঁসিতে।
তারক। হেঁয়ালির ভাষা আমি না পারি বুঝিতে ;
কহ শীঘ্র, ধৈর্য্যচ্যুত নাহি কর বৃথা।
নিয়তি। দেবতার গৃহে চল, করহ শপথ !
তারক। দেবতা ! দেবতা ! এখনো দেবতা !
শীঘ্র কহ, আমি বড় উত্তেজিত,
উৎপীড়িত ঝঞ্ঝা-আবর্ত্তনে।
নিয়তি। কি কহিব, এতেও না পার বুঝিতে ?
বেশ, অন্তরাত্মা ছুঁয়ে বল !

তারক। একি,—একি! কে আপনি?
আমার এ মর্ম্মবাণী,
কেমনে তোমার জ্ঞানে আসিল রমণী?
কে তুমি?—কে তুমি?

নিয়তি। কর্ম্মফলদাসী আমি, সেবিকা শৌর্য্যের,
সততার প্রিয়সখী,—সজ্জনসঙ্গিনী,
বন্দিনী সুকৃতিদ্বারে প্রাক্তন-প্রারব্ধে।

তারক। একি কথা শুনি তবমুখে! হেন
নব বাণী—নব ধর্ম্ম—নবীন আস্বাদে!
প্রাক্তনের নামগন্ধ কিছু মোর নাই,
আছে কিম্বা ছিল তাহাও জানি না;
তবে যদি প্রারব্ধের থাকে কোন ফল,
বিন্দুমাত্র তাহে যদি থাকে অধিকার,
করি নমস্কার—যে হও সে হও তুমি।
জন্মভূমি হ'তে মোরা চির বিতাড়িত,
অমৃত আস্বাদে ছিনু সতত বঞ্চিত,
এবে তব আগমন—শুভ পদার্পণ,
সার্থক্ করিল মোর জীবন-যৌবন
জ্ঞান ও বিজ্ঞানে বাঁধি বাঁধ; সত্য ইহা—
অন্তরাত্মাই একমাত্র দেবতা জগতে,
এ দেহ মন্দির তার, নৈবেদ্য ইন্দ্রিয়।
তুমি দাসী—ওকথা ব'লো না আর;
তুমি মাতা, আমি পুত্র,
মাল্য-বিনিময়ে লইলাম শিরে,
অক্ষয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে শ্রীচরণধূলি।

(শক্তিমূর্ত্তি বিনিময়ে জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি আবির্ভূত)

জগদ্ধাত্রী। মর্য্যাদা যদ্যপি বীর! পার রাখিবারে,
ছিন্নশির বিনিময়ে এই সিংহাসন,
অনন্ত—অনন্তকাল সাক্ষীরূপে রবে।

নিয়তি। (হস্তনির্দ্দেশে) ওঠ বীর !
তব যোগ্য পুরস্কার ওই সিংহাসন।
তারক। সিংহাসন ! সিংহাসনে পাই বড় ভয়।

(জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি অন্তর্হিত, স্বর্গলক্ষ্মীর আবির্ভাব)

স্বর্গলক্ষ্মী। তা কি হয় ?—এস পূজ্য, এস হে বরেণ্য !
(তারকের সন্নিকটে আগমন ও হস্তধারণ)
তারক। কি বলিছ ?—না—না, বড় ভয়—বড় ভয় ;
আসে যদি ব্যাত্তমুখে বজ্র অরাতির,
গ্রাসেও যদ্যপি মোর অর্দ্ধ অবয়ব,
তথাপি—তথাপি আমি নাহি করি ভয়,
যত ভয় এই—
নিয়তি। বৎস !
তারক। মাতা !
নিয়তি। উপবিষ্ট হও সিংহাসনে।
তারক। না—না, ও আদেশ ক'রো না আমারে ;
তার চেয়ে পুনরায় চলে যাব বনে,
অনশনে কাটাইব কাল,
তথাপি না বসিব মা ! ভোগের আসনে।
নিয়তি। বৎস ! এখনো ঘোচেনি ভ্রম ;
নহে সিংহাসন—ভোগের আসন।
কর্ম্ম ব্রহ্ম—কর্ম্ম নারায়ণ,
বিনা ভোগ—কর্ম্মে আলিঙ্গন,
তারি নাম রাজ-সিংহাসন।
তারক ! মা—মা !
নিয়তি। প্রাণাধিক ! প্রিয়তম !
এখনো কি চিনিছ না মোরে ? একবার,
একবার চেয়ে দেখ—মুখ তুলে দেখ।
(লজ্জানতমুখী)

তারক। একি! কে তুমি?—কে তুমি?—
তুমি যে আমার সেই আরাধ্যাজননী,
মধুবন-অধিষ্ঠাত্রী, ভাগ্য-প্রবর্ত্তিকা,
নবপন্থা-প্রদর্শিনী, আলোকদায়িনী?
এখানেও তুমি! মা!—মা!

স্বর্গলক্ষ্মী। নহে সে আলোক, উহাই অমৃত;
তুমি ভাগ্যবান্—তাই পেয়েছ সন্ধান।

তারক। কি হেতু ছলনা মাতা, সন্তানের সাথে?

নিয়তি। বৎস! কি কহিব,
ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত এই পুরস্কার।

স্বর্গলক্ষ্মী। এস প্রিয়, এস বীর,
এস নব নটবর অমরাবতীর,
পূর্ণকর হতমান শূন্য সিংহাসন।

নিয়তি। আমার আদেশ।

তারক। মা!—মা!

নিয়তি। অনুনয়।

তারক। মা!—মা;

নিয়তি। শোন- মন দিয়া শোন;—
কর্ম্ম-অবসানে
কাম্য ইহা প্রত্যেক জীবের।
তুমি যদি কর ব্যতিক্রম,
মম গতি রুদ্ধ হবে চিরদিন তরে।

তারক। মা!—মা!

নিয়তি। সকল ইন্দ্রিয় যবে মনেতেই লয়,
আত্মা সনে পরমাত্মা হয় পরিচয়।
উত্থান-পতন—প্রকৃতির এ নিয়ম,
দেবতা—দানব, দানব—দেবতা!

তৃতীয় দৃশ্য।

গৌরী-শেখর।

পার্ব্বতী তপস্যারতা, অদূরে সখীদ্বয় আসীন।

লীলা। ওলো! শুধু শিবপূজা ক'র্‌লেই হয় না, এম্‌নি ক'রে তপস্যা করা চাই।

অনিলা। সাধনা না ক'র্‌লে কি আর সিদ্ধিলাভ হয়? সখীর মত যদি সবাই এম্‌নি করে, জীবন-যৌবন আহুতি দিয়ে আপন আপন পতি বেছে নেয়, তাহ'লে—

লীলা। তাহ'লে আর কারুর বিয়ে হ'ত না, একটা বরেই পাঁচটার বিয়ে হ'ত, সতীনে সতীনে জগতটা ছেয়ে যেত।

অনিলা। দূর, তা' কেন, তাহ'লে বরং সংসারটা বেশ একটা স্বপ্নময়—সঙ্গীতময়—সুখের রাজ্য ব'লে বোধ হ'ত। স্বামী তাকেই বলে, যে স্ত্রীর—অবলার—আশ্রিতার সমস্ত দায়ীত্ব গ্রহণ করে, তার অভাব পূরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। স্ত্রীও তাকে বলে, যে স্বামীকেই সর্ব্বস্ব—দ্বিতীয় জীবন মনে ক'রে সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য বলি দিয়ে গাছতলায়, এমন কি জলন্ত অগ্নিতেও ঝাঁপ্‌ দিতে কুণ্ঠাবোধ না করে।

লীলা। বোন্‌, এ কি শুধু পার্ব্বতীকে দেখেই বল্‌ছিস্‌?

অনিলা। তা' কেন, স্বামী কে? স্বামী যে মনের রাজা, দেহের রাজা, এক প্রাণই দ্বিধা বিভক্ত বৈতো নয়।

লীলা। এ আদর্শকে গ'ড়ে তুল্‌তে হ'লে নূতন জগত সৃষ্টি কর্‌তে হয়। তাই,—তাই বুঝি এই উমামহেশ্বরের কঠোর তপস্যা!

অনিলা। কি ভাব্‌ছ?

লীলা। ভাবছি,—এরি মধ্যে তুই এ সব শিখ্‌লি কেমন ক'রে?

(মেনকার প্রবেশ)

মেনকা। উমা! মা আমার!

অনিলা। এই দেখনা সই মা! সই আর আমাদের সঙ্গে খেলা করে না, মোটে হাসে না, একটা কথাও কয় না।

মেনকা। উমা! এই ছিল তোর মনে?
মাতা বর্ত্তমানে—
গৃহ ছেড়ে এসেছিস্ বনে,—
অনশনে অতিক্রমি দিবস-যামিনী,
সেজেছিস্ যৌবনে যোগিনী;
না জানি এখনো কত নবসাজে সাজি
ব্যথা দিবি অভাগিনী জননীর প্রাণে।
আয় বাছা! ঘরে ফিরে,
তোর এই দুঃখভরা শুষ্কমুখ হেরে,
আমার বুকের রক্ত জল হ'য়ে আসে,
ত্রাসে মোর কাঁপে কায়, রসনা শুকায়,
দিশেহারা হই আমি উন্মাদনাবশে।

(হিমালয়ের প্রবেশ)

হিমালয়। মেনা, পারি না তোমারে আর;
উন্মাদের মত ছুটে এসেছ আবার,
বাধা দিতে তনয়ার সুকৃতির পথে।

মেনকা। কেন যে এসেছি—তুমি কি বুঝিবে স্বামী?
দেখদেখি—কি হ'য়েছে কন্যার আকৃতি!

হিমালয়। (স্বগতঃ) এইবার বুঝি মোর হয় সর্ব্বনাশ!
ধৈর্য্য আর কোনমতে প্রবোধ না মানে।
এতদিন রুদ্ধশ্বাসে—পাষাণে বাঁধিয়া
প্রাণ, বেঁধেছিনু যে মহান্ বাঁধ—

মর্ম্মভেদি-বেদনার স্রোতে, মুহূর্ত্তের
এ আঘাতে আজ বুঝি ভেঙ্গে চুরে যায়।
(ভগ্নকণ্ঠে প্রকাশ্যে) পার্ব্বতী !

পার্ব্বতী। বাবা !

হিমালয়। কায নেই তপস্যায় আর,
এ কঠোর ত্যাগব্রত ছেড়ে
ঘরে ফিরে চল্ এবে নন্দিনী আমার।

পার্ব্বতী। বাবা, তুমিও কি বাদী হ'লে আজ ?
তুমিও কি——(কাঁদিয়া ফেলিলেন)

হিমালয়। নামা, আমি কিছু বলিতে চাহিনা,
চেয়ে দেখ্—একবার মা'র মুখপানে,
প্রাণে তার হানে কত বৃশ্চিক দংশন।

পার্ব্বতী। মাগো ! করি মানা, কেঁদো না আমার তরে
আমিও কি সুখে আছি তোমাদের ছেড়ে ?
কিন্তু মাগো ! নারীধর্ম্ম অক্ষত রাখিতে,
আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে—যদি চিরতরে
বনবাসী হ'তে হয় মোরে, বল মাতা !
কাতরা কি হবে তায় হিমাদ্রিতনয়া ?

মেনকা। দিন দিন তোর এই ক্ষীণদশা হেরি,
অমঙ্গল ভয়ে যে মা ! কাঁপে এ অন্তর।
করি অনুরোধ, একবার ঘরে চল্,
মুখে দিবি শুধু বাছা ! একফোঁটা জল।

পার্ব্বতী। মাগো ! নাহি ভয়, নাহি সে সংশয়,
মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ইষ্টদেব যার,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অমঙ্গল থাকে কি মা তার ?
একবার ভক্তিভরে শুধু বিল্বদলে,
অর্ঘ্য দিলে মহেশের চরণকমলে,

প্রাণের অভাব যত দূর হ'য়ে যায়,
শান্তি, সুখ, চিরতরে সঙ্গী তার হয়।
করি অনুনয়, যাও মাগো! ঘরে ফিরে,
নির্জ্জনে থাকিতে দাও যোগাসনে মোরে।
যাও বাবা! হাসিমুখে সঙ্গে ল'য়ে মা'কে।

[হিমালয় ও মেনকার প্রস্থান]।

লীলা। সখি! বাপ্, মা'র প্রাণে করি শেলাঘাত,
উচিত তোমার কিলো হেন স্বাধীনতা?

পার্ব্বতী। স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার নহে ইহা বোন্!
নারীধর্ম্ম এ সংসারে বড়ই কঠোর;—
আজন্ম করিয়া বাস পিতার আলয়ে,
একদিনে—মুহূর্ত্তের মন্ত্র উচ্চারণে,
সেই পরিচিত, শৈশবের স্মৃতি-পূতঃ,
স্নেহসার পিতৃগৃহ হ'য়ে যায় পর,
তখন শ্বশুর ঘর হয় আপনার।
তুচ্ছ তার মাতৃস্নেহ—পিতার আদর,
সিঁথির সিঁদুর শুধু গৌরব সতীর।

(ব্রহ্মচারী বেশেমহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। সত্যকথা আয়ুস্মতি!
স্ত্রীলোকের গতি—একমাত্র পতি,
তোমাব এ উক্তি শুনে বাস্তবিক মনে
জ.গিয়াছে পরম উল্লাস, বুঝিলাম—
এ সংসারে নারীরত্ন তুমি। কিন্তু বালা!
তোমার এ কার্য্য দেখে হয় অনুমান,
জ্ঞান, ভক্তি, শিক্ষালাভ অসম্পূর্ণ তব।

পার্ব্বতী। কেন ঋষি! অপরাধ কি করেছে দাসী?

মহাদেব। অপরাধ,—অপরাধ অতি ভয়ানক।
এই রূপ, এ ভরাযৌবন,
স্বর্গীয় সম্পদ্ যাহা—
দেবতার কাঙ্ক্ষনীয় ধন, তাহা তুমি
কি কারণ, অবহেলে নিবৃত্তি অনলে
অকালে কালের কোলে দাও বিসর্জ্জন ?
জাননাকি শৈলসুতা ! শরীর ধারণ,
তপস্যার আদি ধর্ম্ম—প্রথম সোপান ?
জাননাকি সে ঐশ্বর্য্য বিধাতার দান ?

পার্ব্বতী। কেন ঋষি ! অকারণে কর তিরস্কার,
না বুঝিয়া উদ্দেশ্য আমার ?

মহাদেব। বেশ, বল, কিবা তব অভিপ্রায় ?
উদ্দেশ্য মহৎ যদি হয়—
স্বীকার করিব আমি স্বীয় অপরাধ।

(পার্ব্বতী বলিবার জন্য সখীকে ইঙ্গিত করিলেন)

লীলা। শোন ঋষি ! একদিন দেবর্ষি নারদ
দৈবযোগে আসি কহিলেন গিরিরাজে,—
চাহ যদি যোগ্যবরে দিতে পার্ব্বতীরে,
উপযুক্ত এই অবসর,—বিপত্নীক
মহেশ্বর—অধিষ্ঠিত তোমারি আলয়ে।
যদি তাঁরে কন্যাদানে হয় অভিলাষ,
দাও রাজা—পার্ব্বতীরে পাঠাইয়া সেথা।

মহাদেব। জানি বটে, পিতার আদেশে
পার্ব্বতী নিয়ত যেত' শুশ্রূষা করিতে।
কিন্তু আমি বুঝিতে না পারি--এত বর
থাকিতে কেন যে, অসভ্য সে দিগম্বরে
জামাতা করিতে তাঁর হ'ল অভিরুচি।

নারদ কৌতুকপ্রিয়, কৌতুকের বশে
সব পারে করিতে সে, কিন্তু গিরিরাজ—
স্নেহময় পিতা হ'য়ে করিল স্বীকার,
কেমনে কন্যা'র তাঁর জলে ফেলে দিতে ?

লীলা। উন্মাদের মত তব প্রলাপ বচনে,
কে করিবে বল ঋষি ! বিশ্বাস স্থাপন ?
বিশ্বের আরাধ্যধন দেব ত্রিলোচন,
যোগ্য পাত্র তব মতে যদি নাহি হয়,
হবে কি কষায়ধারী কোন ব্রহ্মচারী ?

মহাদেব। উত্তেজিত হ'য়ো না বালিকা, শাস্ত্রে আছে—
"কন্যা বরয়তে রূপং, মাতা বিত্তং, পিতা শ্রুতং,
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ"
কিন্তু উমা ! মহেশের কোন গুণ নাই,—
রূপবান তুমি তারে বলিতে পার না,
বিরূপাক্ষ নামই তার স্পষ্ট নিদর্শন।
ঐশ্বর্য্যেরও চিহ্ন নাই, নাই শাস্ত্রজ্ঞান,
প্রমাণ—শ্মশানবাসী বৃষভবাহন,
দিগম্বর, সর্ব্ব অঙ্গে ভস্ম-বিলেপন।
নাম, গোত্র, সৎকুলেরো প্রসঙ্গ তুলোনা,
বেজন্মা সে—নাহি কোন জন্মের ঠিকানা।
সামান্য মিষ্টান্ন মাত্র চাহে সাধারণ,
সে আশাও শূন্যগর্ভ—নিশার স্বপন,
তবে কোন্ আকাঙ্ক্ষায় কহলো কল্যাণি !
চাহ তারে পতিরূপে করিতে বরণ ?
শোন রাজকন্যা ! মোর হিতৈষীবচন,
ত্যজ এ দুরন্ত পণ, করি নিবারণ,
ভজ অন্যে—এখনও সময় আছে,
ক'রো না লো মহেশ্বরে পতিত্বে বরণ।

পার্ব্বতী। অভ্যাগত অতিথিরে নারায়ণ জ্ঞানে,
এতক্ষণ কোন কথা বলিনি তোমারে।
ভাল হোক, মন্দ হোক, কিবা যায় আসে,
আমার সে ইষ্টদেব, পতি, প্রিয়তম,
তার মাঝে তুমি এসে কথা কেন কও ?
ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যহীন, অসভ্য, বর্ব্বর,
তুমি ব্রহ্মচারী—এ কথা তোমারি সাজে।
বেজন্মা সে, এ অখ্যাতি করিতে তোমার
রসনার অগ্রভাগ খসিয়া গেল না ?
তুমি মূর্খ, নীচমনা, ভণ্ড ব্রহ্মচারী
তুমি কি বুঝিবে—সর্ব্বস্ব থাকিতে তিনি
কেন যে ভিখারী ? ভোগের সাফল্য ত্যাগে
এ জ্ঞান যগুপি ঋষি ! থাকিত তোমার,
তাহ'লে তুমিই হ'তে বিশ্বের ঈশ্বর।
তোমাকেই আরাধ্য ভাবিয়া—যুক্তকরে
তোমারই চরণতলে থাকিত পড়িয়া,
দেবতা-দানব-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
যাও দ্বিজবর ! শঙ্করের যোগ্যতায়
সন্দেহ ক'রো না, কভু যেন মোহবশে
ভুলেও এনো না মুখে পাপকথা আর।

মহাদেব। ক্ষিপ্ত তুমি হয়েছ সুন্দরী ; ভেবে দেখ—
একবার হাতে নাতে পেয়েছ প্রমাণ,
হয়েছ চরম অপমান, তবুও যে
হয়নি তোমার জ্ঞান কেমনে বুঝিব ?
তুমিই করেছ ভুল—চেন নাই তারে,
রুদ্রমূর্ত্তি, উগ্র মনোভাব, হৃদে তার
তীব্র হলাহল, বিফল বাসনা তব।
বিন্দুমাত্র রসবোধ থাকিত যগুপি,
বুঝিত সে প্রেমের আস্বাদ, তাহ'লে কি—

সৌন্দর্য্যের গর্ব্বশিরে করি পদাঘাত,
মদনে করিয়া ভস্ম,—দলিয়া তোমার
আকুল হিয়ার দান করিত প্রস্থান ?
হিমালয়-কন্যা তুমি আদরের ধন,
তাই তোমা করি নিবারণ,
বিষধর সর্পে যার বেষ্টিত শরীর,
জটাভারে অবনত শির,
তার করে কর দিয়া,—
কেমনে করিবে তুমি প্রেম-আলাপন ?
তার চেয়ে হও যদি ইন্দ্রের গৃহিণী,
রাজকন্যা ছিলে, হবে রাজরাণী,
পাবে যোগ্য সমাদর, যোগ্য পুরস্কার,
অনুযোগ কেহ আর কভু না করিবে।

পার্ব্বতী। সখি ! আর আমি হেথা থাকিতে চাহিনা ;
অন্যায়—অসহনীয়,
মার্জ্জনাবিহীন এই উদ্ধত বচনে
যোগাসন ত্যাগ ভিন্ন অন্যোপায় নাই।
একবার পিতৃগৃহে পতিনিন্দা শুনি,
নিরুপায়ে দিয়েছিল অভাগিনী সতী,
অপ্রাপ্ত যৌবনে তার জীবন আহুতি।
আজও বুঝি সখি ! মোর সেই দশা হয়,
দুরু দুরু কাঁপে বক্ষঃ—মস্তক ঘূর্ণিত,
অবশ হইয়া আসে অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ।
ওই দেখ, কাঁপে ওষ্ঠাধর, পুনরায়
আরো কটু কি বলিতে চায় ব্রহ্মচারী ;
তার চেয়ে চল যাই যোগাসন ত্যজি,
দুর্জ্জনের পাপ-সঙ্গ করি পরিহার।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

মহাদেব। (আত্মপ্রকাশ করিয়া) কোথা যাও ? —
যেতে আর হবে না সুন্দরী, চেয়ে দেখ—
তোমার অভীষ্টদেব বরসাধ সাজি,
তোমারি সম্মুখে আজ আসিয়া হাজির।
ভক্তি যদি একবার করে আকর্ষণ,
ভক্ত যদি ক'র পণ জীবন মরণ,
তাহ'লে কি প্রিয়তমে! ত্যজিয়া তাহারে,
আমি কি থাকিতে পারি ঘুমে অচেতন ?
এস প্রিয়ে! দাও আলিঙ্গন,
তপস্যার শ্রম তব দূর হ'য়ে যাক্।

লীলা। তাহ'লে সংবাদ দিই আত্মীয়স্বজনে ?

মহাদেব। এখনো হয়নি বালা! সে শুভ সময় ;
যোগ্যকাল হ'লে উপস্থিত, জেনো স্থির—
আনন্দে অধীর হবে ত্রিভুবনবাসী,
বাজিবে মোহন বাঁশী প্রকৃতির প্রাণে।
আসি প্রিয়ে! হাসিমুখে দাওগো বিদায়।

—— ——

চতুর্থ দৃশ্য।

হিমালয়-বক্ষ।

হিমালয় ও মেনকা।

হিমালয়। প্রিয়ে! হিমাদ্রির হেন প্রশস্ত হৃদয়ে
আনন্দ ধরে না আর, শুনিলাম আজ,
ব্রহ্মচারীবেশে শঙ্কর স্বয়ং এসে
করেছেন পার্ব্বতীরে শুভ আশীর্ব্বাদ।

মেনকা। এত শীঘ্র সিদ্ধ হবে পার্ব্বতীর আশা,
আমি তো ভুলেও স্বামী! কখনো ভাবিনি।

হিমালয়। তুমি তো বরং তার সৌভাগ্যের পথে
প্রতিদিন বাধা দিতে যেতে, আমি কিন্তু
জানিতাম, সিদ্ধিলাভ নিশ্চয় ঘটিবে।
পার্ব্বতীর আত্মদান—আকুল আহ্বান,
সিদ্ধিদাতা ভগবান্—
কোনমতে পারিবে না উপেক্ষা করিতে।

মেনকা। এখন যে বুকে দেখি বড়ই সাহস!
দুইদিন আগে—হাসিতো দূরের কথা,
মুখে থেকে কথা যেগো বাহির হ'ত না।

হিমালয়। কে বলে এ কথা, দেখি—দেখি মুখখানি?
এখনো চোখের কোণে রয়েছে যে জল,
স্ফীত বক্ষঃস্থল, সিক্ত বসন-অঞ্চল;—
ঢল ঢল মুখ আজ যদিচ নেহারি,
তাব'লে কি একদিনে লুকাতে পার তা'?

(অঙ্গিরা ও অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অঙ্গিরা। গিরিরাজ!

হিমালয়। আসুন ব্রহ্মর্ষি! অসীম সৌভাগ্য মোর।

অঙ্গিরা। ভাগ্যের দোহাই দিও না ধীমান্!
ভাগ্য যেবা সৃষ্টি করে সেই ভগবান্,
পূজনীয় শ্বশুর বলিয়া—
যখন তোমারে চান করিতে গ্রহণ,
তখন কি আমাদের এই আগমন
তোমার সৌভাগ্যকীর্ত্তি করিবে ঘোষণা?
সৌভাগ্য কাহার রাজা? পার্ব্বতীর
পিতা তুমি, শঙ্করের তুমি গুরুজন,
তোমার দর্শনলাভ, প্রীতি-আকর্ষণ,
হে হিমাদ্রি! আমাদেরি গর্ব্বের কারণ।

মেনকা। এস দেবী অরুন্ধতী! দীন-মর্ত্ত্যলোকে
দীনা আজি ভক্তিভরে করে আবাহন।

অরুন্ধতী। (মেনকার চিবুক ধরিয়া)
ভাগ্যবতী ননদিনী, গিরিরাজ-রাণী,
রত্নগর্ভা, উমার জননী, দীনা তুমি?

অঙ্গিরা। শোন রাজা! কি কারণে এসেছি হেথা
পার্ব্বতীর তপস্যায় পরিতুষ্ট হ'য়ে
হৃষ্টমতি পশুপতি—সঙ্গিনী করিতে
চান আজি ভাগ্যবতী কন্যারে তোমার,
আশা করি—অভিলাষ সিদ্ধ হবে তাঁর।

হিমালয়। কন্যা মোর শঙ্করের অঙ্কলক্ষ্মী হবে,
এ যে প্রভু বিধাতার স্নেহ-আশীর্ব্বাদ!
এর চেয়ে খ্যাতি, গর্ব্ব, মহত্ত্ব, সম্মান,
হিমবান্ আর কি লভিবে?

কন্যাপক্ষ হ'তে
বরণীয় বরপক্ষ চিরন্তনরীতি,
কিন্তু আজি ভাগ্যে মোর হেরি ব্যতিক্রম।
আমি যে কন্যার পিতা,
একবারও ভাবিতে হ'লনা,
ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি যত পুণ্য পদার্পণে
স্থাপিল শঙ্কর সনে জামাতৃসম্বন্ধ।
এ আনন্দ ধরে না অন্তরে,
ঋষিবর! সকৃতজ্ঞ প্রণাম চরণে।

অরুন্ধতী। তোমার কি অভিমত বোন্?

মেনকা। ঠাকুরাণি! কন্যা হবে জগতজননী,
মা'র প্রাণ—তায় সুখী কি হবে না?

(দেবর্ষি নারদের প্রবেশ)

অঙ্গিরা। এই যে দেবর্ষি! কোথা হ'তে আগমন?

নারদ। ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ,
নিমন্ত্রণ কার্য্য সব সারিয়া এসেছি।

হিমালয়। এরি মধ্যে?

নারদ। ক্ষতি কিবা তায়? ঐশ্বরিক
ক্ষমতায়, কতক্ষণ লাগিবে সময়
আহার্য্য সামগ্রী সব সংগ্রহ করিতে?

অঙ্গিরা। আর সব আয়োজন?

নারদ। ইন্দ্রাদিদেবতাগণ সম্মত সকলে
কার্য্যভার সমস্তই করিতে বহন।
বাদ্যকরগণ—এতক্ষণ এল ব'লে,
পুরোহিত অগ্রেই তো এসে উপস্থিত।
[অঙ্গিরাকে প্রদর্শন]

অঙ্গিরা ! তবে আর দেবী নয় ; এস হিমালয় !
করি গিয়া বিবাহের অন্য আয়োজন।
সার্থক জীবন জেনো হে নগ-দম্পতি !
কন্যারে করিয়া আজি সুপাত্রে অর্পণ।
এস দেবী অরুন্ধতি ! এস হে দেবর্ষি !
ভগবতী পার্ব্বতীর চরণ দর্শনে
ভক্তি, প্রেম, পুণ্য, প্রীতি করি উপার্জ্জন।

[সকলের অভ্যন্তরে গমন]

পট পরিবর্ত্তন।

(বৃহস্পতি ও অগ্নির প্রবেশ)

বৃহস্পতি। পবিত্র আশ্রম বটে এই হিমালয় !
পাদদেশ চুম্বি' যার কুলু কুলু স্বনে
ব'যে যায় মন্দাকিনী স্বর্গ হ'তে নামি
ওই দিব্য স্রোতঃস্বতী ভাগিরথী নামে।
এর তটদেশ—নিখিলের মহাতীর্থ,
শান্তিময় শক্তিপীঠ, বিশ্রামের স্থান ;
এর বারি—অমৃত সমান,
ধরাধামে একমাত্র পুণ্যের আধার,
সর্ব্বপাপধৌতকারী, সদা পূর্ণবক্ষঃ,
স্নানীয়, পানীয়, খাদ্য, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর।

অগ্নি। সত্য গুরু !
হিমাচলঅধিবাসী কত সুখে সুখী !
নিত্য যাগ, যজ্ঞ, হোম, নৈষ্টিক আচার
শুভ সূচনার করিছে প্রচার ; তাই—
চারিদিকে স্বাস্থ্য, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যবিহার
যথাবৃষ্টি—প্রজাসৃষ্টি অন্নের প্রাচুর্য্যে।

বৃহস্পতি। কিন্তু বৈশ্বানর! অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আজ;
হের ওই গিরিরাজ নব সমাবেশে,
নব রাগে নবমূর্ত্তি করেছে ধারণ,
অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের গাঢ় আলিঙ্গনে।

অগ্নি। হের গুরু! ঐশীশক্তিবল!
ভারে ভারে উপনীত—রাশি রাশিকৃত
দুগ্ধ, ক্ষীর, নবনীত, মিষ্টান্ন প্রচুর!
যেন সব বাহকেরা নব নবোদ্যমে
পরস্পর অগ্রসর স্পর্দ্ধাসহকারে,
"কে কত বহিতে পারে—
ভবিষ্যের মঙ্গল সঞ্চয়ে,
মঙ্গলময়ের কার্য্যে মঙ্গল সাধিতে";—
যেন শেষ নাহি তার।

বৃহস্পতি। সর্ব্বদেবদেবীসম্মিলনে,
সর্ব্বশক্তিজাগরণে একত্রীকরণে,
প্রবৃত্তির এই সমারোহে—
প্রিয়—স্নিগ্ধ—তীব্র আকর্ষণে,
সাক্ষাৎ চৈতন্যমূর্ত্তি বিরাজে প্রকৃতি!
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সুরে-লয়ে-তানে
উঠিতেছে কি অপূর্ব্ব মোহন সঙ্গীত;—
যেন সবই মাদকতা ভরা,
চিত্তময়, পুলকসঞ্চারী!

অগ্নি। হের পুনঃ জনতার স্রোত;
গুরুভারে একপ্রান্ত নত,
ঘন ঘন বিকম্পিত বাসুকির শির!
ওহো! শিবশক্তির কি বিচিত্র ক্ষমতা;
দেবতা, দানব, যক্ষ,
ভূত, প্রেত, সিদ্ধ, পিশাচ সকলি—

বরযাত্রীরূপে আসে শ্রেণীবদ্ধভাবে,
আহ্বানিয়া গিরিরাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
রুদ্ধ করি আকাশ-বাতাস !

বৃহস্পতি। বৈশ্বানর ! প্রয়োজন এইমত,
এক কেন্দ্রে সবাকার প্রীতি-সম্মিলন !
উদ্যম, সাহস, ঐক্য ও অধ্যবসায়
নৈতিক জীবনে বৎস ! শ্রেষ্ঠ অভিযান
সেই ভিত্তি করিতে নির্মাণ, অনুমান—
উমা-মহেশ্বর ছিল তপে নিমগন।
ত্যাগ ভিন্ন নাহি হয় তপঃ,
তপঃ ভিন্ন নাহি ঘটে সিদ্ধিলাভ !

অগ্নি। হের—রজত সুন্দর—সুধাংশুশেখর,
দিব্যকান্তি চারু মনোহব,
বৃদ্ধ বৃষে করি আরোহণ,
বিশ্ববন্ধু—বিশ্বরক্ষার কারণ,
সহাস্য আননে আসে—
কারুণ্যের প্রস্রবণ হ'য়ে,
পথে পথে বিভূতি ছড়ায়ে,
প্রবৃত্তির সনে পুনঃ হ'তে পরিচিত।

বৃহস্পতি। কারে তুমি বলিছ বিভূতি ?
ও নহে বিভূতি বৎস ! উহাই ঐশ্বর্য্য,
প্রতিবিন্দু—ভূমিস্পর্শে চৈতন্য জাগায়।
ওই শুন মাঙ্গলিক উচ্চ শঙ্খধ্বনি ;
সহস্ররমণীমুখে হইয়া ধ্বনিত,
বরাগমনের বার্ত্তা করিছে সূচনা।
এস মোরা হই অগ্রসর।

[উভয়ের প্রস্থান]

——

পঞ্চম দৃশ্য।

অমরাবতী।

তারক সিংহাসনে উপবিষ্ট, নিম্নে সূর্য্যদেব
করযোড়ে দণ্ডায়মান।

(গীত)

অপ্সরাগণ।

এস বীরবর !   নবীন নাগর !
        প্রিয় ধনুর্দ্ধর ধরণীর।
তোমার প্রভাবে,   মুগ্ধ প্রকৃতি
        যত দেবতার নতশির !!

নন্দনবন সফল এখন,
বহিছে সদাই মলয় পবন,
মধুর গন্ধে অন্ধ ভ্রমর—
                ধরিছে কণ্ঠ ভ্রমরীর !!

সূর্য্য তোমার দুয়ারে রক্ষী
বিধাতা স্বয়ং সাধনাসাক্ষী
স্বরগলক্ষ্মী সাধিয়া তোমায়—
                দিল এ আসন যশস্বীর !!

এস শান্ত, সৌম্য, মুক্ত, উদার !
পরহে কণ্ঠে কুসুম এ হার,
আজি তোমারে ধরিয়া রাখিব ঘিরিয়া
                ভাগ্য বলিয়া অমরাবতীর !!

(গীতান্তে চামর বীজন করিতে লাগিল)

তারক। সত্য বটে সার্থক জীবন ;—
দেবের আরাধ্যধন নিত্য নিরঞ্জনে
পাইয়াছি দরশন ইষ্টদেব রূপে।
তাঁরি আশীর্ব্বাদে—সমরে অজেয় হ'য়ে
জিনিয়াছি স্বর্গরাজ্য, স্বর্গসিংহাসন।
তাঁরি বরে দৃপ্ত হ'য়ে দিতিসুত আমি,
করিয়াছি বিতাড়িত অদিতিনন্দনে।
এতদিনে পূর্ণ মনসাধ,
এতদিনে ঘুচিয়াছে দৈন্য-অবসাদ ;—
এতদিন ছিল বিধাতার মনে
যে কিছু হে পক্ষপাত, ঈর্ষা, অবিচার
এতকাল পরে এ ন্যায়বিচারে
হ'ল সে কলঙ্ক দূর। সকলেই জানে—
উভয়েরি এক পিতা, এক মাতামহ,
সহোদরা দুটী ভগ্নী দিতি ও অদিতি—
স্নেহময়ী জননী তাদের ; কিন্তু মোরা
দিতিসুত—যজ্ঞভাগে আজন্ম বঞ্চিত,
অদিতিনন্দন—চিরকাল করে ভোগ
নির্ব্বিবাদে স্বর্গরাজ্য—স্বর্গসিংহাসন।,
এই কি হে বিধিলিপি ?—বিধির বিচার ?
এই কি অপক্ষপাত, নীতি সাধুতার ?
কেও ?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে এই উপহার পাঠিয়েছেন।

তারক। উপহার! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
যাও—যাও, নিয়ে যাও, তুচ্ছ প্রলোভনে
অশান্ত এ চিত্ত মোর তৃপ্ত নাহি হবে।
যতক্ষণ তপ্তরক্ত বহিবে শিরায়,

রাজ্য যায়, প্রাণ যায়, তথাপি কখনো
নিরস্ত হব না আমি দেব-নির্য্যাতনে।
যাও, শীঘ্র নিয়ে এস শচীরে এখানে,
মুষ্টিমধ্যে পেয়ে—মধুপাত্র মুখে ধ'রে
থাকিব না সুধাস্বাদে আজি উদাসীন।

[দূতের প্রস্থান]

সূর্য্য। (স্বগতঃ) এরি জন্য আছি কি এখানে ?
এ দৃশ্য দেখিতে দ্বাররক্ষী করি
রেখেছে কি দৈত্যাধম। বন্দী করি মোরে ?
ইন্দ্রাণীর বুকফাটা তপ্ত অশ্রুজল,
সতীর এ মর্ম্মভেদি—মুক্তঅপমান,
বীর্য্যহীন শৃগাল সমান—
নীরবে সহিতে হবে চক্ষের সমক্ষে ?
এতদিনে যথার্থই দেবতার নাম,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ম্লান হ'যে গেছে ;
নহে—প্রাণ কেন হবে নির্জ্জীব পাষাণ ?

(দূরে দূতসহ ক্রন্দনরতা শচীকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া
সূর্য্যদেব পশ্চান্মুখ হইলেন)

তারক। কোথা যাও রক্ষীবর। দ্বাররক্ষা ছেড়ে ?
তুমি সূর্য্যদেব—সাক্ষী জগতের,
তুমি যদি চক্ষুমুদে ফিরিয়া দাঁড়াও,
কর যদি পলায়ন অপমান-ভয়ে,
শচীর লাঞ্ছনা তবে অন্যে কে দেখিবে ?

(শচীর প্রবেশ)

এই যে সুন্দরী !
এস বিধুমুখী, কেন এ বিষণ্ণমুখ ?
পাবে সুখ—সৌন্দর্য্যের অনুরূপ যাহা।

ত্যজ এ অলীক মান, অযথা ভাবনা,
অলোকসামান্যা স্বর্গীয়ললনা তুমি,
তোমারে কি পারি আমি করিতে শাসন ?
বেশী কি বলিব ? শোন মোর আকিঞ্চন,
তোমার এ সিংহাসন তোমারি থাকিবে,
সখা ব'লে যদি মোরে করহ গ্রহণ।
[হস্তধারণে উদ্যত]

(স্বর্গলক্ষ্মীর আবির্ভাব)

স্বর্গলক্ষ্মী। এই কি নারীর প্রতি যোগ্য সম্ভাষণ ?
এই কিরে বীরত্বের গর্ব্ব নিদর্শন ?
ধিক্ তোরে দৈত্যাধম ! এই মন নিয়ে,
এসেছিলি স্বর্গলক্ষ্মী করিতে বরণ ?
দেবতা-দানবমাঝে পার্থক্য যে কত,
হিংসাবৃত্তি দানবের কত যে পঙ্কিল,
এখনো কি বাকি আছে বুঝিতে রে তোর ?
এইবার ক'রেছিস্ সীমা অতিক্রম,
এই মহাপাপ নারী-নির্য্যাতনে,
নিজ হাতে জ্বালিলি যে তপ্ত হুতাশন,
তারি দাপে ভস্মীভূত হ'বি অচিরায় ;—
জেনে রাখ্—এই তোর পতনের মূল।
[নতমুখে তারকের প্রস্থান ও সঙ্গে সঙ্গে অপ্সরাগণের অনুগমন]
(শচীকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া)
এস বোন্ ! অবিশ্বাস ক'রো না আমায় ;—
যদিও সতীন আমি ইন্দ্র-প্রণয়িনী,
তবু কি বিপদে মোরা নহি একপ্রাণ ?
রাখিতে সতীর মান, নারীর মর্য্যাদা—
নারীশক্তি চিরদিন রয় সম্মিলিত,
জিগীষা তখন মনে থাকে না ভগিনী।

শচী। দিদি! (বস্ত্রাঞ্চলে রোদন)

স্বর্গলক্ষ্মী। বোন্! (নিবৃত্তকরণ)

শচী। দানবের সহবাস এত কি মধুর?
পরগৃহ আলো করা এত কি গৌরব?

স্বর্গলক্ষ্মী। বোন্! কর্ম্মভূমি—জন্মভূমি সবাকার;
কর্ম্মী সনে সতত বিজয়,
অক্ষয় গৌরব সদা বিজিতের;—
গৌরবের দাসী আমি—নহি দানবের।

[প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কৈলাস।

অনন্তরত্নখচিত সুচারু সিংহাসনে মহাদেব অঙ্কোপরি পার্ব্বতীকে লইয়া বসিয়া আছেন, পার্শ্বদ্বয়ে জয়া ও বিজয়া দাঁড়াইয়া চামর বীজন করিতেছে, পাদনিম্নে নন্দী ও ভৃঙ্গী সঙ্গীতের তালে তালে মৃদুমৃদু করতালি দিতেছে ও নৃত্য করিতেছে।

(গীত)

অপ্সরাগণ।

ভোলা সন্ন্যাসী হ'ল গৃহবাসী
হাসি যে অধরে ধরে না!
ত্যাগের অঙ্গে ভোগের বিহার
মরি কি বাহার দেখ না!!

ভোলা—ছাইমাখা ভালবাসে না,
ভুলেও শ্মশানে যায় না,
চেয়ে থাকে শুধু বঁধু মুখপানে
আর যেন কিছু চায় না !!

আজি—ভাতিল আলোক ভাসিল গান,
আসিল ছুটিয়া পুলক বাণ,
প্রেমের পরশে জাগিল সহসা
জড়ের হৃদয়ে চেতনা !!

বিয়ে ক'রে ভোলা প্রণয়ী হ'য়েছে
মদনের প্রাণ ফিরায়ে দিয়েছে,
ব'লেছে তাহারে ফুলধনুঃশরে
আমারে আবার মার' না !!

মহাদেব। প্রিয়ে! দুঃখ নাই মনে ?

পার্ব্বতী। দুঃখ কি প্রাণেশ ?

মহাদেব। তুমি রাজপুত্রী, চির আদরে লালিতা,
জেনে শুনে এই কথা, অযথাবিলম্বে
কত কষ্ট, কত ব্যথা দিয়াছি তোমারে।

পার্ব্বতী। কষ্ট ব'লে জানিতাম যদি,
তা হ'লে কি তপস্যায় হইতাম ব্রতী ?

মহাদেব। কিন্তু প্রিয়ে! কি করিব, আমি নিরুপায়
মহেশ্বরে যদি কেহ পায়,
বিনা ক্লেশে—বিনা তপস্যায়,
তাহ'লে গুরুত্ব মোর কোথায় রহিবে ?
কেহ আর রাখিবে না মান,
কেহ আর আঁখিমুদে করিবে না ধ্যান,
কেহ আর প্রাণখুলে ব্যোমব্যোম ব'লে
ভুলেও ভোলার নাম মুখে আনিবে না।

ভক্তের হৃদয় যেগো ! আশ্রয় আমার,
ভক্ত যদি ভুলে যায়,
নাহি দেয় ভক্তিপূত অর্ঘ্য-বিল্বদল,
নিঃসম্বল, নিরাশ্রয় হব যে অচিরে,
লুপ্ত হবে চিরতরে ঈশ্বর-মহিমা।

পার্ব্বতী। জানি প্রিয়তম !
ভক্তজনসখা তুমি অনাথ শরণ,
তাই দেবগণ -- সদা "শিব" সম্বোধনে,
তোমারি মহিমা করে সাদরে কীর্ত্তন।

(গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ)

(গীত)

নারদ। হর হর হর ব্যোম ব্যোম ব্যোম
বামে শোভে গৌরী !
জয়, ভূতনাথ ভব ভীম ভয়ঙ্কর
শঙ্কর সংহারী !!
জয়, নিত্য নিরঞ্জন বিভূতি বিভূষণ
বিশ্বনাথ বৃষরাজ-নিকেতন !
জয়, সত্য সনাতন দৈত্য-নিসূদন
মৃত্যুঞ্জয় ত্রিপুরারি !!

মহাদেব। কেও, ভক্তবর নারদ যে ! অসময়ে কি মনে ক'রে ?
(মহাদেব ও পার্ব্বতীর অবতরণ)

নারদ। পিতৃ-মাতৃ-চরণে পূজা দিয়ে পাপভার লাঘব ক'র্‌তে এলুম, জীবন্মুক্ত হ'তে এলুম !

মহাদেব। এই খানিক আগেই ব'ল্‌ছিলুম নারদ ! ভক্ত আছে ব'লেই ভগবান্ আছে, নৈলে আমায় জান্‌তো কে, চিন্‌তো কে ? যে দিগম্বর, লোকসমাজে সে অসভ্য, বর্ব্বর।

নারদ। আমার সাম্‌নে আর ও কথাগুলো ব'ল্‌বেন না, ও শোনাও আমি মহাপাপ মনে করি।

পার্ব্বতী। এই যে আরম্ভ হ'ল, এর আর বিরাম নেই। এস নারদ! আমরা এখান থেকে প্রস্থান করি।

[উভয়ের প্রস্থানোদ্যম]

মহাদেব। নারদ! তুমি যে আমায় উপেক্ষা ক'রে এক কথায় চ'লে যাচ্ছ? তুমি আমাকে চাও, না তোমার মা'কে চাও?

নারদ। পিতা, পিতা,
মাতৃহারা অভাগা সন্তান,
যদ্যপি সন্ধান পায় মা'র পুনরাগমন
পদসেবা, অর্ঘ্যদান, পূজার সমাপ্তি
আর কি সম্ভবে তার?
মাতা পিতা ভিন্ন নহে,
দুই দেহে এক আত্মা—একেরি বিকাশ,
এ শিক্ষা যে আপনারি দান।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর
একই আত্মা ত্রিরূপে বিভক্ত, শুধুমাত্র
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যভার করিতে বহন।
এক ব্রহ্মই প্রধান কারণ,
যাহ'তে এ জীবসৃষ্টি, উৎপন্ন জগৎ;
সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান্;—
আত্মমায়াবশে
স্বীয় প্রকৃতিরে করিয়া আশ্রয়,
সৃজিলেন সপ্তর্ষি প্রথম;
তারপর চারি মনু,
যাহ'তে নিখিল বিশ্ব—প্রজাজাগরণ;
এ নহে নূতন দেব! এযে চিরপ্রচলিত।

মহাদেব। নারদরে! এই গুণেই তোকে এত ভালবাসি; এরই জন্য তুই ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হরিহরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম।

নারদ। এখন আসুন, ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'রে ভক্তসখা ভগবানের নাম অক্ষুন্ন রাখুন।

মহাদেব। ভক্তরে! তোর আহ্বান কি আমি উপেক্ষা ক'র্‌তে পারি? আমার কি সে শক্তি আছে? চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ আর কতক্ষণ স্থির থাক্‌বে? জানিস্ নে, তোদের প্রগাঢ় ভক্তিই যে আমার শক্তি, তোদের প্রীতির আহ্বানই যে আমার ঐশ্বর্য্য। চল।

[সকলের প্রস্থান]

(নৃত্য গীত করিতে করিতে বিবিধ পুষ্পালঙ্কারে বিভূষিত মদন ও রতির প্রবেশ)

(গীত)

মদন ও রতি।

আজি এসেছি ভুবন ভোলাতে দোঁহে এসেছি!
যাহা কিছু আছে কুসুমশায়ক
সকলি হে সাথে এনেছি!!

আজি, মলয়পবন কোকিল কূজন
ভ্রমরের মৃদু রব!
আছে আরো কত সুমধুর স্মৃতি
হাসি, প্রীতি অভিনব!!

এ সব সহায়ে নিখিল হৃদয়ে
প্রেমের তুফান তুলিয়া!
নিমেষে জগত মোহিত করিব
ফুলবাণ করে ধরিয়া!!

আজি নাচিয়া নাচিয়া প্রেমিকযুগলে
আঁচলে আঁচলে বাঁধিব !
মেখলা খুলিয়া চরণে জড়ায়ে
চলনের বাদ সাধিব !!

আজি নূতন জীবনে নূতন সহায়ে
নূতন শকতি লভেছি !
যে যত চাহিবে দিব অকাতরে
বুকভ'রে মধু রেখেছি !!

(নারদের অভ্যন্তর হইতে আগমন)

নারদ। এই যে তোমরা এসেছ ! এখন যাও, শীঘ্র মহাদেবের অন্তরে আবির্ভূত হও, তাঁকে উন্মাদ কব, নৈলে কার্য্যসিদ্ধিব আশা একেবারেই দুরাশা।

মদন। প্রভু ! দাসতো সর্ব্বদাই আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত।

নারদ। না বৎস ! এখন তো আর তোমাব সে ভাবনা নেই, এখন তুমি নির্ভয়ে তাঁর হৃদয়ে বিহার ক'রৃতে পার। সে অধিকার তো তুমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছ !

মদন। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা' পেয়েছি।

নারদ। তবে আর দেরি নয় ; যাও, শীঘ্র তাঁর হৃদয়ে সন্তানসৃজনের প্রবৃত্তি জাগিয়ে দাও, দেবগণের আশা পূর্ণ কর, স্বর্গলক্ষ্মীকে যন্ত্রণার জ্বালা হ'তে নিষ্কৃতি দাও।

মদন। আসি তবে প্রণাম চরণে। (যুগলে প্রণাম করণ)

নারদ। চিরজয়ী হও যুগ্ম করি আশীর্ব্বাদ।

[মদন ও রতির অভ্যন্তরে গমন ও নারদের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য।

ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি।

বৃহস্পতি। হে ব্রহ্মণ! কি অনর্থ ঘটালে বিষম;
এক স্বর্গরক্ষার কারণ
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল এ তিন ভুবনে
কি ভীষণ প্রলয়ের করিলে সূচনা!
করি মানা,
কায নাই স্বর্গরাজ্য করিয়া উদ্ধার,
কায নাই দানবেরে করিয়া দমন।
দানবের অত্যাচার বেশী কি করিবে?
দীনা স্বর্গভূমি শুধু করিবে পীড়ন,
নির্ব্বাসিত করিবে অমরগণে।
কিন্তু যদি এইমত,
ত্রিলোকের মঙ্গলনিদান—
ঈশানী-ঈশান, মদনে উন্মত্ত হ'য়ে
দিবানিশি সুখস্বপ্নে থাকেন মগন,
তাহ'লে এ ত্রিভুবন—
পিতৃমাতৃহীন দীন অনাথের মত,
হে বিধাতঃ! নিমেষে যে ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

ব্রহ্মা। সত্য বৃহস্পতি! ষোড়শবৎসরব্যাপি
হরপার্ব্বতীর এই অবাধমিলনে,
সৃষ্টির সুষমা সব ধুয়ে মুছে যাবে,
রবে শুধু বিশ্বমাঝে ধ্বংসের প্রভাব।
তবুও যে করেছি স্বীকার, শুধু বৎস!
দানবের অত্যাচার করিতে দমন।

জেনো স্থির, কুমারের জন্মলাভ বিনা
তারক নিধনকার্য্য হবে না সাধন।

বৃহস্পতি। তাহ'লে কি হবে প্রভু?

ব্রহ্মা। মহাশক্তির এ দ্বন্দ্বে কি জানি কি হবে!

বৃহস্পতি। তবে কি দেখিতে হবে উদ্যোগবিহীন,
নিরুদ্বিগ্ন, উদাসীন বিশ্বের বিধাতা?

ব্রহ্মা। কি করিব, নিরুপায়; মহেশ্বর পাশে
শক্তিহীন চিরদিন বিধির বিধান।

(বেগে বসুমতীর প্রবেশ)

বসুমতী। বিধির বিধান যদি এত পঙ্গু হয়,
স্রষ্টা যদি সৃষ্টিকার্য্যে পরাঙ্মুখ রয়,
ত্রিভুবনে ঘটুক প্রলয়, স্বর্গভূমি—
দানবের হোক্ পদানত,
পৃথিবীর প্রতি পরমাণু—
কুজ্ঝটিকা, ভূকম্পনে, অগ্নি-উদ্গীরণে
ভস্ম হ'য়ে মিশে যাক্ দিগন্তের সনে,
রসাতলে দাবানল উঠুক্ জ্বলিয়া,
সমগ্র পৃথিবী আজ সমতল হ'য়ে
নীরব শ্মশান-ভূমে হোক্ পরিণত।
তবেই তো বিধাতার সার্থক্ সৃজন,
তবেই তো প্রভুধর্ম্ম অক্ষত তাঁহার।
হে আচার্য্য! কায নাই আর; এস সবে—
ত্রিলোকের নরনারী এক সাথে মিলি,
তুলি ক্ষীণকণ্ঠে দীন বিষাদরাগিণী,
ডুবে যাই নিখিলের নিবিড় আঁধারে।

ব্রহ্মা। বসুমতী! কেন মোরে কর অনুযোগ?
বৃথা এই অভিযোগ, আমার কি দোষ?

আমা হ'তে অসম্ভব শঙ্করশাসন।
অসাধ্যসাধনে কেহ কি সক্ষম কভু ?
বিভু বলে শক্তি তার নহে তো অসীম।

বৃহস্পতি। তা ব'লে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিতও তো নয়।

ব্রহ্মা। নিশ্চেষ্টও তো নহি আমি, শঙ্করের
রতিভঙ্গ তরে, ইন্দ্রাদিদেবতাগণে
পাঠায়েছি কৈলাস ভূধরে। আশা করি,
অচিরে ফিরিবে তারা সুসংবাদ ল'য়ে,
পাবে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

(ইন্দ্রাদিদেবতাগণের প্রবেশ)

ইন্দ্র। সর্ব্বনাশ, ঘটিল প্রমাদ !

ব্রহ্মা। কেন বৎস ! কি সংবাদ ?

ইন্দ্র। অতি শোচনীয়, নিদারুণ দুঃসম্বাদ ;
পদার্পণমাত্র হীন উদ্দেশ্য বুঝিয়া
শৈলসুতা ক্রোধভরে দিল অভিশাপ,
"দেবতা হইয়া—সুখে মোর বাধা দিয়া
যেই মহাপাপ তোরা করিলি সৃজন,
সেই পাপে আজি হ'তে
সমস্ত দেবতাগণ চিরদিন তরে
সন্তানসন্ততিলাভে হইবে বঞ্চিত"।

ব্রহ্মা। সত্যই জগতে আজ বিপ্লব আগত !
সত্যই সোণার রাজ্য ধ্বংসের কবলে !
কি করি, কি হবে ? কেমনে এ ত্রিভুবন
ঈশ্বরের লীলাভূমি আনন্দ-কানন,
আজিকার এ দুর্দ্দিনে নিরাপদে রবে ?

বসুমতী। নিরাপদ ? নিরাপদ চাহি না বিধাতা ;
আপদের কোলে
চিরতরে ফেলে দাও মোরে।

স্বৈশ্বর্য্যে নাহি আর মন ;
ঝঞ্ঝাবাত, ভূকম্পন—
এ সবতো নিত্যকার ভূষণ আমার ;
প্রতীকার নাহি চাহি আর ;
চাহি শুধু যুক্তকরে—জগতের আদি,
হে অনাদি, প্রভু, পরাৎপর !
ধর তুমি বিশ্বন্তর সংহারমূরতি,
সৃষ্টি,স্থিতি সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হ'য়ে যাক্ ।

ব্রহ্মা । পরিহর শোক বসুমতী ! মুছ আঁখি,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শক্তিদ্বয় একত্র মিলিয়া
এখনি শঙ্করশক্তি করিব লাঘব ।
ত্যজ ক্ষোভ, যাও বীরগণ ! অগ্নিদেবে
প্রদান' সংবাদ, পারাবতমূর্ত্তি ধরি—
পশি' ছদ্মবেশে—এখনি কৈলাসে,
করে যেন মহেশের প্রবৃত্তি হরণ ।

(দেবগণ চমকিয়া উঠিলেন)

নাহি চিন্তা, নাহি কোন উদ্বেগ কারণ,
শৈলসুতা সে সময়ে রবে অচেতন,
সে সুযোগে তুলে ল'য়ে সেই তেজোরাশি
রক্ষা করে অগ্নি যেন স্বগর্ভে ধরিয়া ।
আসি তবে, যাও ত্বরা—বিলম্ব না সয়,
পরে যা বিহিত হয় করিব বিধান ।
মনে রেখো—শঙ্করের এই শক্তিই
অচিরে দানবশক্তি করিবে দলন ।

[একদিকে ব্রহ্মা ও অপরদিকে অন্যান্যের প্রস্থান]

অষ্টম দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

[কুলুকুলুনাদিনী গঙ্গা ধীরভাবে বহিয়া যাইতেছে, তদীয়
উপকূলে স্তূপীকৃত শববণ, শূন্যে খণ্ড খণ্ড
মেঘ ঘুবিয়া বেড়াইতেছে]

কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। পাবি না, পারি না আর অসহ্য যাতনা!
দুঃসহ এ শৈবতেজ সহিতে না পাবি।
প্রাণ যায, জ্বলে যায; একে এই
অন্তর্দাহ, নিদারুণ জ্বালা, তায পুনঃ
পার্ব্বতীর তীব্র অভিশাপ। হায – হায!
কি কুক্ষণে ধবেছিনু কপোতেব বেশ,
কি কুক্ষণে পশেছিনু ধূর্জ্জটী-আবাসে,
কি কুক্ষণে বাধা দিযা পার্ব্বতীব সুখে
এই পাপ কুষ্ঠরোগ করিনু অর্জ্জন।
যাই এবে, গঙ্গাজলে পশিয়া নিভৃতে
শিব-বীর্য্য করিগে নিক্ষেপ, তাহ'লেই
পূর্ণকাম, যন্ত্রণার হবে অবসান,
মুক্ত হব মুক্তিস্নানে মহাপাপ হ'তে।
[গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান, বিপুল জলোচ্ছ্বাস,
উত্তালতরঙ্গভঙ্গ ও গুরু গুরু গর্জ্জন]

(মধ্যস্থলে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব)

গঙ্গা। কেরে, কেরে তুই পাযাণ নির্ম্মম!
নির্ম্মল জাহ্নবী-গর্ভে পশিয়া নিভৃতে,
ঢেলে দিলি প্রাণে মোর তীব্র বিষকণা,
জ্বেলে দিলি মর্ম্মান্তিক এ ভীম প্রদাহ?

আমি তো কাহারো সুখে দিই নাই বাধা,
আমি তো ভুলেও কারো অনিষ্ট করিনি !
আমি যে বিশ্বের হিতে জীবন উৎসর্গি,
মন্দাকিনী, ভাগিরথী, ভোগবতী রূপে
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে মুক্ত ত্রিধারায়
ধৌত করি নিখিলের শোক-তাপ-জ্বালা,
পাপী-তাপীগণে অঙ্কে ল'য়ে টেনে,
আপনার মনে—আনন্দে বহিয়া যাই
অনন্তের গাহি গান অনন্তের পানে।
এই কি সে সারল্যের যোগ্য প্রতিদান ?
এই কি সে মহত্ত্বের মধু পরিণাম ?
কোন কথা শুনিতে চাহিনা,
কোন দিক্ দেখিবার নাহি প্রয়োজন ;
করিলাম পণ,
বিশ্ব যদি ছারখারে যায়,
গঙ্গা যদি মরুভূমে পরিণত হয়,
সমগ্রদেবতা যদি রক্ষা কর ব'লে,
করযোড়ে - নতশিরে দাঁড়ায় সম্মুখে,
তবু মোর রোষবহ্নি—

অগ্নি। (জলমধ্য হইতে নির্গত হইয়া)
ক্ষমা কর জগতজননী !
যন্ত্রণা অসহবোধে বিধাতৃ-নিয়োগে
জেনে শুনে তব পদে অপরাধী আমি।

গঙ্গা। জেনে শুনে অপরাধ তবু ক্ষমা চাও ?
এত স্পর্দ্ধা, এত হীন দর্প-পরিচয়
রে অনল ! কোথা হ'তে করিলি সঞ্চয় ?
আজ তোর নাহি পরিত্রাণ;
গঙ্গার অপূর্ব্ব শক্তি এখনি ফুৎকারে
নির্ব্বাণ করিবে তোর প্রচণ্ড এ তেজ।

(ব্রহ্মার আবির্ভাব)

ব্রহ্মা। ক্ষান্ত হও ত্রিলোকতারিণী,
অগ্নি নয় অপরাধী, অপরাধী আমি।

গঙ্গা। এ কি কথা হে বিধাতা, একি প্রহেলিকা ?

ব্রহ্মা। নহে বৎসে! প্রহেলিকা, আমারি আদেশে
তব গর্ভে যেই শক্তি হ'য়েছে সঞ্চার,
জেনো তাহা মহা-অস্ত্র দানবসংহারে,
স্বর্গলক্ষ্মী-উদ্ধারের অনন্য-উপায়।

গঙ্গা। তবে কি এ শৈবতেজ প্রভু ?

ব্রহ্মা। অধীর হ'য়ো না বালা! বেশীক্ষণ আর
সহিতে হবে না তব যন্ত্রণার ভার,
অগ্নিগর্ভে কাল পূর্ণ হ'য়েছে তাহার,
অদ্যই প্রসূত হবে সেই বীরশিশু।

গঙ্গা। কিন্তু প্রভু! অসহ্য এ জ্বালা আমি
মুহূর্ত্ত যে সহিতে নারিব।

অগ্নি। যতই কঠোর হোক, দিনেকের তরে
বিধাতার অনুরোধ উপেক্ষা ক'রো না।

ব্রহ্মা। হে জাহ্নবী! স্বর্গলক্ষ্মী শক্র-পদানত,
দেবগণ নির্ব্বাসিত, ধর্ম্ম প্রপীড়িত,
নিষ্পেষিত দৈত্যকরে সতীর মর্য্যাদা।
তার চেয়ে এ জ্বালা কি এতই অসহ্য ?
সহ্যশীলা! সহ্য কর শঙ্করপ্রতাপ,
বিশ্বের বিপদ রাশি চূর্ণ হয়ে যাক্।

গঙ্গা। যান্ দেখি, যতক্ষণ পারি—
চেষ্টা করি শিবশক্তি ধরিতে জঠরে।

ব্রহ্মা। এস অগ্নি! এখনো বিশ্রাম নাই ;
চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার,
দেখি তার প্রতীকার কি করিতে পারি।

[অগ্নিসহ ব্রহ্মার প্রস্থান]

[গঙ্গাদেবীর গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জন, বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস, ভয়ঙ্কর গর্জ্জন ;
চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার, আকাশ হইতে খণ্ড খণ্ড
মেঘ যেন খসিয়া পড়িতেছে]

(কিয়ৎপরে আকাশে কৃত্তিকাপ্রমুখ ছয়টী
নক্ষত্রবধূর আবির্ভাব)

(গীত)

১ম নক্ষত্র। আজি, পূর্ণিমা নিশি শারদীয় শশী
জোছনার হাসি ম্লান !
২য় নক্ষত্র। আজি নিখিল ভুবন আঁধারে মগন
শিথিল মিলনগান !!
৩য় নক্ষত্র। বুঝি, বিরাট পাহাড় ভাঙ্গিয়া,
৪র্থ নক্ষত্র। বুঝি, অকুল পাথার মজিয়া,
৫ম নক্ষত্র। বুঝি, এ বিশালভূমি কবে মরুভূমি
স্মৃতিখানি শুধু রাখিয়া !
৬ষ্ঠ নক্ষত্র। ওযে, ওলট্ পালট্ যুগের ধরম
সত্য শুধুই নাম !!
সকলে। আজি পূর্ণিমা নিশি—

(গঙ্গাজলে এক স্বুবর্ণগোলক ভাসিতে লাগিল)

১ম নক্ষত্র। ওলো দেখ্ দেখ্, গঙ্গাতরঙ্গের সঙ্গে কি একটা আলোকময় স্বুবর্ণগোলক ভেসে যাচ্ছে।

২য় নক্ষত্র। তাইতো সখী ! কিন্তু কি বল্ দেখি ?

৩য় নক্ষত্র। আমার বোধ হয়, ওটা আপনি ভেসে যাচ্ছে নয়, গঙ্গা সৈতে না পেরে তরঙ্গে তরঙ্গে কিনারায় ঠেলে দিচ্ছেন।

৪র্থ নক্ষত্র। আমারও তাই বোধ হয়, দেখ্ছিস্ না—দেখ্তে দেখ্তে শরবণে গিয়ে ঠেক্‌লো।

৫ম নক্ষত্র। ওলো, আজ যে রকম দুর্দ্দিন, তাতে বোধ হয়—হয় কোন অস্থর, নয় তো কোন অবতার জন্মাবে।

(সেই সুবর্ণপিণ্ড ক্রমশঃ তরঙ্গে তরঙ্গে শরবণে স্থাপিত হইলে
তাহা হইতে গগনবিদারী বিরাট্ শব্দ সমুত্থিত হইয়া
এক নবকুমার সমুদ্ভুত হইল, চতুর্দ্দিক্ আলোকে
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, অপূর্ব্ব তেজস্বিতায়
সেই স্থান সুবর্ণময় হইয়া গেল।)

১ম নক্ষত্র। ওলো, সত্যিই এক ছেলে জন্মালো।

২য় নক্ষত্র। কাঁদ্‌ছে ভাই! চল্, কোলে নিই গে।

(কৃত্তিকাপ্রমুখ ছয়টী নক্ষত্রবধূর তথায় আগমন)

১ম নক্ষত্র। আমি ভাই! আগে কোলে নোব, আমি আগে দেখেছি।

২য় নক্ষত্র। আমি যে আগে বল্লুম।

৩য় নক্ষত্র। আমরা বুঝি কানা হ'যে ছিলুম?

(সকলেই সমান আগ্রহে শিশুকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট
হইলে শিশু ষণ্মুখ হইয়া তাহাদের স্তন্যপান করিল)

১ম নক্ষত্র। দেখ্ দেখ্ সখী! আমাদের ঝগ্‌ড়া দেখে শিশুকুমার ছয়টী মুখ বার করে একসঙ্গে সকলেরই স্তন্যপান কর্‌ছে।

সকলে। ওমা, তাইতো—তাইতো।

১ম নক্ষত্র। বাস্তবিক সকলই অদ্ভুত, নিশ্চয়ই এ বালক কোন অবতার হবে।

(গঙ্গাদেবীর পুনরাগমন)

গঙ্গা। একি শব্দ ভয়ঙ্কর গগনবিদারী!
জনমিল বুঝি তারকারি,
মুছাইতে আঁখিবারি ত্রিলোকবাসীর।
দেখি, দেখিলো ভগিনী, কেমন কুমার!
(শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া)
আহা! অপূর্ব্ব এ রূপ,
দেখে যেন নয়ন জুড়ায়,
পরিতৃপ্ত হয় নারীর জীবন।

কৃত্তিকা লো ! কি কহিব, এ পুত্র আমার ;
দেখেছ নিশ্চয়, আমিই তরঙ্গ-ভঙ্গে
সহিতে অক্ষম হ'য়ে এই তেজোরাশি
শরবণে করেছি নিক্ষেপ ?

(অগ্নির প্রবেশ)

অগ্নি। না জাহ্নবী !
এ পুত্র তোমার নয়, এ পুত্র আমার ,
আমিই নির্দ্দিষ্টকাল স্বগর্ভে ধরিয়া,
সহিয়া অসীম জ্বালা, তোমারি সমক্ষে
এই শক্তি তব গর্ভে করেছি সঞ্চার ।
দাও দেবী ! বক্ষে দাও সন্তানে আমার,
ভুলে যাই অতীতের সে সব যাতনা ।
(কুমারকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

(ব্যোমযানে হরপার্ব্বতীর আগমন)

পার্ব্বতী। প্রভু ! ওখানে অত লোকসমাগম কেন ?

মহাদেব। শরবণে এক পুত্র উৎপন্ন হ'য়েছে, তাই নিয়ে সকলের বিবাদ হ'চ্ছে। এস, আমরাও ওইখানে উপস্থিত হই ।

(বিমান হইতে অবতরণ)

অগ্নি। (পার্ব্বতীকে পুত্র দিয়া) ভগবতী !
এই নিন্ আপনার আনন্দদুলাল ।

পার্ব্বতী। (সবিস্ময়ে) এ কি হে রহস্য প্রভু ?

মহাদেব। না প্রিয়ে ! রহস্য নয় ;
সত্যই এ শক্তিধর তোমারি নন্দন ।

পার্ব্বতী। আমারি নন্দন যদি হবে,
কেন তবে গর্ভে মোর না লভি' জনম,
শরবণে আসিল ভাসিয়া ?

মহাদেব। শুন তবে আদ্যাশক্তি !
এই পুত্র তব গর্ভে জন্মিত যদ্যপি,
তাহ'লে কি প্রিয়তমে ! এই শক্তিধর
শুধুই দানবশক্তি করিয়া দমন,
ক্ষান্ত হবে রণোদ্যম হ'তে ? তাই বিধি—
পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া, দেবগণে
অক্ষত রাখিতে, করিল উপায় স্থির ;—
শরবণে কুমারের হইলে জনম,
সব দিক্ রক্ষা হবে, কার্য্যোদ্ধারও হবে।
আরও শুন সুসংবাদ দেবী, অগ্নিগর্ভে
বসবাসহেতু, "অগ্নির তনয়" ব'লে
এই পুত্রে জানিবে সকলে। সুরধুনী !
বালকের তুমিও জননী, সে কারণ
নাম তার আজি হ'তে হইল "গাঙ্গেয়" !
কৃত্তিকাপ্রমুখ অয়ি তারাবধূগণ !
পুত্রে মোর করেছ যতন, স্তন্যদানে
রেখেছ জীবন তার, করি আশীর্ব্বাদ—
আজি হ'তে এই পুত্র "কার্ত্তিকেয়" নামে
ত্রিভুবনে হউক প্রচার। যাও সবে
সন্তুষ্ট হইয়া, বালকের শিক্ষাভার
ন্যস্ত থাক্ ধূর্জ্জটীর শিরে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বতশ্রেণী।

চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার, প্রস্তরোপরি এলায়িতবেণী
একাকিনী দেবসেনা উপবিষ্টা।

(গীত)

দেবসেনা। আমি, পাবনা কি তাঁরে জনমে ?
এ জীবন যেগো ! বৃথা ব'য়ে যায়
আকাশকুসুম বেয়ানে !!
যেজন নাশিবে দানবশক্তি
মুক্ত করিবে স্বরগলক্ষ্মী
সে জন আমার আমি দাসী তাঁর
বাঁধা রব' বধু চরণে !!
আশাপথ চেয়ে দিন চ'লে যায়,
প'ড়ে থাকি শুধু একা নিরালায়,
ওপারেতে সুখ ভাবি' ফাটে বুক
দুঃখ এসে ডাকে মরণে !!
কবে আর পাব দরশন তাঁর
কবে আর দিব প্রাণ উপহার
কবে আর তাঁরে বাঁধি বাহুডোরে
রাখিব হৃদয়ে গোপনে !!

দৈববাণী। "ব্রহ্মার মানসকন্যা অয়ি দেবসেনা !
বিরহবেদনা তব সহিতে হবে না ;
শরজন্মা, ষড়ানন, পার্ব্বতীনন্দন
দানবীয় সৈন্যগণে করিয়া সংহার,
অবিলম্বে স্বর্গরাজ্য করিবে উদ্ধার।"

(দৈত্যসেনাপতি গ্রসনের প্রবেশ)

গ্রসন। দুৰ্দ্ধর্ষ এ দৈত্যশক্তি করিয়া সংহার,
কার সাধ্য স্বর্গরাজ্য করিবে উদ্ধার ?
(সহসা দেবসেনাকে দেখিয়া)
একি, কে এই রমণী ! এলায়িতবেণী,
বিষাদে আনতমুখ, সজলচাহনী,
ব'সে আছে একাকিনী আশাপ্রতীক্ষায় ?
সত্যই অপূর্ব্ব নারী, যে উপায়ে পারি—
ল'য়ে যাব এ কুসুমে রাজসন্নিধানে,
দিব তাঁর চরণসরোজে উপহার,
বহুমূল্য রত্নরাজি পাব পুরস্কার,
ধন্য হব, প্রজা আমি রাজ-আশীর্ব্বাদে।
[দেবসেনার অন্তর্ধান]
কই, কই, কোথা গেল এ অপূর্ব্ব নারী ?
পরিহরি সান্নিধ্য আমার—কোথা গেল,
কোথায় লুকালো ?
(উন্মাদ আগ্রহে পর্ব্বতসন্নিধানে গমন)
কই, এখানেতো নাই !
তবে কি পর্ব্বতশৃঙ্গে করিল প্রয়াণ ?
দেখি তার নানাস্থান সন্ধান করিয়া।

দৈববাণী। সাবধান দৈত্যসেনাপতি ! নিয়তির
কঠোর আহ্বানে, অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে
আপনার সীমাপথ ক'রোনা লঙ্ঘন।
তারক-নিধনতরে যেই শক্তিধর—
শরবণে লভেছে জনম, জেনো মূর্খ !
এ রমণী তাঁরি পত্নী—নাম দেবসেনা।

গ্রসন। পরিচয়ে নাহি প্রয়োজন ; বৃথা দম্ভ,
আস্ফালন, সগর্ব্ব বচন, বহুবার

করেছি শ্রবণ ; আর নাহি চাহে মন,
শুনিবারে দেবতার অশরীরি-বাণী।
শুন ওহে অলক্ষ্যবিহারী ! বাধা দিতে
যদি থাকে মতি, প্রত্যক্ষ আসিতে যদি
নাহি হয় ডর, এস তবে শক্তিধর !
সম্মুখসমরে লভি বিজয়গৌরব।
কই, আসিলি না ? দেখ্ চেয়ে তবে ভীরু !
তোরই সমক্ষে হরি' এ অপূর্ব্ব নারী,
লয়ে যাই তারকের সিংহাসনপাশে।

(ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃহস্পতির আশ্রম।

বৃহস্পতি ও কার্ত্তিক।

বৃহস্পতি। হে কুমার ! শাস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ তোমার ;
চতুর্দ্দশবিদ্যা যাহা ছিল অধিকারে,
সকলি তোমারে সাদরে করিনু দান।
এবে মতিমান, যাও পিতার সকাশে,
শিক্ষা কর মল্লযুদ্ধ—অস্ত্রের প্রয়োগ ;
পিনাকীর ধনুর্ব্বেদ, সংগ্রামকৌশল
পার যদি বীরদর্পে আয়ত্ত করিতে,
তবেই বুঝিব বৎস ! বিশ্বজয়ী তুমি।

কার্ত্তিক। হে গুরু, হে বৃহস্পতি ! শিক্ষালাভকালে
কৃতিত্ব যদ্যপি কিছু দেখাইয়া থাকি,
সেতো গুরু ! তোমারি মহিমা ! তুমি মোরে

দিয়েছ চেতনা, তুমিই করুণা ক'রে—
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় অজ্ঞানতিমিরে
দেখায়েছ প্রতিভার অপূর্ব্ব আলোক,
তোমারি শিষ্যত্ব লভি জীবন আমার
হইয়াছে অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডার।
হে বাণীর শ্রেষ্ঠ অবতার! ধরি বক্ষে
চরণ তোমার, কর আশীর্ব্বাদ—
শিষ্য যেন ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী হয়। (পদধারণ)

বৃহস্পতি। ওঠ বৎস! ওঠ প্রিয়তম! শঙ্করের
পুত্র তুমি, পার্ব্বতীর অঞ্চলের ধন,
এ কথা কি ভুলে গেছ সর্ব্বস্বরতন?
দীপ্ত-হুতাশন-গর্ভে লভিয়া বসতি
দুর্নিবার যেই শক্তি ক'রেছ সঞ্চয়,
ত্রিলোক যদ্যপি তার বিপক্ষেও রয়,
তথাপি নিশ্চয় জেনো হে বীরপুঙ্গব!
অক্ষত রহিবে তব বীরত্ব গৌরব।
যাও বৎস! শিক্ষা অন্তে পিতার ভবন;
স্নেহ-নিদর্শন আর কি দিব তোমায়,
এই লও গুরুদত্ত দণ্ড উপহার,
যাহার প্রভাবে হবে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। (দণ্ডদান)

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। আমিও এসেছি পুত্র! উন্মাদ আবেগে
আনন্দে অধীর হ'য়ে সস্নেহচুম্বনে
বিজয়ী পুত্রের শিরে আশীষ অর্পিতে।
এই লও প্রাণাধিক! দিব্য কমণ্ডলু,
যাহার প্রভাবে চির অশান্তি দলিয়া
ত্রিভুবনে পুনরায় শান্তি বিরাজিবে।
(কমণ্ডলুদান, মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন)

কার্ত্তিক। মাগো! কৃপা ক'রে এসেছ যখন, দাও
শিরে শ্রীচরণধূলি, তব আশীর্ব্বাদে
পিতৃগুণে যেন হই পূর্ণ অধিকারী।
গঙ্গা। কেন বৎস! হতেছ আকুল; নিজগুণে
হবে তুমি, নিঃসন্দেহে ত্রিভুবনজয়ী।
কার্ত্তিক। আসি তবে জননী গো! প্রণাম চরণে।
গঙ্গা। এস বৎস! ধন্য হও কৃতিত্ব অর্জ্জনে।
[কার্ত্তিকের প্রস্থান]

(অপরদিক্ হইতে অগ্নির প্রবেশ)

অগ্নি। ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস বুঝি হয় ত্রিভুবন।
বৃহস্পতি। কেন, কেন, কি হ'য়েছে দেব বৈশ্বানর?
অগ্নি। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে সাধন,
দৈত্যসেনাপতি দুর্দ্ধর্ষ গ্রসন—
দেবসেনা করিতে হরণ,
ভীষণ শার্দ্দুল সম
ঘুরিতেছে নিরন্তর পশ্চাতে তাহার;
বুঝি আর বালিকার নাহি পরিত্রাণ,
বুঝিবা কুমারীপ্রাণ মর্য্যাদা হারায়ে
চিরতরে দৈত্যকরে কলুষিত হয়।
গঙ্গা। তাহে কেন ক্ষোভ মনে?
এসেছ তো ফিরে—অক্ষতশরীরে
কুলের গৌরবলক্ষ্মী ডালি দিয়ে
দানবচরণে। ধন্য তুমি, ধন্য তব
অপার মহিমা! অমৃত করিয়া পান,
লভিয়া চক্রীর দান,
সার্থক্ অমর নাম করেছ অর্জ্জন।
বৃহস্পতি। কেন দেবী! দাও মনস্তাপ?
পাপ যবে মূর্ত্তিমান্ হয়,

অধর্ম্ম যখন—
ঔদ্ধত্যের গর্ব্বশিরে করে আরোহণ,
তখন তাহার গতি
রুদ্ধ করে সাধ্য আছে কার ?
কর্ম্মফল নিয়ন্তা সবার,
নিজের জীবন—
নিজে যদি না করে হনন,
কার শক্তি—তার পাশে অগ্রসর হয় ?

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। সত্য বৃহস্পতি !
বিধিলিপি কর্ম্মের অধীন,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর
কেহ নহে শক্তিধর,
সর্ব্বশক্তি মূলাধার শুধু কর্ম্মফল।
কর্ম্মফলে ওঠে জীব উন্নত শিখরে,
কর্ম্মফলে পড়ে পুনঃ গভীর কর্দ্দমে।

গঙ্গা। জনার্দ্দন ! জনার্দ্দন ! ধরি শ্রীচরণ,
বল—কবে হবে দানব দলন ?
কবে হবে এ রাক্ষসী দুর্দ্দশা মোচন।

বিষ্ণু। ত্যজ চিন্তা, নাহিকো বিলম্ব আর ;
ত্রিলোকের পাপভার পূর্ণ এতদিনে।
চল যাই ব্রহ্মার সদনে,
তাঁহারে অগ্রণী করি কার্ত্তিকেয় বীরে
আসন্ন সমরে—সৈনাপত্যে করি অভিষেক।
এস অগ্নি !
তোমারি প্রদত্ত শক্তি অস্ত্রের প্রহারে,
সমরে তারকাসুর হইবে নিহত।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

দৈত্যরাজসভা।

দৈত্যরাজ তারক সিংহাসনে উপবিষ্ট, উভয়-পার্শ্বে জম্ভ, কুজম্ভ, বাণ, মহিষ প্রভৃতি অসুরসৈন্যাধ্যক্ষগণ দণ্ডায়মান।

তারক। শোন সেনাপতিগণ!
তোমাদের প্রচণ্ড বিক্রমে
নির্ব্বাসিত দেবগণ স্বর্গরাজ্য হ'তে,
তোমাদেরি দুরন্ত প্রতাপে
অমর হ'য়েও তারা থরহরি কাঁপে।
সুখ নাই, শান্তি নাই, চির অনশন,
হাহাকারে বনে বনে করিছে রোদন,
অপমানে উত্তমাঙ্গ তুলিতে পারে না,
তবু স্বর্গজয়আশা, উদ্দাম-বাসনা।

জম্ভ। বার বার করি পলায়ন,
পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে ভঙ্গ দিয়া রণে
কলঙ্ক-কালিমা কুলে করিয়া লেপন,
এখনো কি মূর্খ দেবরাজ—
আশা করে অসি করে পশিতে সমরে?

কুজম্ভ। জানে না কি সে অধম,
হীন বজ্র তার—সহিতে না পারে আর,
ক্ষুরধার দৈত্যের প্রতাপ?

মহিষ। এখনো কি বোঝে নাই সেই ঘৃণ্য পশু,
স্বর্গরাজ্যে নাহি তার,
প্রবেশের ক্ষীণ অধিকার।

বাণ। তা যদি বুঝিত, তাহ'লে শিশুরে এক
সেনাপতি কবি, আনিত না বলি দিতে
মাতৃক্রোড হ'তে তারে বিচ্ছিন্ন করিয়া।

তারক। শোন বলীশ্রেষ্ঠ বাণ! লয়েছি সন্ধান
আমি, কেবা সেই শিশু—কাহার সন্তান।
ভগবান্ শঙ্করের নিক্ষিপ্ত শকতি,
যোগ্যকাল অগ্নিগর্ভে করিয়া বসতি,
শরবণে লভেছে জনম, সে এখন
স্বর্গজয়-আশে, ক্রৌঞ্চ-শৈল-সানুদেশে
শিখিতেছে পিতৃপাশে অস্ত্রের প্রয়োগ,
সুযোগ বুঝিয়া যদি সৈন্যদল ল'য়ে
পার আজি নাশিতে তাহারে, জেনো বীর!
বহুমূল্য রত্নহারে ভূষিব তোমায়।

বাণ। আসি তবে দৈত্যরাজ! সিংহাসনে বসি
এখনি শুনিবে তুমি আনন্দ সংবাদ।
[অভিবাদন করিয়া প্রস্থান]

(নিয়তির প্রবেশ)

(গীত)

নিয়তি।

আলোক আঁধার জীবন মরণ মিথ্যাস্বপন অভিনয়!
কার যে কখন প্রভাত-জীবন, কার যে কখন সন্ধ্যা হয়!!
কেউ বা হাসে সুখের কোলে
কেউ বা ভাসে অগাধ জলে
নিখিল জীবন কর্ম্মফলে—চলে সব সময়!
শিশুর খেলা—যুবার মেলা,
বৃদ্ধের আশা চড়বো দোলা,
সত্ত্ব-রজঃ-তম এ তিন দশা পরিচয়!
ওঠা নামা—নামা ওঠা নিতুই বিনিময়!!

তারক। এ কি, কেবা এই নারী ! চকিতে নেহারি—
প্রাণ মোর উঠিল শিহরি !
কেন বা এ সিংহাসন,
আমার সাধনালব্ধ সগর্ব্ব-আসন,
তুচ্ছ এই নারী-আগমনে
অকস্মাৎ উঠিল টলিয়া ?
বল, বল ত্বরা, কে তুমি রমণী ?

নিয়তি। তোমার নিয়তি।

তারক। (সিংহাসন হইতে লম্ফ দিয়া)
আমার নিয়তি ? আমার নিয়তি আমি ,
কেবা তুমি হেন শক্তিময়ী, বিশ্বজয়ী
প্রভুত্বে আমার—হানা দিতে এসেছ রাক্ষসী ?
পাপিয়সি ! ইষ্টনাম কর্‌লো স্মরণ।
[তারকের অসিহস্তে ধাবন ও নিয়তির অন্তর্ধান]
একি, কোথা গেল, আমার জীবনীশক্তি
করিয়া হরণ, ব্যর্থ করি মোর পণ,
কোথা নারী পলকে করিল পলায়ন ?
একি, একি অশুভ দর্শন !
চতুর্দ্দিকে হেরি ঘোর অমঙ্গল ছায়া,
যেন—কায়া ছাড়ি যেতে চায় মন।
তবে কি শিথিল আজ বন্ধন আমার ?
কখনো না, কখনও সম্ভবে না ;
ত্রিভুবনে কেহ নাহি হেন শক্তিধর,
ধরে অস্ত্র আমার বিপক্ষে।
যাও বীরগণ ! সংগ্রামের কর আয়োজন ;
রণোন্মত্ত তারকের ক্ষিপ্তরোষানলে
অকালে প্রলয় আজ হউক সৃজন।
[একদিকে তারক ও অন্যদিকে অপরের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

ক্রৌঞ্চপর্ব্বত।

মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত মহাদেব ও কার্ত্তিক, কিয়ৎপরে
অদূরে শৈলসন্নিধানে সসৈন্য
বাণের প্রবেশ।

বাণ। সাবধান সৈন্যগণ!
যতক্ষণ নাহি হয় শিক্ষা-সমাপন,
যতক্ষণ ত্যজিয়া কুমারে—
ত্রিপুরারি স্থানান্তরে না করে গমন,
ততক্ষণ এস এই শৈল-অন্তরালে
সঙ্গোপনে করি অবস্থান, জেনে রেখো—
সংহারীর উদ্ধত কৃপাণ—
সন্ধান যদ্যপি পায়,
আমাদের আগমন—গূঢ় অভিপ্রায়,
তাহ'লে নিশ্চয় তাঁর দীপ্ত-রোষানলে
মত্তমদনের মত—
চক্ষের পলকে মোরা হব' ভস্মীভূত।

১ম সৈন্য। এই চুপ্—চুপ্!

২য় সৈন্য। খবদ্দার, কেউ গোলমাল করিস্‌নে, সব আস্তে আস্তে আয়।

(সকলের পর্ব্বত-অন্তরালে অবস্থিতি।)

মহাদেব। (মল্লশিক্ষা সমাপনান্তে)
প্রাণাধিক! সিদ্ধ তব শক্তির সাধনা;
অস্ত্রশিক্ষা, ধনুর্ব্বেদ, মল্লের কৌশল
যাহা কিছু আছে বিশ্বে বীরত্ব বৈভব,
সকলি অবাধে তুমি আয়ত্ত করিলে।

এবে এই শৈবধনুঃ করিয়া গ্রহণ,
শৈলবক্ষঃ লক্ষ্য করি হানি তীক্ষ্ণবাণ,
কর বৎস শিক্ষা অবসান ; কিন্তু জেনো—
ব্যর্থকাম হও যদি ক্রৌঞ্চ-বিদারণে,
কীর্ত্তি তব চিরতরে মসীলিপ্ত হবে ;
জয়লক্ষ্মী বাঁধা রবে শত্রু-পদতলে।

কার্ত্তিক। (পিতার চরণধূলি মস্তকে লইয়া)
পিতা, পিতা, সিদ্ধিদাতা জনক আমার !
তুমি যার শিক্ষাভার করেছ গ্রহণ,
তার শক্তি তুচ্ছ এই ক্রৌঞ্চ-বিদারণে
কভু নাহি হবে পরান্মুখ। আমি জানি-
মহেশ্বর মহাবীর্য্যে জনম আমার,
মাতা মোর আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী,
আমি যদি ইচ্ছা করি,
সংহারমূরতি ধরি
নিমেষে করিতে পারি ত্রিলোকবিজয়।
মৃত্যুঞ্জয় ! কালক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন,
তব নাম করিয়া স্মরণ, হের', ত্রিলোচন !
সদ্য: করে করে পুত্র ক্রৌঞ্চ-বিদারণ।

(শরাঘাতে ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বত বিদীর্ণ হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিল, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল এবং আকাশ হইতে দুন্দুভিধ্বনি সহ কুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইল)

দৈববাণী। ধন্য, ধন্য তুমি বিজয়ী কুমার !

মহাদেব। পুত্র ! পুত্র ! বীরশ্রেষ্ঠ সন্তান আমার !
বক্ষে এস, কর মোরে আলিঙ্গন দান।

(আলিঙ্গন করণ)

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। হে সংহারি ! পদে ধরি,
কর আজ বাসবে সংহার ।

মহাদেব। এ কি কথা কহ দেবরাজ !
অকস্মাৎ কেন আজ হেরি ভাবান্তর ?

ইন্দ্র। অকস্মাৎ ? অকস্মাৎ নহে হে শঙ্কর !
যুগব্যাপি করেছি সমর,
প্রাণপণে সাধিয়াছি স্বরাজ্য রক্ষিতে ,
তার ফলে দিছি তুলে স্বাধীনতা ধন,
স্বরগের সিংহাসন শক্রপাদমূলে ।
কুলের কামিনী—
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা রাজার গৃহিণী,
না জানি নীরবে কত সহে অত্যাচার,
ব্যভিচারী দানবের পাপ-সহবাসে।

(বলিতে বলিতে কণ্ঠরোধ হইল)

মহাদেব। কি কহিলে ? ইন্দ্রাণীর প্রতি অত্যাচার ?
নাহিকো নিস্তার আর, সংহার—সংহার !

[সংহারমূর্ত্তি ধারণ]

(ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বেগে উভয়দিক্ হইতে প্রবেশ করিয়া)

উভয়ে। হে সংহারি ! ক্ষান্ত হও ত্রিলোক সংহারে ;
তুচ্ছ এক দানবেরে করিতে দমন,
ক্রোধবশে—হিতাহিত জ্ঞানহারা হ’য়ে,
শঙ্কর ! স্বধর্ম্ম ভুলে
দিও না হে সৃষ্টি-স্থিতি ধ্বংসে বিসর্জ্জন।

[মহাদেবের উভয়পার্শ্ব ধারণ]

(অগ্নি ও নারদ প্রবেশ করিয়া)

উভয়ে। রাখ প্রভু! রাখ ভগবান্!
"সদাশিব" নাম তব আজি অব্যাহত।

(মহাদেবের পদদ্বয় ধারণ)

কার্ত্তিক। (জানু পাতিয়া) পিতা! পিতা!

মহাদেব। বুঝেছি তনয়!
ইচ্ছা তব তুমি কর স্বর্গরাজ্যজয়;
বেশ যাও,—অনুমতি দিলাম সানন্দে।
হে রাজন্! পুত্রে মোর করহ গ্রহণ,
দেবকার্য্যসাধনের তরে
অর্পিলাম তব করে নন্দনে আমার।
যাও বৎস! কর এবে ত্রিদিব উদ্ধার।

ব্রহ্মা। উদ্দেশ্য সফল, যাও হে গোলকপতি!
নাশিতে দানবে—দেব-সেনাপতি পদে
শম্ভুসুতে এই দণ্ডে করহ বরণ!

বিষ্ণু। (কুমার সন্নিধানে গমন করিয়া)
হে কুমার! পাপভার বৃদ্ধি হয় যবে,
অধর্ম্মের ভরা যবে দুকুল প্লাবিয়া,
ভাসাইয়া দিতে চায় ধর্ম্মের প্রভাব,
তখন সে দৃপ্তশক্তি করিতে দমন,
নবশক্তি সৃজনের হয় প্রয়োজন।
সে কারণ—নিখিলের শক্তি-সমন্বয়ে
ঈশ্বর ঔরসে তব হয়েছে জনম।
এস বীর! এস পুত্র—শিষ্য পিনাকীর!
আজি হ'তে দেবসৈন্য করিতে চালনা,
সেনাপতি পদে তোমা করিনু বরণ।

কার্ত্তিক। ধন্য আমি,—সার্থক জীবন,
দেবতার রক্ষীরূপে আজি নারায়ণ,
বরণ করিল মোরে সেনাপতি পদে।

অগ্নি। প্রাণাধিক! প্রিয়তম!
দেবের বাঞ্ছিতধন! সর্ব্বস্বরতন!
এই লও অগ্নিদত্ত শক্তি প্রহরণ
যার বলে হবে তুমি তারক-বিজয়ী।
(শক্তিঅস্ত্রদান)

কার্ত্তিক। (গ্রহণান্তে) প্রণমি চরণে পিতঃ!
জননীর মত স্বীয় জঠরে ধরিয়া,
তুমিই করেছ মোর গঠিত শরীর;
তোমারি অনন্তশক্তি হৃদয়ে লভিয়া
হ'য়েছি হে ক্রৌঞ্চভেদি বিশ্বজয়ী বীর।
আজি পুনঃ তব দত্ত শক্তির সহায়ে
বীরদর্পে পশিব সমরে,
নাশিব অরাতিকুল,
করিব স্বরগরাজ্য স্বাধীন আবার।

ইন্দ্র। (গলদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া)
হে কুমার! রাজ্যরক্ষী হিতৈষী আমার!
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা কেমনে জানাব?
তোমার এ অযাচিত মহা-উপকারে
চিরদিন বাঁধা রব' চরণে তোমার,
এর চেয়ে—আর কি বলিতে পারি
আমি কুলাঙ্গার।

কার্ত্তিক। কিছু নাহি বলিবার রাজা!
কালজয়ী সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। দুঃখ বৃথা,
অচিরে হইবে তব অরাতিনিধন।

ব্রহ্মা। যাও বৎস! বিলম্ব ক'রো না তবে আর,
জননীর পাদপদ্মে করি প্রণিপাত,
ল'য়ে এস অনুমতি—আশীর্ব্বাদ তাঁর।

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্বতী। তার জন্য অপেক্ষার নাহি প্রয়োজন;
বীরপুত্র যদি মোর কবে আকিঞ্চন,
জন্মভূমি—স্বাধীনতা করিতে রক্ষণ,
সেতো প্রভু! আমারি গৌরব।
এস পুত্র! এস মোর বিজয়ী নন্দন!
নিজ হাতে বীরসাজে সাজায়ে তোমারে,
আজি এই শুভক্ষণে—
মাতৃত্বের পূর্ণ সুখ করি আস্বাদন।

(ময়ূরসহ গরুড়ের প্রবেশ)

গরুড়। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী হে ক্রৌঞ্চ-বিদারী!
পদে ধরি—করি হে মিনতি,
অনুমতি দাও আজ অকৃতী গরুড়ে,
সে যেন অবাধে পারে দিতে উপহার,
প্রাণ খুলে ভক্তি-অর্ঘ্য চরণে তোমার।

কার্ত্তিক। ভাগ্যবান্ পক্ষিরাজ, বৈকুণ্ঠবাহন!
অকপটে কহ মনোভাব; জেনো স্থির—
লইব ভক্তের দান নতশিরে আমি।

গরুড়। লহ তবে ভক্তসখা! ভক্তের নৈবেদ্য—
স্নেহসার সন্তানে আমার, আজি হ'তে
ও রাঙা চরণতলে বাহন করিয়া।
আজি এই ময়ূরে চড়িয়া—শক্তিধর!
সংগ্রামে প্রস্তুত হও, শক্তির সহায়ে
স্বর্গরাজ্য কর নিরাপদ; জাতি, ধর্ম্ম
রক্ষা কর, মুক্ত কর সতী-অপমান।

(বেগে স্বর্গলক্ষ্মীর প্রবেশ)

স্বর্গলক্ষ্মী। তিলমাত্র বিলম্ব ক'বো না, ছুটে যাও—
এখনি সসৈন্যে কর স্বর্গ আক্রমণ।

(নেপথ্যে সমরবাদ্য, কার্ত্তিকের ময়ূরে
আরোহণ ও নিয়তির প্রবেশ)

নিয়তি। এস বীর! আমি তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।
কার্ত্তিক। কে আপনি?
নিয়তি। তোমার নিয়তি। [সকলের প্রস্থান]

———

পঞ্চম দৃশ্য।

স্বর্গবন।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে বিস্রস্তবসনা
ত্রস্তা দেবসেনার প্রবেশ।

দেবসেনা। আর যে পারি নে আমি রাখিতে জীবন,
আর যে চরণ মোর চলিতে পারে না,
কোথা তুমি গতি, প্রভু, আরাধ্য আমার!
বুঝি আর এ জনমে হ'ল না মিলন।
ওই আসে, ছুটে আসে ধরিতে আমারে,
রক্ষা কর, রক্ষা কর কে আছ কোথায়?
সতী নারী শত্রুকরে মর্য্যাদা হারায়।

(সশস্ত্র গ্রসনের প্রবেশ)

গ্রসন। বিফল চীৎকার;
এই আমি করিলাম বাহুর প্রসার,
দৈত্যরাজ-অঙ্কলক্ষ্মী করিতে তোমারে।

(সশস্ত্র গণদেবতাগণের প্রবেশ)

গণদেবতা। তার পূর্ব্বে ধরাবক্ষঃ করিয়া চুম্বন,
দৈত্যাধম! নিজ প্রাণ দাও বিসর্জ্জন।
[গণদেবতা কর্ত্তৃক গ্রসনের কেশমুষ্টিগ্রহণ ও শিরচ্ছেদন]

(গাহিতে গাহিতে নিয়তির প্রবেশ)

(গীত) *

নিয়তি। কারণ সলিলে জনম আমার ব্রহ্মার তপোবলে!
জীবন আমার পূর্ণ নিয়ত অমৃত ও হলাহলে!!
মেঘ হ'য়ে আমি আকাশেতে উঠি জল হ'য়ে পড়ি ঝ'রে
কখনো আবার আগুনের শিখা জ্ব'লে উঠি দপ্ ক'রে
চন্দ্র, তপন—আমার নয়ন, চিরদিন ধ'রে জ্বলে!!
রাত্রি আমার কুন্তল জাল দিবস আমার হাসি;
সৃজন-পালন-সংহাররূপে ঘুরি আমি দিশিদিশি,
জীবন-মরণ, ত্যাগ-প্রলোভন, আমারি চাতুরীছলে!!
যে বুকেতে করি অনন্ত স্নেহে তনয়ে স্তন্যদান,
সেই বুকে ধরি মুণ্ডের মালা করিতে রক্তপান,
আমি উৎসবে থাকি পুলকে মিশিয়া শ্মশানে অশ্রুজলে!!

(গীতান্তে দেবসেনাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া)

ওঠ বোন্! ক'রো না ক্রন্দন:
জীবনবল্লভ তব গিয়াছে সমরে,
নাহি চিন্তা—আশা তব পূরিবে অচিরে।

দেবসেনা। দিদি! দিদি! তুমি কি তা' স্বচক্ষে দেখেছ?

নিয়তি। এস বোন্! তুমিও দেখিবে এস: একাধারে
সৌন্দর্য্য ও বীরত্বের পূর্ণ সমাবেশ,

---

* কবিরাজ মহাশয় "আঁদি" না করিলেই নয়, এই গীতটী তাঁহারই রচিত।

মৃদুতা ও কাঠিন্যের মধু সমন্বয়,
তুমি কেন প্রত্যক্ষ না হেরি'
না করিবে সার্থক জীবন ?

দেবসেনা। দিদি ! বিধিলিপি কর্ম্মের অধীন ,
কর্ম্মভূমি—সব চেয়ে বড়,
কর্ম্মফল অবশ্য ফলিবে,—
এ কথা যথার্থ মানি। নহে আজ
তারক অসুর, কঠোর তপস্যা ক'রে
লভেছিল যেই উচ্চ সিংহাসন,
তাহ'তে পতন হবে তার—
এ কথা কি ভেবেছিল কেহ ?

নিয়তি। সত্য বোন্ ! ভাবে নাই কেহ ,—
কিন্তু এই বা কে ভেবেছিল,—
অসুর তারক তপস্যা করিয়া
করিবে স্রষ্টার হৃদে আতঙ্ক সঞ্চার ?

দেবসেনা। তাহার সে আত্মত্যাগ, বিপুল সাধনা—
হ'ত না বিফল দিদি ! তাই প্রজাপতি
সৃষ্টি তাঁর অক্ষত রাখিতে,
অবাধে দিলেন বর—সে যাহা চাহিল।
কিন্তু মুগ্ধ সে দানব—
না চিনিল আপনার হিত,
না বুঝিল কিবা শ্রেষ্ঠপথ,
ডুবিল—মরিল শুধু আপনার ভুলে।

নিয়তি। বোন্ ! এই ছিল তার কর্ম্মফল ;
এই বিধিলিপি—ইহাই নিয়তি
এরই প্রতাপে—
ওঠে পড়ে হাসে কাঁদে নিখিলের জীব;
এরই প্রভাব—

অতি স্পষ্ট জ্বলন্ত অক্ষরে
লেখা থাকে নিখিলের ভালে ;—
মুছিবার নহে তাহা, মুছাইবারও নয়।

দেবসেনা। সব জানি ; কিন্তু দিদি বড়ই আক্ষেপ,
জেনে শুনে এ সব বারতা,
দেবতা দেবত্ব ত্যজি—
ভুলে যায় যদি কর্ত্তব্য আপন,
না করেন ধর্ম্মরক্ষা—স্বাধীনতা পণ,
তবে আর স্থান কোথা তার ?
এ জগতে একমাত্র সার,
জীবে দয়া—সত্যের সন্ধান,
প্রিয়জনপ্রীতি- আত্মার উন্নতি ;
এটুকু পালনে যদি কৃপণতা আসে,
তবে সাধ কেন সিংহাসন-লাভে ?

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। কেন মাতা ! হেন অভিযোগ ?
আঁখিজল পড়েছে ধরায়
শুধু কি তোমার মাতা ?
অবহেলে যেইজন ত্রিলোক চালায়,
যার হাতে র'য়েছে চাবুক –
ত্রিলোকের পাপতাপ মুছাইয়া দিতে,
হের' সেইজন সম্মুখে তোমার—
লইয়া শান্তির জল পূর্ণকুম্ভ ভ'রি।

নিয়তি। পিতা, পিতা, ধরি শ্রীচরণ,
উত্তেজিত পুনঃ কর কি কারণ ?
ওই দেখ—পতিতপাবনী মাতা সুরধুনী
বক্ষে ল'য়ে নিদারুণ যাতনার জ্বালা,
অভিশাপ দিতে উদ্যত হইয়া

তোমারি আশ্বাসবাণী পেয়ে
কোনরূপে রয়েছে শীতল।।
আর কেন, আর কেন পিতা, পদে ধরি
সম্বরিয়া ক্রোধ, সুবোধ শিশুর মত
রুদ্ধকণ্ঠ—তপ্ত আঁখিজলে
সৃষ্টির সৌন্দর্য্য সব দিও না মুছায়ে।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। নিয়তি! নিয়তি! তাও কি সম্ভবে আর?
ধরেছি যখন করে চক্র সুদর্শন,
তখন কি নিবারণ আর শোভা পায়?
চালাও—চালাও রথ,
কর কশাঘাত—তীব্র কশাঘাত,
রে সারথি! রুদ্ধপথ যদি দেখ—
তথাপি হ'য়ো না ক্ষান্ত কর্ত্তব্যসাধনে।
শুনিছ না—শুনিছ না কাণে,
ঐ যে দুন্দুভিবাদ্য বাজিছে সঘনে,
ঐ যে ভীষণ যুদ্ধ
হইতেছে দেবাসুর সনে,
ঐ যে নিখিলশক্তি একত্রীকরণে
ছুটে যায় গ্রাসিতে অসুরে।
এস—এস, হাত ধরে নিয়ে যাই সেথা,
যেথায় হ'তেছে এই প্রত্যক্ষ ঘটনা।

ব্রহ্মা। চক্রী, চক্রী, চক্রগতি রুদ্ধ কর.
তুমি যদি নিজে চক্র ধর',
হবে না স্বরাজলাভ—কথনো হবে না।

বিষ্ণু। স্বরাজেতে নাহি প্রয়োজন,
হোক্ কিম্বা নাহি হোক্ কোন ক্ষতি নাই;
তার চেয়ে বড় ক্ষতি এই প্রজাপতি!

সতীত্ব, সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য—
যাহা শ্রেষ্ঠ—যাহা সার,
তাই যদি ডুবে যায় আজ
প্রবলের নিষ্ঠুর পীড়নে,
তবে রণ-অবসানে—
ছার সৃষ্টি-স্থিতি কি হবে রাখিয়া আর ?

ব্রহ্মা। নারায়ণ ! নারায়ণ ! রক্ষা কর
সব যায়—সব বুঝি ভেসে যায় আজ।
কায নাই—প্রত্যক্ষ নামিয়া রণে,
তুমি যদি যোগ দাও কার্ত্তিকেয় সনে
ধ্বংস মাত্র হবে ত্রিভুবন,
হবে ভস্মসার, কেহ না রহিবে আর,
বংশে বাতি দিতে কেহ না থাকিবে,
পাছে পাছে র'বে শুধু আলেয়ার আলো।

নিয়তি। জানি পিতা, সব জানি আমি ;
তাই আজ ষড়ৈশ্বর্য্যে একত্রিত ক'রে
উমা-মহেশ্বরে করেছ মিলন,
ত্যাগীবে বসায়ে দেছ ভোগেব আসনে।
তাই আজ কার্ত্তিকেয় বীর—
করে ল'য়ে শুধু তীরধনুঃ,
অসীম সাহসভরে
অবাধে চলেছে আজ সমরে একাকী।

দেবসেনা। বাবা ! বাবা ! কি করিব, কথা নাহি সরে ;
কত যে যাতনা স'য়ে—
হ'য়ে আছি নিপীড়িত—জর্জ্জরিত আমি,
বুক চিরে দেখাই যদ্যপি
বুঝিবা তোমারও বুক
ভেঙ্গে চুরে দ্বিখণ্ডিত হবে।

ব্রহ্মা। মা, মা, চুপ্ কর্—চুপ্ কর্।
আমাকেও উত্তেজিত ক'রে
টেনে নিয়ে যেতে চাস্ রণে ?
একান্ত কি বাসনা তোদের
সৃষ্টি সব ধুয়ে মুছে যাক্ ?
না—না, তাও কি সম্ভবে দেবী ?
আমি সৃষ্টিধর—আমি প্রজাপতি,
আমি যদি হই এতটা অধীর,
তবে আর শান্তি কোথা র'বে ?
শান্তি যে মা ! চিরতরে ধূলায় লুটাবে।
কায নাই—কায নাই, আয় দেখি যাই—
সমরের কিবা ফলাফল ? এস বিষ্ণু !—

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। পদ্মাসনগর্ত হ'তে যোগ ভাঙ্গাইয়া
করিয়াছি নিদ্রার ব্যাঘাত,
ক্ষম অপরাধ দেব !

ব্রহ্মা। কেনহে বাসব ! কি হেতু আতঙ্ক এত ?

ইন্দ্র। তারকনিধন তরে—কিম্বা
প্রতিষ্ঠিতে স্বাধীনতা—স্বরাজ আসন,
সংহারিতনয়—একাই যথেষ্ট প্রভু !

ব্রহ্মা। বজ্রী ! বজ্রী ! উভয়ে কি হ'য়েছে সাক্ষাৎ ?

ইন্দ্র। শত বাধাবিঘ্ন করি' অতিক্রম,
সিংহশিশু চলিয়াছে অমিতবিক্রমে,
যার সনে হয় দরশন,
মুহূর্ত্তেকে ধরাশায়ী হয় সেইজন।

ব্রহ্মা। সুসংবাদ বটে ; এস শচীপতি !
দূর হ'তে সেই দৃশ্য করি' দরশন,
অন্তরের সেই জ্বালা—সেই তীব্রদাহ

করি আজ নির্ব্বাপিত,
বিষ্ণুর চরণ-ধৌত শুভ্র গঙ্গাজলে।
এস মা—জননীদ্বয়,
আজি রণ-অবসানে—আনন্দের দিনে
দেবের বাঞ্ছিতধন কার্ত্তিকেয় করে,
এই পূত জয়মাল্য উপহার দিয়া
সৃষ্টিকার্য্যে পুনরায় হই নিমগন।
(নিয়তি ও দেবসেনার হস্তধারণ)
চক্রী! চল আগুসারি;
বজ্রধারী! ধর অস্ত্র লভিতে স্বরাজ।
[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণস্থল।

যোদ্ধৃবেশে সুসজ্জিত তারক।

তারক। কোথায় দেবতা—দেবতা কোথায়?
দেবতার স্থান নাহি আর স্বর্গভূমে।
বারবার দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ,
করি পলায়ন, এখনো কি লজ্জা নাই মনে?
সাধ্য যদি থাকে,
শক্তি যদি চাহ পরীক্ষিতে,
সম্মুখসমরে এস রে দেবতাগণ!
করি নিমন্ত্রণ,—
একা কিম্বা সমষ্টি মিলিয়া
সম্মুখে দাঁড়ায়ে কর রণ;
নচেৎ আঁখিবিধ করিব তোমার,
অজর, অমর নাম দিব ঘুচাইয়া।

কই, কেহ নাহি হয় অগ্রসর ?—
শুধু হানে বাণ অলক্ষ্যে থাকিয়া ?
এই কি বে ধর্ম্মযুদ্ধ—ন্যায্য আচরণ,
এই কি বে অমৃতপানের ফল ?
মোহিনীর মূর্ত্তি ধরি'
চুরি করি খেয়েছ অমৃত,
এইবার দিব প্রতিশোধ ,—
উদ্গার করায়ে সেই অমৃতের রাশি,
হলাহলে পরিণত করিব এখনি।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান]

পট পরিবর্ত্তন।

(সূর্য্যের প্রবেশ)

সূর্য্য। দৈব ও পুরুষাকারে
হইতেছে প্রবল সংগ্রাম,
দৈত্যপতি বাঁধিয়া রেখেছে মোরে,
সময় ও গতি না হয় নির্ণয় আর।
একদিকে মন্ত্রশক্তি—সাধুতার ভাণ,
অন্যদিকে ক্ষুব্ধপ্রাণ—
পদাহত ভুজঙ্গের কাতর ক্রন্দন ,
একদিকে প্রবঞ্চনা—সমষ্টির বল,
অন্যদিকে রুক্ষ পঙ্গু দেশের আহ্বান ,
কিন্তু কি কঠিন প্রাণ মোর,
বাঁধা আছি সতত দুয়ারে ,
যেতেও পারনা—
শুধুই হতাশনেত্রে
চেয়ে আছি জগতের পানে,
অত্যাচারী দানবের আজ্ঞাবাহী হ'য়ে।

চন্দ্র। (অন্তরাল হইতে)
তুমি কি একাই শুধু কাঁদিছ নীরবে ?
রাত্রিকাল—বিশ্রামের কাল,
তাতেও কি নিশ্চিন্ত বিরামে
সুখে বাস করে কেহ ?

সূর্য্য। কে—সুধাংশু ? কি বলিছ ?—
[illegible] থ কোথা আর ?—
এ[illegible] —সর্ব্বজয়ী রাহুর প্রভাব,
সর্ব্বগ্রাসে সর্ব্বশক্তি হরিল আমার।
অন্ধকার—অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার !
[সূর্য্যের তিরোধান]

(চন্দ্রের আবির্ভাব ও নক্ষত্ররাশির বিকাশ)

চন্দ্র। একি !—একি অদৃশ্য আঘাত !
দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হ'য়ে আসে,
কর্ণ যে বধির হয়, হয় রুদ্ধশ্বাস !
উল্কাপাত,—উল্কাপাত ! ভীষণ আকার !
স্তব্ধ রুদ্ধ, বায়ুর সঞ্চার ! ধ্বংস—ধ্বংস !

(অভয়হস্ত উত্তোলনে বেগে নিয়তির প্রবেশ)

ত। ভয় নাই—ভয় নাই !
ওই আসে কার্ত্তিকেয় বীর,
আঁখিনীর সবাকার মুছাইয়া দিতে।

(সহাস্য আননে কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কার্ত্তিক। কোথা সেই শক্তিমান্ ভক্তশ্রেষ্ঠ বীর !
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর
রক্ষা করে সতত শরীর ?
তপস্যার বলে কত শক্তি করেছ সঞ্চয়,
যার কাছে হীনবল সমগ্র দেবতা ?

যাহার নিধন তরে
ত্যাগী স্বীয় আসন ছাড়িয়া,
ভোগের মন্দিরে বসি'
সাদরে গ্রহণ করে পূজা ?
কই, কই সেই ভাগ্যবান্,
কোথা সেই উদার—মহান্,
যাহার উদ্ধার তরে সমগ্র দেবতা
আলস্য ছাড়িয়া
ব্যস্ত আজ স্বাধীনতা-লাভে ?
এইমত সজাগ প্রহরীরূপে
থাকিতে যদ্যপি সবে স্বীয় অধিকারে,
তবে কি এ বিড়ম্বনা—নির্য্যাতন ভোগ,
হইত কি কাহারো কখনো ?
সূর্য্য আজ সাক্ষী তার দ্বারে,
চন্দ্র করে শীতলতা দান,
মহেশ্বর পুত্র আমি—
আসিয়াছি করিতে সন্ধান,
কোথা সেই ভাগ্যবান্ তারক অসুর ?

(পট পরিবর্ত্তন)

(গৈরিকবেশ-পরিহিত তারকের পুনঃ প্রবেশ)

তারক। তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান,
না পেলাম এখনো দর্শন,
মম ইষ্টদেব সেই সংহারিতনয়ে।
আমি জানি—যদি পাই চরণের ধূলি,
স্বচক্ষে নেহারি' যদি তাঁরে একবার,
প্রাণভ'রে কাঁদিব চরণে,
উপহার দিব তাঁরে সকল বেদনা।

কিন্তু এ সৌভাগ্য হবে কি আমার ?
কে বলিবে—কে দিবে উত্তর ?
হেন শক্তি আছে বা কাহার,
দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্টকথা বলে ?
কর্ম্মক্ষেত্রে একলক্ষ্যে অগ্রসর হ'লে
অসুর বলিয়া লোকে উপহাস করে,
ঘৃণাভরে দেবগণ ফিরায় বদন—
পাছে হয় ভোগভ্রষ্ট ব'লে ;
কিন্তু জানে না তাহারা—
অসুরই প্রতিষ্ঠা করে দেবত্ব-গৌরব
উচ্চাসনে কর্ম্মীগণে জগত হিতার্থে।
দেবতা-দানব—একবৃন্তে দুটি ফল,
শ্বেত-কৃষ্ণ, হাসি-অশ্রু, সার দুইদিক্
দুইপথে পরিচয়—জন্মমৃত্যু রূপে।
শাশ্বত জীবন গড়িয়া তুলিতে হ'লে,
মরণেরে দিতে হয় অগ্রে আলিঙ্গন।
এবে সেই কার্য্য হ'য়েছে সাধন,
স্বাধীনতা—স্বাধীনতা ক'রে
রণোন্মত্ত—সশব্যস্ত সর্ব্বদেবদেবী।
কিন্তু আমি ইষ্টে খুঁজিয়া না পাই,
চারিদিকে চাই,
শুধু শূন্যনেত্রে ফিরে ফিরে আসি।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কার্ত্তিক। ফিরিতে হবে না আর,
যমদণ্ড ল'য়ে করে
এই যে এসেছি আমি সকাশে তোমার।
কেন হে অসুরবর ! কি হেতু বিষাদ,
মৃত্যুভয়ে ভীত কি হে আজ ?

তাবক। মৃত্যুভয় থাকিত যদ্যপি,
মৃত্যুঞ্জয়ে হানা দিয়ে মরণের মুখে,
হাসিমুখে হইতাম অগ্রসর দেব ?

কার্ত্তিক। হাসিমুখে অগ্রসর হইয়াছ বটে,
কিন্তু এটুকু নিশ্চয় ভাবিয়াছ মনে,
তপোবলে একবার লভিয়াছ জয়,
তাই—নাহি ভয় নিশ্চিত মরণে।

তাবক। আত্মনাশে সকলেরি ভয় হয় দেব ?
কিন্তু আমি নাহি জানি ভয় কারে বলে।
বজ্রাঙ্গী আমার পিতা,
অসুর যে ছিল বটে নামে, কিন্তু
সারাটী জীবন করি তপঃ আচরণ,
স্বীয় স্বার্থে দিয়া বিসর্জ্জন,
মৃত্যুকালে শেষনিঃশ্বাসের সনে
দিলেন আমারে এই আশীর্ব্বাদ বাণী,
তপশ্চর্য্যা ক'রো বৎস ! জীবনের সার,—
তার চেয়ে বড় নাহি আর,
দরিদ্রকে নারায়ণ জেনো,
স্বার্থভুলে ভালবেসো আপন স্বদেশ,
দম্ভভরে চলে যেয়ো, কোনদিকে নাহি চেয়ো,
আপন জাতিরে নিও আপনার শিরে।
সেইমত কার্য্যক্ষেত্রে হ'লে অগ্রসর,
সৃষ্টিধর আসি বর দিলেন আমারে,
কর্ম্মভূমি জেনো বৎস ! সকলের সার ;—
তপঃ হ'তে বড় কর্ম্ম, কর্ম্ম হ'তে জ্ঞান,
জ্ঞান হ'তে পরমার্থ ধন—দরশন।

কার্ত্তিক। এ কি কথা কহ বীর !
বিস্ময়ে না হয় স্থির তুমি কি দানব ?

বুঝিতে না পারি—
এত শক্তি তুমি কোথা হ'তে পেলে ?—
কেমনে লভিলে হেন দিব্যজ্ঞান ?
দিব্য-চক্ষুঃ যোগবলে
সাকল্য, সাযুজ্যে তুমি করেছ মিলন,
তারি ফলে লভিয়াছ রাজ-সিংহাসন,
তাই তুমি হইয়াছ ত্রিদিব বিজয়ী।

তারকা। অন্তর্য্যামী তুমি প্রভু! কিবা নাহি জান ?
ছিল আকিঞ্চন—
অত্যাচার, অবিচার সহিতে নারিব,—
জগতে দেখায়ে দিব সত্যের আদর।
তাই দেব! সত্যে করি পণ, কর্ম্মক্ষেত্রে
নবমন্ত্র করিতে প্রচার, নব্যতন্ত্রে
নববীজ করেছি বোপন। সত্য আমি,
তাঁরি বরে লভিয়াছি স্বর্গ সিংহাসন,
তাঁরি বলে করিয়াছি দেবতা পীড়ন।
দেবতাদানব ব'লে পার্থক্য যে নাই,
তাহাই দেখায়ে দিছি জগত সমক্ষে—
শুধু তাঁরি অনুগ্রহে, তাঁরি করুণার
কণামাত্র পেয়ে; বুঝেছি এ সার—
ধর্ম্মবল সকলের বড়,
কর্ম্মফল থাকে শুধু কাছে,
কিন্তু হিংসা আমি পারি নি ত্যজিতে;
তাই দেবরাজ-মনে বেদনা জাগায়ে,
প্রতিহিংসা-সাধনের তরে
ইন্দ্রাণীরে বাহুবলে বাঁধিয়া এনেছি,
চন্দ্র, সূর্য্যে সাক্ষ্য দিতে রাখিয়াছি দ্বারে।
সর্ব্ববিধ অধিকার, যথেচ্ছ শাসন,
সর্ব্বত্র সমাধিপত্য করেছি বিস্তার।

এবে প্রয়োজন—আকিঞ্চন,
তোমার ঐ পাদপদ্মে দিতে বিসর্জ্জন,
বাঁকি এ জীবনভার দুর্ব্বহ—দুঃসহ।

কার্ত্তিক। অতীতের সকল ঘটনা,
পুঙ্খ-অনুপুঙ্খরূপে সব আমি জানি ;
কিন্তু বীরত্বের সনে ধর্ম্মের মিলন,
তাও দানবের কাছে, বিচিত্র ইহাই।
শোন বীর! হাসিমুখে সত্যকথা বলি,
দৈত্যবংশে জন্মলাভ সার্থক তোমার,
দেবেরও অসাধ্য যাহা,
তাহা তুমি দৈত্য হ'য়ে করেছ সাধন।
সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরে শ্মশান হইতে
টানিয়া আনিয়া—ফুলমালা গলে দিয়া
প্রবৃত্তির দাসখতে লেখাইয়া নাম,
ত্যাগ ছাড়ি বসাইয়ে ভোগের রাজত্বে
করিলে জাগ্রত তুমি নিখিলের জীবে।

তারক। আমি কি করেছি দেব।
আমার যে সব শক্তি
তোমার ঐ জন্মসাথে হ'য়েছে বিলীন।
তুমি মোর আরাধ্যদেবতা!
তুমি মোর নয়নের মণি!
চারিদিকে অন্ধকার, পিচ্ছিল পদবী,
তুমি যদি না দেখাও পথ,
দিশেহারা জনে কে দেখাবে আলো?
এস—এস মোর হৃদয়রঞ্জন!
বক্ষে এস—প্রাণভ'রে করি দরশন,
সতত হৃদয়ে রাখি,
আঁখিভ'রে দেখি ওই মোহন মূরতি।

কার্ত্তিক। একি, দৈত্যমুখে এ কি কথা শুনি ?
একান্ত যদ্যপি তব দেখিবার সাধ,
কেন আর তবে করি লুকোচুরি ?
তপস্যার বলে লভিয়াছ রাজসিংহাসন,
তপস্যায় করি আজ ত্রিদিববিজয়
জগতে দেখায়ে দেছ সত্যের আদর।
সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, মোহের বিকার
বিচারের নামে হয় নিত্য অবিচার,
প্রত্যক্ষ দেখায়ে দিয়া জগৎসমক্ষে,
দেবতার রাজভোগ ছিনিয়া লইয়া—
একছত্র আধিপত্য করেছ বিস্তার।
শোন দৈত্যবর ! ইচ্ছামৃত্যু বর
লভেছিলে দেবতা সকাশে,
কিন্তু মদ ও মাৎসর্য্যে উন্মত্ত হইয়া
সেই দেবতারে পুনঃ করি আক্রমণ,
নিজের মরণ তুমি নিজেই ডেকেছ।
কিন্তু হে প্রিয় ! হে ভক্তবর !
পরাজিত আমি তব পাশে ;
ইচ্ছাশক্তি করিব হরণ,
হেন শক্তি উপার্জ্জন করি নাই আমি।
এই আমি করিলাম গাণ্ডীব সংযত,
কহ সত্যব্রত ! কিবা তব অভিপ্রায় ?

তারক। একি, একি, অভিশাপ কেন দাও মোরে
আমি যে মৃত্যুর দ্বারে আছি দাঁড়াইয়ে।
আমার আকাঙ্ক্ষা সব মিটিয়া গিয়াছে,
ফুরায়েছে দর্প, দম্ভ, মান, অভিমান !
আর কেন জেলে দাও অতীতের স্মৃতি,
বিস্মৃতির গর্ভে সব দাও ডুবাইয়া।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াব,
ছিল মাত্র জীবনের ব্রত,
সেই ব্রত উদ্‌যাপন মোর ;—
স্বর্গরাজ্য করি অধিকার,
স্থাপিয়া অনন্ত সত্য ত্রিদিবমাঝারে
করিয়াছি বিতাড়িত পাপী সে অমরে।
পুনঃ সেই তৃষা—দাবানল,
সেই জ্বালা—তীক্ষ্ণ আশীবিষ,
সেই দাহ—প্রলয়েব বাণ
সন্ধান করিয়া আর ডাকিয়া এনো না।
পদে ধরি হে আরাধ্য হৃদয়রতন !
একবার—একবার দাও আলিঙ্গন,
দৈত্যবংশে জন্মলাভ হউক সার্থক।

(কার্ত্তিকের আলিঙ্গন করণ)

এস, এস হে আরাধ্য !
এস মোর অন্ধের নয়ন !
এস মোর অন্তরের অমৃত শলাকা !
শীতল করিয়া দাও দেহ,
জ্ঞানচক্ষু ফিরাইয়া আনো !
একি, একি মূর্ত্তি মনোরম !
একি রূপ, বিশ্ব বিমোহন !
আমারে ছলনা করি—
কোথা ছিলে এতদিন তুমি দয়াময় ?
এতদিনে হয়েছে কি সময় তোমার,
উদ্ধার করিতে মোরে পাপপঙ্ক হ'তে ?
সত্য দেব ! ভোগতৃষা মিটেছে আমার।
এ মূর্ত্তি ছাড়িয়া আর—
ফিরে নাহি যেতে চায় মন,
নন্দনকানন কিম্বা রাজসিংহাসনে।

দাও দেব! দাও পদরেণু,
অন্তিমের শেষ সম্বল যেটুকু—
ল'য়ে যাই তাহা শুধু পাপদেহসনে।

কার্ত্তিক। সত্যই বিজিত তুমি এ মহাসমরে;
ভাবি নাই কখনো অন্তরে,
এ ভাবে সমরজয় করিতে হইবে।
এত যদি তব সরল অন্তর,
এত যদি ছিল উদ্দেশ্য মহৎ,
কেন তবে বক্ষে ল'য়ে কলঙ্কের ছাপ,
নীচ স্বার্থ-আশে ছিলে নিমগন?

তারক। বিচারের ছলে যদি হয় অবিচার,
দেবতার নামে করি মিথ্যা অভিনয়,
চুরি করি খাইয়া অমৃত,
যদ্যপি অমরগণ
নিজভায়ে দেয় বিসর্জ্জন,
"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হ'য়ে
স্বেচ্ছায় যদ্যপি করে ভিন্নগৃহে বাস,
আপন আবাস যদি স্বার্থের সন্ধানে
তুলে দেয় অপরের হাতে,
তথাপি দেবতা ব'লে তাহার আদেশ
নিতে হবে মাথায় করিয়া?
দিবসে কাটায় দিন অলসশয়নে,
বসি সিংহাসনে—শ্যেনদৃষ্টি হানে
অহল্যাহরণে নাহি বিন্দুমাত্র ভয়,
কেননা সে জগতে অমর;—
কেননা সে নির্ব্বিবাদে করে রাজ্যভোগ;
দানবে খেদায়ে দিয়া যজ্ঞভাগ হ'তে।

কার্ত্তিক। আপনার হিত যদি আপনি না চেনে
ধর্ম্মাধর্ম্মে যদি নাহি করে জ্ঞান,

দেবতা-দানব দুই বৈমাত্রেয় ভাই,
জানিয়া বুঝিয়া কিম্বা ফাঁকি দিয়া যদি
স্বেচ্ছায় করিয়া থাকে স্বীয় সর্ব্বনাশ,
পাপী হবে সেইজন ; তুমি ক্ষুদ্র,—
তুমি কেন বলি দিয়া আপন ঐশ্বর্য্যে
প্রতিহিংসাতরে ছিলে তপে রত ?

তারক। "তুচ্ছ তৃণ গুচ্ছ হয়ে বাঁধি একতায়
মত্তমাতঙ্গেরে রাখে বাঁধিয়া হেলায়",
এ কথা বালক-বৃদ্ধ সকলেই জানে ;
তথাপি একতাবদ্ধ কেহ নাহি হবে।
তাই জেনে, শুনে, দেখে, পিতার আদেশে
বসেছিনু আত্মনাশে তপস্যা করিতে।
পেয়েছিনু ইষ্টবর কিন্তু ভ্রমে পড়ি—
কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ অঞ্চলে বাঁধিনু।
বিনিময়ে শাপে হ'ল বর,
নিদ্রিত দেবতাগণে জাগ্রত করেছি,
ন্যাঙ্‌টা সেই দিগম্বরে পরায়ে বসন,
গৌরীমালা গলে দিয়া সংসারী করেছি।
তাঁরি পুত্র আজ তুমি এসেছ বধিতে,
অত্যাচারী—রাজ্যহারী দানব বলিয়া ?
এই কিহে বিনিময় তার ?
এই কিহে প্রতিদান মোর ?
কায নাই বৃথা বাক্যব্যয়ে,
হান বাণ—যথা ইচ্ছা দেব !
দেহ-অন্তে পাই যেন চরণে আশ্রয়,
অধীনের এইমাত্র দীন অনুরোধ।

কার্ত্তিক। নহে অনুরোধ প্রিয় !
কহ অকপটে কিবা তব অভিপ্রায় ?

তারক। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি হ'তে
মুক্তি যেন পাই, আর চাই—
যখন সে অধিকার করিলে প্রদান।
শোন দেব! মোহগ্রস্ত জগৎ-হৃদয়ে
নবশক্তি করিয়া সঞ্চার,
জগদ্ধাত্রীরূপে নব চৈতন্য জাগায়ে,
এনে দাও প্রতি জীবে নূতন জীবন,
এইমাত্র অধীনের কাঙ্ক্ষনীয় প্রভু!
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর!
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের রাজা!
ত্রিশক্তি মিলিয়া আজ একত্র হয়েছ,
সর্ব্বশক্তি সমন্বয়ে—
গড়িয়া তুলেছ এই নবশক্তিধরে।
প্রণমি চরণে প্রভু! করহ আশীষ,
জ্ঞানহীন আমি—চাহি যুক্তকরে
পুনর্জ্জন্ম হ'তে মোরে করহ উদ্ধার।

কার্ত্তিক। মুক্তির সন্ধানে তব শক্তি অস্ত্র নামে
এই আমি হানিলাম বাণ; মুক্তিপ্রিয়
হে সাধক! চিরতরে লভহ বিশ্রাম।
হোক্ দেহ অবসান,
কিন্তু নাম তব থাকুক অক্ষয়;
অক্ষয় যাদের নাম তারাই দেবতা,
অহিংস যাদের ধর্ম্ম তারাই মহান্।
[বাণক্ষেপ, তারকের দেহত্যাগ ও শূন্যে অন্তর্ধান]

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। এস বীর! এস পুত্র সংহারীর!
স্বর্গসিংহাসন আর শূন্য কেন থাকে?
কন্দর্পবিজয়ীরূপে

স্বর্গধামে নবশক্তি করিয়া সঞ্চার,
আলো কর রাজসিংহাসন !
পাপ-তাপ দূরে চ'লে যাক্,
পুণ্যকর—স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল,
পূর্ণকর কুবের ভাণ্ডার,
ধন্য হোক্ অমর জীবন।

কার্ত্তিক। এ কি কথা হে রাজন !
রাজ্যভার শাসনের তরে
হয় নাই জনম আমার।
শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন
ধর্ম্মের বিজয়কীর্ত্তি করিতে স্থাপন,
যুগে যুগে অবতীর্ণ হন অবতার।
আমি উপলক্ষ্য তার,
জয়মাল্য করে—এসেছি অর্পিতে শিরে,
সমাদরে লহ তুমি রাজা ! জেনো স্থির,
স্বর্গলক্ষ্মী সততই অধীন তোমার,
দেবরাজ—চিরদিনই থাকে দেবরাজ।

(ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নিয়তি ও দেবসেনার প্রবেশ)

বিষ্ণু। ধন্য, ধন্য হে কুমার !
স্বর্গরাজ্য নিরাপদ তুমিই করিলে।
তোমা হ'তে স্বরগের রাজসিংহাসন,
সত্যই হইল আজ চির নিষ্কণ্টক।

ব্রহ্মা। প্রিয়তম ! ত্রিলোকের আনন্দদুলাল !
একাধারে উদারতা, বীরত্ব, সাহস
হে শম্ভুসম্ভব ! তোমাতেই সম্ভবে কেবল।
যোগ্যতার বিনিময় কি দিব তোমায়,
রাখিয়াছি সমাদরে করিয়া সৃজন,

পবিত্র নির্ম্মাল্য সম মানসতনয়া
চিরজ্যোতির্ম্ময়ী এই নাম দেবসেনা,
তোমারি পবিত্র করে করিতে অর্পণ ;
লহ করে করে,—এস প্রিয়ধন !
স্বরগের সিংহাসনে বসায়ে বাসবে,
পুনঃ ধ্যানে—বসি যোগাসনে
সৃষ্টির সৌন্দর্য্যকল্পে থাকি নিমগন।

বিষ্ণু। এস হে বাসব ! বিশ্রামের নাহি অবসর ;
নবরাজ্য করিতে গঠন,
প্রয়োজন—প্রাণপাত শুধু পরিশ্রম।

[সকলের প্রস্থান]

পট পরিবর্ত্তন।

অমরাবতী।

মহাদেব, পার্ব্বতী, চন্দ্র, সূর্য্য ও শচীদেবী আসীন।

মহাদেব। প্রিয়ে ! ওই শুন শঙ্খধ্বনি,
হইয়াছে রণ অবসান ;
বিজয়ীসন্তান তব সহাস্য আননে
উড়ায়ে কীর্ত্তির ধ্বজা—জাতীয়পতাকা,
ধেয়ে আসে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বাসবের সনে।

পার্ব্বতী। বিশ্বপতি ! সে কীর্ত্তি কি পুত্রের আমার ?
ব্রহ্মা, বিষ্ণু শক্তিদ্বয় সৃষ্টি-স্থিতিরূপে
রক্ষাকবচের মত ঘিরিয়া রেখেছে,

তাই আজ অক্ষতশরীরে—
ফিরে আসে পুত্র মোর বিনাশি' দানবে।
এস সতী রাজরাণী, এস দেবেন্দ্রাণী!
হাতে শাঁখা—সীমন্তে সিন্দূর রাখি,
আলো ক'রি বামপার্শ্ব পতিদেবতার,
প্রজার মঙ্গলচিন্তা, সাম্রাজ্যের হিত
শক্তি তুমি, জাগাইয়া রেখো প্রাণে তাব ;—
ভাগ্যবতি! এই শুধু করি আশীর্ব্বাদ।

শচী। (গলবস্ত্রে—নতজানু হইয়া)
"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে!!"
বিশ্বের মঙ্গলময়ী জগদ্ধাত্রী মা!
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যে
কেবা পারে কবিতে দমন? হেন শক্তি
দিয়েছিলে কভু কি তনয়ে? কিন্তু
মা ভবানি! পাইযাছি আশীর্ব্বাদবাণী,
আজি হ'তে সাধ্যমত থাকিব সতর্ক,
ভবিষ্যতে যাতে তিনি—
লক্ষ্যভ্রষ্ট নাহি হন আর।

সূর্য্য। হাস সতী! হাস,
হাসিবার এসেছে সময় ;
আমি জানি—নহ দেবি! তুমি কলঙ্কিনী।
দানবের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ
শুধু কি যন্ত্রণা দেছে তোমারি অন্তরে?
রেখেছিল বাঁধিয়া দুয়ারে
সাক্ষীরূপে দ্বাররক্ষী করিয়া আমারে।
আমিও কেঁদেছি কত,
কিন্তু কোনমতে পাই নি নিস্তার।

আজি মুক্তকণ্ঠে করি আশীর্ব্বাদ,
জন্ম জন্ম সীমন্তে সিন্দুর দিয়া
ধন্য কর - স্বরগের রাজসিংহাসন।

চন্দ্র। মুক্ত আজ বৈজয়ন্ত ধাম,
মুক্ত আজ নন্দন কানন,
মুক্ত বায়ু, মুক্ত ও বরুণ
চিরমুক্ত মুক্তিক্ষেত্রে মুক্তি বিতরিতে
প্রকৃতি হৃদয়ে পাতে শান্তির আসন।
ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

মহাদেব। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

(গাহিতে গাহিতে নিয়তির প্রবেশ, তৎসঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কার্ত্তিক, ও দেবসেনার আগমন)

(গীত)

নিয়তি। আজি, আসিছে ভাসিয়া ফুলেরি গন্ধ,
আসিছে ভাসিয়া সুখ !
নিভিয়া গিয়াছে শোক, তাপ, জ্বালা
ডুবিয়া গিয়াছে দুঃখ !!

আজি, আলোকে বাতাসে রঙিন্ ফোয়ারা,
দিশি দিশি ঝরি' পড়ে মধুধারা,
জাতীয়পতাকা ল'য়ে এস ত্বরা
হাসিতে ভরিয়া বুক !
ওগো, কাঁদিও না আর, মজিও না আর
মায়ামোহে দাও থুক !!

স্থৈর্য্যে সুমেরু—		ধৈর্য্যে পৃথিবী
হইতে শিখিও সবে !
আনিও করুণা		জীবে বিতরিতে
ডাকিও সতত শিবে !!

আজি, মঙ্গলদীপ		জ্বাল' ঘরে ঘরে
করিও না আর চুক্ !
ওগো, কাঙ্গাল দেশের		কাঙ্গাল সেবক
মরিছে জঠরে ভুক্ !!

মহাদেব। হে দেবেন্দ্র ! ওই বাজে মিলনের বাঁশী ;
ল'য়ে শচীদেবী বামে ব'স সিংহাসনে,
রেখো মনে,
প্রজানুরঞ্জনে রাজা—এই তত্ত্ব সার।

নিয়তি। রাজা নহে কৌতুক পদবী,—
রাজছত্র নহে শোভা তরে ;
রাজসিংহাসন ন্যায়ের আসন,
শৃঙ্খল সমান সদা বিবেকবিহীনে।

ইন্দ্র। (পদতলে বজ্র রাখিয়া)
প্রজার সন্তোষ করিব বিধান,
সে শক্তি কোথায় আর ? কৃত্তিবাস !
নিজহস্তে ক'রেছি যে সকলি বিনাশ ;
হাত হ'তে বজ্র খ'সে পড়ে,
কাঁপে কায়, ভাষা হয় মূক,
শ্রবণ বধির তীব্র অনুতাপানলে।

নিয়তি। আমি দিব সে শক্তি তোমায়,
বৃথা নাহি কর অনুতাপ।

ব্রহ্মা। দেবরাজ! আক্ষেপের সময় অতীত,
কর্ম্মভূমি করিতে গঠিত, দৃঢ়হস্তে
ধর বজ্র, স্খলিত না হয় যেন আর।

বিষ্ণু। এই যুগসন্ধিক্ষণে মিলন আহ্বানে,
প্রয়োজন— সতত উদ্যম, স্বস্ব ধর্ম্মে
অনুরাগ, বৃথা তর্কে—বিনা প্রতিবাদে
নীরবে—নির্ভীকচিত্তে লক্ষ্যে আত্মদান,
এইমাত্র কর্ত্তব্য প্রধান।
যাও বৎস! সিংহাসনে কর আরোহণ।

ইন্দ্র। সমগ্র দেবতা মিলি
স্কন্ধে যদি দেন তুলে পুনঃ গুরুভার,
অক্ষম অযোগ্য হ'য়েও করিলাম পণ,
আজি হ'তে নতশিরে করিব পালন,
প্রত্যেক আদেশ—প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ;
বলুন কিঙ্করে—কি আদেশ মোর প্রতি ?

কার্ত্তিক। আমি বর্ত্তমানে হে দেবতাগণ!
নিখিল কার্য্যের ভার আমারি উপরে।
সর্ব্বশক্তি সমন্বয়ে ক'রেছ সৃজন,
শুধু কি তারকাসুরে নিহত করিতে ?
তুমি রাজা,—হিতৈষী প্রজার,
প্রজাও রাজার চির আজ্ঞাবাহী দাস,
উভয়ের অকপট আদানপ্রদানে
রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি,—সদা সুমঙ্গল।
রাজদণ্ড ধরি' দৃঢ়করে—
আমারে আদেশ কর,
ব'লে দাও—কোন্ পথে যাব,
কি করিব সেথা গিয়ে ?

(ইন্দ্র হতাশবিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন)

বিষ্ণু। যাও বীর! যাও ধরাধামে ; ধরাধাম
সর্ব্বাপেক্ষা বিপন্ন এখন। মনে রেখো
অনুক্ষণ, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল জীবিত ত্রিলোক।
দীক্ষা তব যেই উচ্চ ব্রতে, শিক্ষা তব
যে মহা-আদর্শে, ত্যাগীশ্রেষ্ঠ! সেথা গিয়া
করহ স্থাপন—স্বাধীন বিজয়ধ্বজা,
একমাত্র ধর্ম্ম যাহা নশ্বরজীবনে।
শুন কহি—বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠাকারণ,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রজাতি মিলি
নবযুগ, নবশক্তি, নব জাগরণে
নূতন প্রেমের আলো জাতীয়জীবনে
প্রতিজীবে জাগাইয়া দিয়া, কর বৎস!
নব প্রতিষ্ঠান , জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে
জনে জনে সখারূপে দিয়া আলিঙ্গন,
সমপ্রাণে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া,
আর্য্যজাতি—ভারতের আদি সভ্যজাতি,
তাহারি পবিত্র স্মৃতি বক্ষেতে ধরিয়া
গাও সবে তারস্বরে মিলনের গান,
মধুময় কর সে জগত,
সার্থক হউক নাম—লীলা অবসান।

কার্ত্তিক। লীলাময়! নারায়ণ!
প্রতি জীবে তোমারি যে অক্ষত আসন ;
যাহারে যেমন তুমি করিবে চালিত,—
সেইমত কর্ম্মভূমি হইবে গঠিত,
আমি দাস—আমি সেবক তোমার।

(উভয়দিক্ হইতে পতাকা ও শঙ্খহস্তে অগ্নি ও নারদের
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

(গীত)

অগ্নি ও নারদ। মঙ্গল কর মঙ্গলময় !
বাজাও শঙ্খ উড়াও নিশান
ঘুচিবে দুঃখ—ঘুচিবে ভয় !
মঙ্গল কর মঙ্গলময় !!

জগতে মোদের কি আছে অভাব,
নাহি আছে সুখ, নাহি আছে ভাব,
শুধু হাহাকাব শূন্য আধার
নীরব গরিমা—দীপ্তিচয় !
মঙ্গল কর মঙ্গলময় !!

এখনো হাসিছে রবি-শশী-তারা,
এখনো র'য়েছে ঘরে সুত-দারা,
হারাবে কেবল স্মৃতি, ধৃতি, বল
মিছে করি দিনক্ষয় !
মঙ্গল কর মঙ্গলময় !!

এখনো র'য়েছে গাছে ফুল ফল,
এখনো র'য়েছে ভাত-রুটি জল,
এখনো পাইবে লইলে কুড়ায়ে
সাধনে শান্তি—করমে জয় !
মঙ্গল কর মঙ্গলময় !!

যবনিকা পতন।